উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৭৫,৭৩৫.৯৬ (-২০৩.২২)

নিফটি : ২২,৯১৩.১৫ (-১৯.৭৫)

কাজ বন্ধ দুই জমিদাতার

বালুরঘাটে রেলের কাজ বন্ধ করে দিলেন জমিদাতারা। রেলের তরফে জমির টাকা এখনও পাননি অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করে দিলেন দুই জমিদাতা। » ৩

বর্ষা হলেই ডুবে যায় কবরস্থান

মালদা শহরের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের চার্চপল্লি এলাকায় রয়েছে কবরস্থান। শহরের মুসলিম সমাজের একমাত্র কবরস্থানটি পরিকাঠামোর অভাবে ভুগছে। » ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	১৫°	২৯°	১৭°	২৯°	১৫°	২৯°	১৫°

সুর মিলিয়েও ট্রাম্পের আপত্তি বিনিয়োগে » ৭

৮ ফাল্গুন ১৪৩১ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 21 February 2025 Friday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 273

ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচে সৌম্য সরকারের উইকেট নেওয়ার পর সতীর্থদের সঙ্গে উল্লাস সামির। বৃহস্পতিবার দুবাই ময়দানে। - পিটিআই

রাজ্যে না, ভাষায় হ্যাঁ

উত্তরবঙ্গের দাবি ফের বিধানসভায়

অরূপ দত্ত ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পৃথক রাজ্যের দাবিকে সমর্থন না করলেও দলের উত্তরবঙ্গের বিধায়করা মাঝেমধ্যেই এই ইস্যুতে সরব হন। বৃহস্পতিবার এই দাবিতে ফের বিধানসভায় সরব হলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। যদিও বিধানসভায় শিখার বক্তব্যকে এদিনও সমর্থন করেনি রাজ্য বিজেপি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যর মতে, বিজেপি রাজ্যভাগের বিরোধী। এই অবস্থানের কোনও পরিবর্তন এখনও হয়নি। বিধানসভায় কেউ যদি তা বলে থাকেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মত হিসেবেই ধরতে হবে।

> আপনাদের ১৪ বছরের শাসনকালেও উত্তরবঙ্গ বঞ্চিতই রয়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন আপনারা করতে পারেননি। না পারলে ছেড়ে দিন।
>
> **শিখা চট্টোপাধ্যায়,** বিধায়ক

এদিন অধিবেশনের প্রথমার্ধে বাজেট ভাষণের ওপরে আলোচনায় শিখা চট্টোপাধ্যায় রাজ্য সরকারকে নিশানা করে বলেন, 'আপনাদের ১৪ বছরের শাসনকালেও উত্তরবঙ্গ বঞ্চিতই রয়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন আপনারা করতে পারেননি। আপনারা না পারলে ছেড়ে দিন। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের দায়িত্ব সেখানকার মানুষের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত।' শিখাদেবী যখন এই মন্তব্য করছিলেন, তখন শাসকদলের বিধায়কদের একাংশ এর বিরুদ্ধে সরব হলেও বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ সহ অন্যান্য বিজেপি বিধায়ক চুপ করেই বসেছিলেন।

বিজেপি বিধায়কের এই দাবিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে দাবি করেছেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। শোভনদেব বলেন, 'বিজেপি বরাবরই বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবিতে সরব হয়। এর আগেও আমরা দেখেছি, বিজেপি বিধায়করা এই দাবি বিধানসভায় তুলেছিলেন। কিন্তু এই রাজ্যের সরকার যা কাজ করেছে, তা কোনও সরকার করতে পারেনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পগুলি মানুষকে এমনভাবে স্পর্শ করেছে যে, সেখান থেকে বেরিয়ে ওদের আর জেতার সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গ ভাগ করার দাবি ওই কারণেই। উত্তরবঙ্গে

এরপর বারোর পাতায়

অমিত শা-কে চিঠি পদ্ম বিধায়কদের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : এবার পদ্মবনে 'ভাষার বীজ' পোঁতা হচ্ছে। সরাসরি উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য করার দাবি নয়, তার বদলে কেন অষ্টম তফশিলে রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষা অন্তর্ভুক্ত হবে না, সেই প্রশ্ন তুলে দিল বিজেপি। পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে বিজেপির মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও ভাষার দাবি নিয়ে কিন্তু কোনও দ্বিমত নেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে পাঠানো চিঠিতে উত্তরবঙ্গের সমস্ত বিধায়কের স্বাক্ষরে তা স্পষ্ট। দাবিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে দাবিপত্রে সই করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার রাজভবনে থাকাকালীন তিনি বিষয়টি আলাদাভাবে তুলে ধরেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে। '২৬-এর ভোটের নকশা তৈরিতে যে বিজেপি উত্তরবঙ্গে রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষাকে সামনে নিয়ে আসতে চাইছে, তা পরিষ্কার।

নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিজেপি অঙ্ক কষে পা ফেলে। ভোট এলেই পৃথক রাজ্যের দাবিকে সামনে নিয়ে আসা হয়। এবার ধর্মীয় মেরুকরণে বেশি নজর দিচ্ছে বিজেপি। কিন্তু উত্তরবঙ্গে ধর্মীয় তাস ফেলে বাজিমাত করা অসম্ভব। পৃথক রাজ্যের দাবিতেও নতুন করে চিড়ে ভিজবে না, তা বুঝতে পারছে গেরুয়া শিবির। যে কারণে, রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষার স্বীকৃতি বা অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার দীর্ঘদিনের দাবিকে সামনে নিয়ে আসার কৌশল।

পৃথক রাজ্যের দাবির সপক্ষে থাকা মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মনও এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। মূলত তাঁর প্রস্তাবে সহমত হয়ে

> রাজবংশী, কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি এবং বিভিন্ন কমিটি গঠন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কোনও কাজেই আসছে না। রাজবংশীদের জন্য কিছু করলে, তা করবে বিজেপি।
>
> **মালতী রাভা,** বিধায়ক

উত্তরবঙ্গে থাকা বিজেপির ২৫ জন বিধায়কের মধ্যে ২৪ জন সই করেছেন। ইংরেজবাজারের শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী দিল্লিতে থাকায় সই করতে পারেননি। তবে দলবিরোধী কাজ করায় অভিযুক্ত এবং যার জেরে বিজেপির সক্রিয় সদস্যপদ না পাওয়া কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা সই করেছেন। যদিও তাঁর দাবি, *এরপর বারোর পাতায়*

উত্তরের খোঁজে

দুই নেতার মুখে ধর্ম, বিচারপতির মুখে জনতা

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

দৃশ্যটা বাস্তব। তবে কল্পনা করলে মজাই লাগবে। মাথায় তাঁর গেরুয়া রঙের পাগড়ি। একটু অবাঙালি ঘেঁষা উচ্চারণ। মনে হতে পারে, উত্তর ভারতের কোনও নেতা। তাই স্তোত্রপাঠ শুরুর সময় মুখ খুললে চেনা শব্দগুলো চিংড়ির মতো তিড়িংবিড়িং লাফাতে থাকে।

সব সময় উত্তেজনা তাঁর গলায়। সাধারণ কথাও চিৎকার করে না বললে মান যায়। যেমন বুধবার বলে উঠলেন, 'আমরা গর্বিত। কারণ আমরা সনাতনী। আমরা হিন্দু। উনি তোষণের নামে হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছেন।'

ও স্যর, বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খায়, এমন কোনও টুপি বিধায়কদের জন্য পাওয়া যায়নি?

দ্বিতীয় জন অবশ্য এমন উত্তেজক কথার পাশাপাশি রসিকতাও করেন। অনেক বেশি আন্তরিকতা তাঁর অভিব্যক্তিতে। অথচ বুধবার বিধানসভায় তিনি এ কী বললেন? এ যে স্পষ্ট ফাঁদে পা দেওয়া 'জেনে রাখুন, আমিও কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। আমার বাবা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন।'

কী দিনকাল পড়ল বাংলায়, এখন বহু পার্টির নেতাদের স্তোত্র পাঠ করে বোঝাতে হচ্ছে, আমি কত বড় ধার্মিক! বলতে হচ্ছে, আমি ব্রাহ্মণকন্যা।

ওপার বাংলার মতো এপারেও সনাতনী শব্দটা বেশি চলছে এখন। ব্যাপকহারে কে এটা শুরু করেছেন বলুন তো? মনুস্মৃতি ও ভাগবত পুরাণে সনাতন ধর্ম শব্দগুচ্ছ মেলে।

এরপর বারোর পাতায়

সামির তৈরি মঞ্চে নায়ক শুভমান

বাংলাদেশ-২২৮

ভারত-২৩১/৪ (৪৬.৩ ওভারে)

দুবাই, ২০ ফেব্রুয়ারি : চলুন আরও একবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেখাই।

দল প্রস্তুত। সর্বশক্তি নিয়ে এবার ঝাঁপানোর পালা। সমর্থকরাও এগিয়ে আসুন দলের হয়ে গলা ফাটাতে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযানের নামার আগে এমনই আবেগঘন ডাক স্বয়ং রোহিত শর্মার।

বাংলাদেশ বধ দিয়ে যে লক্ষ্যে শুভ সূচনা। রিংটোন সেট করে দেন মহম্মদ সামি। চাপের মুখে যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে পরিণত, লড়াকু ইনিংসে ভারতকে বৈতরণি পার করে নায়ক শুভমান গিল। ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকা শুভমানের সঙ্গে লোকেশ রাহুলের যুগলবন্দির কাছে হার মানল বাংলাদেশ বোলারদের সম্মিলিত প্রয়াস।

২২৯ রানের লক্ষ্যে রোহিত শর্মার (৩৬ বলে ৪১) ঝোড়ো শুরুর পরও মাঝে কিছুটা বেলাইন হয়ে যায় ভারত। বিরাট কোহলি (২২), শ্রেয়স আইয়ার (১৫), অক্ষর প্যাটেলদের (৮) দ্রুত আউটে আশঙ্কার মেঘ ক্রমশ ঘন হচ্ছিল।

অক্ষর যখন আউট হন ভারতের স্কোর ১৪৪/৪। তখনও দরকার ৮৫ রান। স্পিন-পেসের ককটেলে ভারতীয় ইনিংসে কার্যত ব্রেক লাগিয়ে দিয়েছেন তাসকিন আহমেদ-রিশাদ হোসেনরা। কিন্তু টলানো যায়নি শুভমানদের। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে লোকেশের (১০ রানের মাথায়) ক্যাচ ফেলে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন জাকের আলি।

ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট বলা যেতেই পারে। শেষপর্যন্ত শুভমানের (অপরাজিত ১০১) দুরন্ত ব্যাটিংয়ের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন পঞ্চম উইকেটে লোকেশের (অপরাজিত ৪১) যুগলবন্দিতে আশঙ্কার মেঘ কেটে উজ্জ্বল মেন ইন ব্লু। ৪৭তম ওভারের তৃতীয় বলে তানজিম হাসান সাকিবকে ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচে ইতি টানেন লোকেশই।

অথচ, শুরুতে একপেশে ম্যাচের স্ক্রিপ্ট তৈরি ছিল। ৮.৩ ওভারে বাংলাদেশ ৩৫/৫। হ্যাটট্রিকের মুখে অক্ষর। কিন্তু জাকেরের (তখন রানের খাতা খোলেননি) সহজ ক্যাচ স্লিপে ফেলে দেন রোহিত। হতাশায় বারবার মাটিতে চাপ্পড় মারলেন। হাতজোড় করে ক্ষমাও চেয়ে নিলেন।

রোহিতের যে ভুলের খেসারত ভালোমতো চুকোতে হয়। ভুলের শুরু মাত্র। পরবর্তী সময়ে একঝাঁক সুযোগ হাতছাড়া করে বাংলাদেশকে ম্যাচে ফেরার রাস্তা করে দেয় ভারতীয় ফিল্ডাররা। হার্দিক, লোকেশদের যে ভুল কাজে লাগিয়ে ৩৫/৫ থেকে বাংলাদেশ পৌঁছে যায় ২২৮-এ।

ম্যাচ শুরুর আগে কয়েন যুদ্ধ থেকেই রেকর্ডের শুরু। ২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনাল থেকে টানা ১১টি ওডিআইয়ে টসে হারল ভারত। অবশ্য রোহিতের প্রথমে ফিল্ডিংয়ের ইচ্ছেপূরণ বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুলের সৌজন্যে। প্রথম থেকেই ভারতীয় বোলারদের দাপট। গ্যালারিতে 'বুমরাহ মিস ইউ' ব্যানারের দেখা মিললেও এদিন অভাব বুঝতে দেননি সামি (৫/৫৩)।

প্রথম স্পেলে সৌম্য সরকার (০), মেহেদি হাসান মিরাজকে (৫) ফেরান। হর্ষিতের বলে নাজমুল (০) ক্যাচ প্র্যাকটিস দেন বিরাটকে। এরপর নবম ওভারে বল করতে এসে অক্ষরের জোড়া ধাক্কা আউট তানজিদ হাসান (২৫) ও মুশফিকুর রহিম (০)।

৩৫/৫ রানে হাসফাঁস হাল টাইগারদের। বাকি সময়ে একঝাঁক ক্যাচ, রানআউট, স্টাম্প মিসের দৃষ্টিকটু প্রদর্শনী। উইকেটকিপিংয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ালেন গম্ভীরের তথাকথিত 'একনম্বর উইকেটকিপার' লোকেশ। শূন্যতে বেঁচে যাওয়া জাকেরের একারই গোটা তিনেক সুযোগ হাতছাড়া।

তৌহিদ হৃদয়ের হাফ চান্সও কাজে লাগানো যায়নি। নিটফল, ১৫৪ রানের জুটিতে একপেশে ম্যাচে উত্তেজনার পারদ। ৮.৩ ওভারে ৩৫/৫। ষষ্ঠ উইকেটের জন্য ৪৩তম ওভার পর্যন্ত অপেক্ষা। জাকেরকে (৬৮) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন সামি। যার সুবাদে মিচেল স্টার্ককে (৫৩৪০ বল) পিছনে ফেলে দ্রুততম ২০০ উইকেটের নজির। জাহির খানকে (৫৯) টপকে ভারতীয় বোলার হিসেবে আইসিসি ওডিআই টুর্নামেন্টে সর্বাধিক উইকেটের মালিকানাও।

তৌহিদ (১১৮ বলে ১০০) ফেরেন লড়াকু শতরানের পর। শেষদিকে পায়ের ক্র্যাম্পে ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারছিলেন না। বারবার মাঠে ফিজিয়োকে দৌড়োতে হল। প্রতিকূলতা সরিয়ে একসময় একশোর মধ্যে গুটিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগতে থাকা বাংলাদেশকে দুশো পার করে দেন। সামির পাঁচ শিকারের পাশে হর্ষিত তিনটি উইকেট নেন।

২২৯ রানের লক্ষ্যে শুভমানের নয়টি চার ও দুটি ছক্কায় সাজানো ইনিংসে জয় এলেও অনেক প্রশ্ন রেখে গেল এদিনের ম্যাচ। ঝোড়ো শুরু করেও ইনিংসকে লম্বা করতে না পারার রোহিতের বদ অভ্যাস ভারতকে বারবার ভোগাচ্ছে। বিরাটকে অফস্টাম্পের বাইরের বলে উইকেট দেওয়ার ভুল দ্রুত শুধরে নিতে হবে।

দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফর্ম্যাট যে আলাদা— বুঝতে হবে শ্রেয়স, অক্ষরদের। নাহলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রোহিতের স্বপ্ন মুখ থুবড়ে পড়বে বাস্তবের মাটিতে। ২৩ তারিখ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণে কতটা পরিবর্তন আসে রোহিত-বিরাটদের ভাবনা—আপাতত সেটাই দেখার।

এডিশন স্পেশাল

বাবার মৃত্যুতে ছেলের আত্মহত্যার চেষ্টা

» বিস্তারিত তিনের পাতায়

১৬৪টি সিমকার্ডে সাইবার প্রতারণা

» বিস্তারিত বারোর পাতায়

আনন্দাশ্রু

মাধ্যমিক শেষে। বৃহস্পতিবার মালদা গার্লস স্কুলে। - অরিন্দম বাগ

স্কলারশিপ তছরুপে ২ জন সিআইডি জালে

বিশ্বজিৎ সরকার ও বরুণ মজুমদার

করণদিঘি, ২০ ফেব্রুয়ারি : সংখ্যালঘু দপ্তরের কোটি কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগে ফের দুজনকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি। বৃহস্পতিবার ভোররাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ও মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম পঞ্চু বসাক ও অশোক বসাক। বাড়ি করণদিঘি থানার মেহেন্দাবাড়ি গ্রামে। পেশায় গৃহশিক্ষকের পাশাপাশি এলাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী বলে পরিচিত।

পঞ্চু বসাককে ২২ সালের ডিসেম্বর মাসে আরও একবার গ্রেপ্তার করেছিল সিআইডি। সেই সময় হায়াত আলি নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তখন পঞ্চু বসাকের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল ছয়শো দশটি বিভিন্ন ব্যাংকের এটিএম কার্ড।

স্কলারশিপ কাণ্ডে ও ট্যাব কেলেঙ্কারিতে জড়িত মূল মাথা মাঝিয়ালি হাইস্কুলের ধৃত ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহম্মদ মুফতাজুল ইসলামকে জেরা করতে চায় সিআইডি। আপাতত তিনি ইসলামপুর মহকুমা সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছেন। অবশ্য ট্যাব কাণ্ডে অভিযুক্তরা তৃণমূলের দাপুটে নেতা হওয়ায় সকলে পুলিশের জালে ধরা পড়েনি। গত বছরের ১৭ মে এই ঘটনায় দুই অভিযুক্ত আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। তাদের নাম মহম্মদ ফাইজুল রহমান ও আব্দুস সালাম। তাদের বাড়ি করণদিঘি থানার আলতাপুর দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের সাবধান গ্রামে। এরপর একে একে আরও গ্রেপ্তার করে সিআইডি। তাদের নাম শেখ জাকারিয়া, আব্দুল রশিদ, রাজিবুল ইসলাম তাদেরও বাড়ি আলতাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাবধান গ্রামে। এই নিয়ে মোট সাতজনকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি।

পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি আইনেও মামলা রুজু হয়েছে।ওই ঘটনায় একটি ব্যাংকের চারটি গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র থেকে কোটি কোটি টাকা তোলা হয়। ২০১৬ সাল থেকে সাবধান হাইস্কুলের মাইনরিটি স্কলারশিপের টাকা ধাপে ধাপে তোলে তৃণমূলের এই দাপুটে নেতারা। বয়স্ক লোকেদের ছাত্র বানিয়ে এই দুষ্কর্ম চালায়। বেশ কয়েক বছর ধরে এই জালিয়াতি কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছিল সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী তথা তৃণমূলের দাপুটে নেতা।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন সময় মেন্দাবাড়িতে পঞ্চু বসাকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে অ্যাকাউন্ট খুলতে আসত *এরপর বারোর পাতায়*

পরীক্ষা শেষে ভাঙচুর, মারধর

অনুপ মণ্ডল ও রূপক সরকার

বুনিয়াদপুর ও বালুরঘাট, ২০ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার ছিল মাধ্যমিকের ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষা। আর এদিনই নকল করা নিয়ে পরীক্ষার শেষদিনে বহিরাগত দুষ্কৃতী হানায় মাথা ফাটল এক পরীক্ষার্থীর। আহত হয়েছে আরও তিন ছাত্র। আপাতত তারা চিকিৎসাধীন। আটক দুই দুষ্কৃতী। ঘটনাটি ঘটেছে বংশীহারীর দৌলতপুর হাইস্কুলের পাশে রাজ্য সড়কের ধারে। শুধু আক্রমণই শেষ নয়, মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষদিনে স্কুলে ভাঙচুর চালানোর ঘটনাও ঘটল।

বংশীহারী থানার আইসি অসীম গোপ জানান, 'ঘটনাস্থল থেকে দুইজনকে আটক করা হয়েছে। আহত ছাত্রের পরিবার থেকে অভিযোগ পেয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুদর্শননগর হাইস্কুল ও গাঙ্গুরিয়া হাইস্কুলের ছাত্রদের দৌলতপুর হাইস্কুলে পরীক্ষা সেন্টার বসে।

নকলে বাধায় আহত তিন ছাত্র

ইতিহাস পরীক্ষার দিন কোনও এক স্কুলে ছাত্র নকল করার সময় চোখে পড়ে গাঙ্গুরিয়া হাইস্কুলের কয়েকজন ছাত্রদের। বিষয়টি ওই হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে নজরে আনে তারা। শিক্ষক তাদের নকলটি ছিনিয়ে নিয়ে সাবধান করে। আর তাতেই ক্ষোভ তৈরি হয় ওই ছাত্রের। বৃহস্পতিবার পরীক্ষার শেষদিন হল থেকে বেরিয়ে স্কুলের বাইরে চার বন্ধু মিলে বাড়ি ফিরবে বলে টোটোর অপেক্ষা করছিল।

ওই সময় এলাকার বাসিন্দা গোপাল ভুঁইমালি ও বিভাষ ত্রিবেদী এসে চার পরীক্ষার্থীকে বেধড়ক মারতে থাকে। একসময় তাদের হাতে থাকা এক ধরনের ধারালো আংটির মতো দিয়ে শ্যামনাথ রাজবংশী নামে এক ছাত্রের মাথায় সজোরে আঘাত করে। মাথায় রক্তপাত দেখে চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে স্থানীয় ফাঁড়ির পুলিশ। হাতেনাতে পাকড়াও করে দুই অভিযুক্তকে। পরে বংশীহারী থানায় তাদের আনা হয়। শ্যামনাথ রাজবংশী ছাড়াও আহত হয়েছে মনোজিৎ মাহাতো, কৈলাস মাহাতো ও প্রতাপ রায়।

এরপর বারোর পাতায়

প্রশাসনের চোখের সামনে একের পর এক বহুতল মালদায়

জলাশয় ভরাট করে কংক্রিটের জঙ্গল

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ২০ ফেব্রুয়ারি : ঠিক যেন জবরদখলের প্রতিযোগিতা। অভিযোগ, মালদা শহরে একের পর এক নয়ানজুলি ভরাট করে গড়ে উঠেছে কংক্রিটের জঙ্গল। সরকারি নয়ানজুলি ভরাট করে বেআইনি দখলদারির এই অভিযোগ জেনেশুনেও নিশ্চুপ প্রশাসন। নিট ফল, একের পর এক নয়ানজুলি ভরাট হয়ে যাওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতে জল জমছে শহরে।

মালদা শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অরুণ স্মৃতি পেট্রোল পাম্পের উলটোদিকের সরকারি জমিতে নয়ানজুলি ভরাট করে তড়িঘড়ি গড়ে উঠল আবাসন ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। প্রশাসনের নাকের ডগায় এহেন বেআইনি কাজকর্ম চললেও কার্যকরী কোনও পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না প্রশাসনের তরফে। স্থানীয়দের অভিযোগ, অতিরিক্ত জেলা শাসক থেকে ভূমি দপ্তরের সর্বোচ্চ আধিকারিকদের বিষয়টি জানলেও জবরদখলে বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি শহরের জমি মাফিয়াদের। স্থানীয় বাসিন্দারা এবিষয়ে বহুবার অভিযোগ জানালেও সমস্যার সমাধান হয়নি। বরং মালদা শহরে জমি মাফিয়াদের রমরমা বেড়ে চলেছে।

মালদা শহরের তিন নম্বর ওয়ার্ডে নয়ানজুলি ভরাট। বৃহস্পতিবার।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি সংস্কার) দেবাহুতি ইন্দ্র বলেন, 'কোনওভাবেই বেআইনি জমি দখল করে কোনও কিছু তৈরি করা যাবে না।' এবিষয়ে সমাজকর্মী সুনীল দাসের ক্ষোভ, 'সরকারি জমি, বিশেষত নয়ানজুলি ভরাট হলে পরিবেশ ও ড্রেনিং সিস্টেমের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। তবুও প্রশাসন নির্বিকার। কিছু প্রভাবশালী জমি মাফিয়ার হাতে প্রশাসন কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা শহরের মানুষের দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, নয়ানজুলির জমি মূলত জলনিকাশির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বৃষ্টি হলে জমা জল সেখান দিয়ে দ্রুত নেমে যেত বলে দাবি বাসিন্দাদের। কিছু প্রভাবশালী জমি মাফিয়া প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে এই জমি দখল করে আবাসন ও বাণিজ্যিক ভবন তৈরি *এরপর বারোর পাতায়*

জেলা সভাপতি বাছতে হিমসিম খাচ্ছে বিজেপি

নিউজ ব্যুরো

২০ ফেব্রুয়ারি : বিদায়ি সভাপতির বয়স পেরিয়েছে ষাট। তাই তিনি আর ওই পদে থাকতে পারবেন না। অথচ আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলার সভাপতিদের নাম ঘোষণা করতে হবে। এমনই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার পুরাতন মালদার একটি বিলাসবহুল হোটেলে বসে বিশেষ বৈঠক।

ওই বৈঠকে বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি কে হবেন, তা নিয়ে সাংসদ, বিধায়ক সহ একাধিক প্রাক্তন সভাপতির মতামত নেওয়া হয়। তবে কার কার নাম উঠে এসেছে তা স্পষ্ট নয়। প্রতিনিধিদের থেকে তিনটি করে নাম জমা দেওয়া হয়েছে রাজ্য নেতাদের কাছে।

উল্লেখ্য, উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার বিদায়ি সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত। তাঁর বয়স ৬০ বছর অতিক্রম করেছে। দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তিনি আর সভাপতির পদে থাকতে পারবেন না। আগামীকাল ওই হোটেলেই দক্ষিণ মালদার সভাপতির জন্য নামের প্রস্তাব নেওয়া হবে।

এদিকে, মালদা জেলার ক্ষেত্রে মণ্ডল সভাপতিদের মনোনয়ন অনেকটা এগিয়ে গেলেও গৌড়বঙ্গের বাকি দুটি জেলায় মণ্ডল, বুথস্তরেই সমস্যা দেখা দিয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলায় বিজেপির ২১ মণ্ডলের সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এখনও বাকি রয়েছে আরও ১১ মণ্ডল সভাপতির নাম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিজেপির এক নেতার কথায়, 'দলের জেলা সভাপতির বাড়ি ইটাহারে। অথচ সেখানেই মণ্ডল সভাপতি নির্বাচন হয়নি। বিষয়টি অনেকটা প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতো।' যদিও আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেছেন জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার। তাঁর কথায়, 'মণ্ডল সভাপতি বা মণ্ডল কমিটি গঠন করতে হলে কিছু মানদণ্ড থাকতে হয়। যেখানে মণ্ডল সভাপতি গঠন হয়নি সেখানে মানদণ্ড নিয়ে কিছু সমস্যা আছে। খুব শীঘ্রই মিটে যাবে।'

পাশাপাশি, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এখনও ৪০০-রও বেশি বুথ কমিটি গঠন করতে পারেনি জেলা বিজেপি। মোট ১৩৪৪টি বুথ রয়েছে। প্রায় ৩০ শতাংশ বুথ কমিটি গঠন এখনও বাকি। গত জানুয়ারির ২৫ তারিখের মধ্যেই বুথ কমিটি ঘোষণা করার কথা ছিল। সেই কাজ সম্পূর্ণ হয়নি খোদ রাজ্য সভাপতির জেলা দক্ষিণ দিনাজপুরে। একইভাবে ওই জেলায় ২৬টি মণ্ডল রয়েছে। এরমধ্যে মাত্র ১টি মণ্ডলে সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাকি আরও ৯। শুধু বিতর্কের জেরে গঙ্গারামপুরের সমস্ত মণ্ডল সভাপতিদের নাম ঘোষণা করতে পারছেন না দলীয় নেতৃত্ব। কুশমণ্ডিতে ৪টি মণ্ডল সভাপতি থাকলেও মাত্র একটিতে সভাপতির নাম ঘোষণা হয়েছে। যদিও জেলার রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বে থাকা মালদার গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল। রাজ্য সভাপতি জেলায় তিনি কোন মন্তব্য করবেন না বলে বক্তব্য এরিয়েছেন।

গাড়িচালককে মারধর

কুমারগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : এক বেসরকারি বিদ্যালয়ের গাড়ির চালককে মারধরের অভিযোগে তপ্ত কুমারগঞ্জ। পতিরাম মন্টেশ্বরী আকাডেমির ছাত্রদের গাড়িতে নিয়ে মোল্লাদিঘি যাচ্ছিলেন সফিরউদ্দিন মণ্ডল। বড়ম-গোবিন্দপুর সংলগ্ন রাজ্য সড়কে অপর এক গাড়ির চালক হঠাৎ ওই গাড়িটি আটকে তাঁর ওপর চড়াও হন।

এই দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে যায় গাড়িতে থাকা পড়ুয়ারা। সফিরউদ্দিন মণ্ডল আজ কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত গাড়ির চালকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

সামসী, ২০ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মালতীপুর আটঘরায় এক বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। চাঁচল থানার পুলিশ এসে ওই বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়েছে। ওই বৃদ্ধার নাম সোনাবানু বেওয়া। পুলিশ তদন্ত করছে।

মানবিক উদ্যোগ

বালুরঘাট, ২০ ফেব্রুয়ারি : অসুস্থ ও মানসিক ভারসাম্যহীন এক ভবঘুরেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করল বালুরঘাট পুরসভার এমসিআইসি তথা তৃণমূল যুব টাউন সভাপতি মহেশ পারেখ। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বালুরঘাট শহরের ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন মাঠের কাছে স্থানীয়রা তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মহেশ পারেখ, পুরসভার স্যানিটারি বিভাগের কর্মী ও বালুরঘাট থানার পুলিশ। তারা ওই ভবঘুরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

বিক্ষোভ মিছিল

কালিয়াগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্র ও রাজ্য বাজেটে মানুষের সঙ্গে বঞ্চনার অভিযোগে কালিয়াগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল করল সিপিএম। বৃহস্পতিবার বিকালে দলের কালিয়াগঞ্জ উত্তর আঞ্চলিক কমিটির তরফে একটি মিছিলের ডাক দেয়। মিছিল শুরু হয় শহরের সুকান্ত মোড় থেকে, শেষ হয় বিবেকানন্দ মোড়ে।

সরলেন তৃণমূল সভাপতি : কালিয়াগঞ্জের মালগাঁও অঞ্চলের যুব তৃণমূল সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল রাজ মহম্মদকে। তাঁর জায়গায় সেই পদ গ্রহণ করলেন এলাকার তরুণ ফারুক আজম।

থানা নিষ্ক্রিয়, এসপি'র কাছে নালিশ

মানিকচক, ২০ ফেব্রুয়ারি : নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদ করায় দুই তরুণের জুটে ছিল পুলিশের চড়, থাপ্পড়, অকথ্য ভাষায় গালি। ভূতনি থানায় তাদের প্রায় ছয় ঘণ্টা আটকে রাখা হয়। এএসআই মণিরুজ্জামান মণির বিরুদ্ধে ওসির কাছে লিখিত অভিযোগ করে। দুইদিন কেটে গেলেও কোনও পদক্ষেপ না করায় মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদবের দ্বারস্থ হল ইসমাইল হোসেন ও আব্দুল্লাহ।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতি বরাদ্দকৃত ঢালাই রাস্তার কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তোলে ইসমাইল হোসেন ও আব্দুল্লাহ। মোবাইলে ভিডিও তুলে ফেসবুকে লাইভও করে তারা। সেই প্রতিবাদের বড়সড়ো খেসারত দিতে হয় তাদের। ঠিকাদারের ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ভূতনি থানার এএসআই মণিরুজ্জামান মণি। সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন সিভিক ভলান্টিয়ার। অভিযোগ, এ এসআই মণি তাদের মোবাইল ফোন কেড়ে চড়, থাপ্পড় দিতে শুরু করে। সেই সঙ্গে চলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ। পরে তাদের থানায় তুলে নিয়ে যায়। থানায় প্রায় ছয় ঘণ্টা আটকে রাখা হয়।

নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদে হেনস্তা

প্রতিবাদী দুই যুবক ইসমাইল হোসেন ও আব্দুল্লাহ এর অভিযোগ, নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশের চড়, থাপ্পর, গালিগালাজ খেতে হল। ৬ ঘণ্টা আমাদের আটকে রাখা হল থানায়। অভিযুক্ত এসআই-এর বিরুদ্ধে ভূতনি থানায় অভিযোগ করেও কোনও লাভ হয়নি। শেষমেশ আমরা মালদা এসপির কাছে আমাদের অভিযোগ জানালাম। আমরা চাই অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ করুক জেলা পুলিশ প্রশাসন।'

জীবন রেখায় হৃদ পরীক্ষা

রায়গঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : জীবন রেখা হাসপাতালে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার বিনামূল্যে কার্ডিওলজি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হল। এদিন ক্যাম্পে রোগী দেখেন ডাঃ শান্তনু দাস, ডাঃ অস্মিতা দাস সহ বেশ কয়েকজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। সাধারণ মানুষের হৃদরোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দুইদিনের ক্যাম্পে প্রায় ১০০ রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। হাসপাতালের কর্নধার শান্তনু বলেন, 'জেলার মানুষের জন্য ন্যূনতম খরচে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা, স্বাস্থ্য সাথী সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রকল্প এবং স্বাস্থ্য বিমার মাধ্যমে বিনামূল্যে পরিষেবা দিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

জাতীয় উপদেষ্টা বোর্ডে কৃষ্ণপ্রিয়

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের মুকুটে নয়া পালক। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতিরাজমন্ত্রক এখানকার ভূমিপুত্র কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্যকে একটি প্রোগ্রাম উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য মনোনীত করেছে। জাতীয় স্তরের ওই বোর্ডটি ভারতের পঞ্চম তফশিলভুক্ত ১০টি রাজ্যের প্রশাসনকে জনজাতির বৈশিষ্ট্যে ভরিয়ে তুলতে কাজ করবে। মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টকে ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় জনজাতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্যগঠিত জনজাতি বিষয়ক সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাধ্যমে এই বোর্ড কাজ করবে।

১০ সদস্যের ওই উপদেষ্টা বোর্ডে বাকি ৯ জনই কোনও না কোনও সরকারি দপ্তর কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পদাধিকারী। একমাত্র কৃষ্ণপ্রিয় কোনও সরকারি দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নন। তিনি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন লোকভাষা, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের গবেষণায় এককভাবে প্রায় চার দশক যুক্ত। শিলিগুড়িবাসী কৃষ্ণপ্রিয়র গবেষণামূলক বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তরাই-ডুয়ার্সের লোকায়ত শব্দকোষ, সাইলেন্ট ডিপার্চার, ট্রাইবাল বেঙ্গল, দি টোটোস ইত্যাদি।

পঞ্চায়েতিরাজমন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী উপদেষ্টা বোর্ডটি কাজ করবে অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, হিমাচলপ্রদেশ, রাজস্থান ও তেলেঙ্গানায়। কৃষ্ণপ্রিয় জানিয়েছেন, খুব তাড়াতাড়ি এই বোর্ড কাজ শুরু করবে। দিল্লি সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই বোর্ড বছরে ৪-৬ বার বৈঠক করবে এবং জনজাতি বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুতে ভারত সরকারকে পরামর্শ দেবে।

ওজন যন্ত্র বাজেয়াপ্ত

গাজোল, ২০ ফেব্রুয়ারি : গাজোলের বাজারে ও বিভিন্ন দোকানে হানা দিয়ে একাধিক কম্পিউটার পরিমাপক যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করল আধিকারিকরা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৈধ পরিমাপ অধিকার দপ্তরের উদ্যোগে গাজোলের একাধিক জায়গায় হানা দিয়ে কম্পিউটার পরিমাপক আটক করে নিয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমজনতার মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বৃহস্পতিবার গাজোলের একাধিক দোকানে এবং হাটবাজারে হানা দেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৈধ পরিমাপ অধিকার দপ্তরের আধিকারিকরা।

আগামীদিনে এই ধরনের অভিযান চালানো হবে জানান বৈধ পরিমাপ আধিকারিক স্বপনকুমার রায়।

আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে **প্রথম কদম ফুল** সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ সংসার সংগ্রাম, ১০.০০ শত্রু, দুপুর ১.০০ শত্রুর মোকাবিলা, বিকেল ৪.০০ লভ ম্যারেজ, সন্ধে ৭.৩০ জোশ, রাত ১০.৩০ বাজি-দ্য চ্যালেঞ্জ, ১.০০ রয়েল বেঙ্গল রহস্য
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ জীবন যুদ্ধ, দুপুর ২.০০ মহাজন, বিকেল ৫.০০ দান প্রতিদান, রাত ১০.০০ পুতুলের প্রতিশোধ, রাত ১২.৩০ সেভিংস অ্যাকাউন্ট
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রূপসী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শুভ দৃষ্টি, রাত ৯.০০ গল্প হলেও সত্যি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জ্যোতি
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১৮ আই, দুপুর ২.২৩ সূর্যা-এস থ্রি, বিকেল ৫.০৬ মক্ষী, সন্ধে ৭.৩০ রাধে, রাত ৯.৩০ মার্ডার মুবারক
জি সিনেমা : বিকেল ৩.১০ মঙ্গলাভরম, বিকেল ৫.৫৫ যুবরত্ন, রাত ১১.৩৪ তিস মার খান
সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.৩০ ডর @ দ্য মল, দুপুর ২.৩০ নো পার্কিং, বিকেল ৫.০০ চার্মস বন্ড, সন্ধে ৭.১৫ লুসিফার, রাত ৯.৪৫ বাদভা রাসকাল
মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৫৮ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, বিকেল ৩.৩১ দ্য ট্রান্সপোর্টার, ৫.০২ ক্রিড-টু, সন্ধে ৭.০৯ হিটম্যান : এজেন্ট ৪৭, রাত ৮.৪৫ নো টাইম টু ডাই

গল্প হলেও সত্যি রাত ৯.০০ **কালার্স বাংলা**

দোনো সন্ধে ৬.২২ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

মার্লে অ্যান্ড মি দুপুর ২.০৫ **রমেডি নাউ**

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.২০ ফর্দিনান্দ, ২.০৫ মার্লে অ্যান্ড মি, বিকেল ৪.০০ হোয়াটস ইয়োর নম্বর?, সন্ধে ৭.১৫ গেস হু, রাত ১০.২৫ কারপুল, ১১.৫৫ দ্য ওয়ে ওয়ে ব্যাক

বিগ ক্যাট কান্ট্রি রাত ৮.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER, SILIGURI

Advt. No. 95/ASHA/2025/SDO/SLG. *Date : 20-02-2025*

NOTICE

[For temporary engagement as Accredited Social Health Activist (ASHA) in the blocks of Siliguri Sub-Divison (SMP area)]

Required eligible Candidate for 11 no of posts of ASHA under Siliguri Sub-Division (SMP area) Detail information about No. of vacancy, Application forms, Eligibility criteria, Mode of application, documents to be attached etc. have been published in the District Website of Darjeeling (www.darjeeling.gov.in), Office notice boards of District Magistrate/SDO Office/BDO Office/CMOH Office/BMOH Office/GP Office/Health Sub-Centre.
Please contact : SDO Office, Siliguri / respective BDO Office and respective BMOH Office for any clarification.

Last date of Application : 13.03.2025
Place : Respective BDO Office
Time : Upto 5.00 pm

Sd/-
Sub-Divisional Officer
Siliguri

WEST BENGAL STATE RURAL DEVELOPMENT AGENCY
Cooch Behar-II Division
Cooch Behar

The Executive Engineer (PIU-Head), WBSRDA Cooch Behar-II Division, invites E-tenders through E-Tendering Vide e-NIT No: 13/COB-II/WBSRDA/MISC/2024-25, Details may be seen in **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
HPIU, WBSRDA, Cooch Behar-II Division
Cooch Behar

পূর্ব রেলওয়ে

২০২৫ সালের মার্চ মাসের পূর্ব রেলওয়ের ই-অকশন কর্মসূচী

নং : এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৪-২৫, তারিখ ১৯.০২.২০২৫। চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/অ্যাডমিন, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ২০২৫ সালের মার্চ মাসের জন্য নিম্নলিখিত ই-অকশন কর্মসূচী আহ্বান করছেন :

ক্রঃ	ডিপো/ডিভিশন	অধিক্ষেত্র	তারিখ			
১.	বেলুড় ডিপো	বেলুড় ডিপো, হাওড়া এবং আসানসোল ডিভিশন	০৫.০৩.২০২৫	১১.০৩.২০২৫	১৯.০৩.২০২৫	২৬.০৩.২০২৫
২.	হালিসহর ডিপো	হালিসহর ডিপো এবং শিয়ালদহ ডিভিশন	০৪.০৩.২০২৫	১০.০৩.২০২৫	১৮.০৩.২০২৫	২৫.০৩.২০২৫
৩.	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো এবং মালদা ডিভিশন	০৬.০৩.২০২৫	১২.০৩.২০২৫	২০.০৩.২০২৫	২৭.০৩.২০২৫
৪.	হাওড়া ডিভিশন	হাওড়া ডিভিশন	১২.০৩.২০২৫	১৯.০৩.২০২৫	২৪.০৩.২০২৫	২৭.০৩.২০২৫
৫.	আসানসোল ডিভিশন	আসানসোল ডিভিশন	০৬.০৩.২০২৫	১১.০৩.২০২৫	১৮.০৩.২০২৫	২৫.০৩.২০২৫
৬.	শিয়ালদহ ডিভিশন	শিয়ালদহ ডিভিশন	০৪.০৩.২০২৫	১০.০৩.২০২৫	১৭.০৩.২০২৫	২৬.০৩.২০২৫
৭.	মালদা ডিভিশন	মালদা ডিভিশন	০৫.০৩.২০২৫	১২.০৩.২০২৫	১৯.০৩.২০২৫	২৬.০৩.২০২৫

(STORES-79/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

Notice inviting Tender by the undersigned vide NIT No - 10,11,12 & 13 Memo no - 81, 82, 83 & 84/EGP/25, Date - 20/02/25 of Enayetpur Gram Panchayat. For details Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Enayetpur Gram Panchayat
Manikchak Dev. Block, Malda

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
National Testing Agency
Excellane in Assessment
(उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन)
(An Autonomous Organization under the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India)

IIM BODH GAYA
IIM JAMMU

অনলাইন দরখাস্ত ফর্ম জয়েন্ট ইন্টিগ্রেটেড -এতে ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিশন টেস্ট ২০২৫

দ্য ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬'এর জন্য আইআইএম বোধ গয়া এবং আইআইএম জম্মুতে ৫ বছরের ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্টে ভর্তির জন্য জেআইপিএমএটি ২০২৫ পরিচালনা করবে।

অনলাইন দরখাস্ত ফর্ম দাখিল	১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ থেকে ১০ই মার্চ, ২০২৫ (রাত্রি ১১:৫০ টা পর্যন্ত)
অনলাইন দরখাস্ত শুল্ক দাখিল	১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ থেকে ১১ই মার্চ, ২০২৫ (রাত্রি ১১:৫০ টা পর্যন্ত)
বিবরণে সংশোধন	১৩ই মার্চ, ২০২৫ থেকে ১৫ই মার্চ, ২০২৫
পরীক্ষার তারিখ	২৬শে এপ্রিল, ২০২৫ (শনিবার)
পরীক্ষার সময়	দুপুর ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৫.৩০টা পর্যন্ত
পরীক্ষার পদ্ধতি	কম্পিউটার ভিত্তিক টেস্ট (সিবিটি)
পত্র বিন্যাস	মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন

পরীক্ষার সিলেবাস পরিকল্পনা/মেয়াদ/মাধ্যম/পরীক্ষার পাঠ্যসূচি/যোগ্যতার মান, সাময়িক প্রয়োজনে সংস্থার মধ্যে গৃহীত লোকের সংস্থা, আসন সংরক্ষণ, পরীক্ষার শহর, প্রয়োজনীয় তারিখ সমূহ ইত্যাদি ইনফরমেশন বুলেটিনে উল্লেখিত আছে যা https://exams.nta.ac.in/JIPMAT/ এতে দেওয়া আছে। পরীক্ষার শুল্ক অনলাইনে দিতে হবে SBI ও HDFC ব্যাংক Payment Gateway Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI 'এর মাধ্যমে। আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট IIM সমূহের যোগ্যতার মান পরীক্ষা করে নিতে হবে। প্রার্থীদেরকে এনটিএ ওয়েবসাইট https://exams.nta.ac.in/JIPMAT/ এর সংস্পর্শে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রার্থীরা jipmat@nta.ac.in 'এতে লিখতে পারবেন বা NTA 'এতে 011-40759000 'এ ফোন করতে পারবেন।

স্বা/-
ডিরেক্টর (পরীক্ষাসমূহ)

CBC 21354/12/0007/2425

বিক্রয়

ফার্স্ট ফ্লোর, 2 BHK ফ্ল্যাট কিনতে ইচ্ছুক ব্যক্তি সরাসরি যোগাযোগ করুন 8486492373 এই নম্বরে, দালালের প্রয়োজন নেই। ঠিকানা : শিবমন্দির, মেডিকেল মোড়, শিলিগুড়ি। (C/115073)

•

Flat for Sale. A 3BHK Flat (1350 Sq.Ft.) with Parking Space Opposite of Auxilium School, Siliguri is on Sale. Price Negotiable. Contact : 7384380714, 9434153500.

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে সাংসারিক কাজে 40 উর্ধ্বে মহিলা প্রয়োজন (9 A.M. - 1 P.M.)। বেতন - ৫০০০/-। (M) 8967966908. (C/114873)

জ্যোতিষ

সব তান্ত্রিক বারবার, সুলেমানি তান্ত্রিক কেবলই একবার। 'সেখ নঈম'- প্রেম, বিদ্যা, শিক্ষা, ব্যবসা, বাস্তু, বশীকরণে স্থায়ী সমাধান। শিলিগুড়ি- 23/2, 24/2. M : 9007753711. (K)

অ্যাফিডেভিট

আমি Jahara Beowa, গ্রাম- লছমনডাবরি, পোস্ট- ময়রাডাঙ্গা, P.S.- Falakata, Dist- Alipurduar, Bank-এর কাগজে ভুল থাকায় 20.02.2025 আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Jahara Beowa এবং Jahara Bibi একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

•

আমার L.R. খতিয়ান নং- 2932, J.L. নং 016, মৌজা- গোপালপুর, আমার এবং স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 20-3-24, সদর, কোচবিহার J.M. 1st Court-এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jharna Barman, W/o. Shiben Barman এবং Minati Barman, W/o Shiben এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। বার কোদালী, কোতোয়ালি, কোচবিহার, W.B. (C/114625)

সভা/সমিতি

আগামী 28/02/25 (শুক্রবার) সকাল 10টায় স্থানীয় 'দেশবন্ধুপাড়া আর্য্য সমিতি'-র (বুট পার্ক) হল ঘরে আমাদের প্রিয় সংগঠনের ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সকল সদস্য/সদস্যাকে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। আপনাদের মুল্যবান উপস্থিতি একান্তই কাম্য। ধন্যবাদান্তে, বিনীত- সাধারণ যুগ্ম সম্পাদক, Siliguri Municipal Corporation Contractor Welfare Association. (C/114871)

নিউ বানেশ্বর-গোসাইগাঁও হাট-লুপ লাইনের ৬.১৪৫ টিকেএমের আইএসডি

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১২১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৮-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ৫২-এপি-I-২০২৪। কাজের নামঃ নিউ বানেশ্বর-গোসাইগাঁও হাট-লুপ লাইনের ৬.১৪৫ টিকেএমের আইএসডি। টেন্ডার রাশিঃ ১,৬৮,৯৩,০৫৮.১৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৩৪,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১১-০৩-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১১-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সংলগ্ন ভবনে ২ টি যাত্রী এলিভেটরের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/আরই-II/এমএলজি/০৩/২০২৫ তারিখঃ ১৪-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে: টেন্ডার নং. ইএল-সি-ডিওয়াই-সিইই-I-এমএলজি-৮-২৪-২৫। কাজের নামঃ জিএম/সিওএন/এনএফআর পরিসরের সংলগ্ন ভবনে (তিন) (৩) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ২ টি যাত্রী এলিভেটরের রক্ষণাবেক্ষণ (আনুমানিক ১০৯৫ দিন)। টেন্ডার রাশিঃ ১৩,৩০,৬৮৭.৫৪/-টাকা। ডাক সুরক্ষা রাশিঃ ২৬,৬০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-০৩-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১২-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিইই/সিওএন/এইচকিউ/মালিগাওঁ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সিঅ্যান্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে ২৫টি এলএইচবি এসি কোচের মিড-লাইফ রিহ্যাবিলিটেশন

টেন্ডার নং. : এম-২৪৯-আরএসপি-২০২৪-২৫-ডিআরজি-০৫৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নামঃ সিঅ্যান্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, এন. এফ. রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাঁওয়ে ২৫টি এলএইচবি এসি কোচের মিড-লাইফ রিহ্যাবিলিটেশন। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ১৮,৫৭,৫৪,৮২১.৬৫ টাকা; বায়নার ধনঃ ১০,৭৮,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিডব্লিউএম/এনবিকিউএস
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
CHHAAVA
Time : 1.15, 7.15 (2 shows)
SANAM TERI KASAM
Time : 4.15 (one show)

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়িতে সামান্য কারণে অশান্তি হতে পারে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। **বৃষ :** সমাজে বিশেষভাবে সম্মানিত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বজায় থাকবে। **মিথুন :** বেড়াতে গিয়ে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হতে পারে। ব্যবসায় গুপ্তশত্রুর কারণে ক্ষতির আশঙ্কা। **কর্কট :** নায্য পাওনা আদায় করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। **সিংহ :** বেসরকারি কোনও সংস্থায় উচ্চপদের চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। **কন্যা :** বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। বাড়িতে অপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। **তুলা :** উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশযাত্রার বাধা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। **বৃশ্চিক :** কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। ব্যবসায় মন্দা কেটে যাবে। **ধনু :** ব্যবসায় টাকা লগ্নি নিয়ে বাবার সঙ্গে মতবিরোধ। পড়াশোনার ক্ষেত্রে শুভ ভাব বজায় থাকবে। **মকর :** পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা বিবাদ আলোচনার মাধ্যমে কেটে যাবে। সন্ধের পর ভালো খবর পেতে পারেন। **কুম্ভ :** লটারি বা ফাটকায় আজ প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ। লোহা, পিতল ব্যবসায়ীদের উল্লেখযোগ্য দিন। **মীন :** প্রিয়জনদের সঙ্গে সারাদিন খুব আনন্দে কাটবে। মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ২ ফাল্গুন, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ৮ ফাগুন, সংবৎ ৮ ফাল্গুন, বদি, ২২ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১১, অঃ ৫।৩১। শুক্রবার, অষ্টমী দিবা ৮।২৮। অনুরাধানক্ষত্র দিবা ১।০। ব্যাঘাতযোগ দিবা ৯।৩৬। কৌলবকরণ দিবা ৮।২৮ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৯।৬ গতে গরকরণ। বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ৮।২৮ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৯।১ গতে ১১।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪১ গতে ১০।১৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে ঈশানেও বায়ুকোণে নিষেধ, দিবা ৮।২৮ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১।০ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১।১২ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, শেষরাত্রি ৬।৭ গতে উত্তরেও নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৮।২৮ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ, দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৮।২৮ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষ দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২৯ মধ্যে ও ৮।১৬ গতে ১০।৩৭ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।৩১ মধ্যে ও ৪।৫ গতে ৫।৩১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৪।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৪ গতে ১১।২৩ মধ্যে ও ৪।১৭ গতে ৬।১০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বালুরঘাট-হিলি রেলপ্রকল্পে আটক ট্র্যাক্টর

ক্ষতিপূরণ না মেলায় বাধা জমিদাতাদের

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২০ ফেব্রুয়ারি : বালুরঘাটে রেলের কাজ বন্ধ করে দিলেন জমিদাতারা। জমির টাকা এখনও পাননি এমন অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করে দিলেন বালুরঘাট পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পর্যন্ত এলাকার দুই জমিদাতা। বুধবার রেলের কাজের জন্য ট্র্যাক্টরে করে নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই সময় কাজ বন্ধ করে দেন তারা। যার ফলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। বেশ কিছুদিন আগে রাস্তা নষ্ট হবে, এমন অভিযোগ তুলে রেলের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে এবার রেলের তরফে জমি নেওয়ার পরও টাকা না পাওয়ায় কাজ বন্ধ করে দেন জমিদাতারা। তাদের দাবি যতদিন না তারা জমির টাকা পাচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত কোনওরকমভাবে কাজ করতে দেবেন না। এদিকে বারবার রেলের কাজ আটকে যাওয়ার ফলে সময়মতো তার কাজ শেষ হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

যদিও এই ঘটনায় বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকারের কথায়, 'এর আগেও কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কাজ বন্ধ করার পেছনে শাসকদল তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা রয়েছে। আগে তারা প্রথমবার কাজের জন্য ঠিকাদারের কাছ থেকে তোলা চেয়েছিল। তা না দেওয়ায় বেশ কিছুদিন ধরে কাজ বন্ধ ছিল। অবশেষে পুলিশের উদ্যোগে সেই কাজ শুরু হয়েছিল। আজ ফের আবার সেই কাজ বন্ধ করে দেয়া হল।'

পুরো বিষয়টি খতিয়ে রাখার আশ্বাস দিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। এদিকে রেলের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার বিষয় জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় বালুরঘাট পুরসভা এলাকায়। যদিও তৃণমূলের তরফে বিজেপির তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি সুভাষ চাকি। তিনি বলেন, 'তৃণমূল কখনও উন্নয়নের বিরোধী নয়। বিজেপির তোলা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ভিত্তিহীন।'

ক্ষুব্ধ জমিদাতা নির্মল সূত্রে অভিযোগ, 'রেল আমাদের চলাচলের জায়গা দখল করে নিয়েছে। আমার চলাচলের রাস্তা আগে রেল কর্তৃপক্ষ বের করে দিক। তা না হলে আমি চলাচল করব কী করে। পাশেই রয়েছে ছোটদের খেলার মাঠ। সেই মাঠটিও রেল নিয়েছে। কিন্তু তার বদলে কোনও মাঠ এখনও দেওয়া হয়নি। সেই মাঠের টাকাই বা কার কাছে রয়েছে, তা নিয়েও কিন্তু আমাদের প্রশ্ন রয়েছে। এইসব কারণে আমরা আজ কাজ বন্ধ করে দিয়েছি।'

ক্ষুব্ধ জমিদাতা সুব্রত সরকারের কথায়, 'আমার দাদুর আশপাশের জমির টাকা সকলে পেয়ে গিয়েছেন।

ট্র্যাক্টর আটকে বিক্ষোভ। - মাজিদুর সরদার

কিন্তু আমি এখনও টাকা পাইনি। দীর্ঘদিন প্রশাসন ও আদালতের চক্কর কাটছি। যেহেতু এখনও আমি টাকা পাইনি তাই আমার জায়গায় উপর দিয়ে রেলের কোনও জিনিস নিয়ে যেতে আমি দেব না। টাকা দিয়ে জমি ব্যবহার করুক তারা।'

ট্র্যাক্টরচালক গোলাপ দেবনাথ বলেন, 'এদিন সকালবেলায় একটি ঝামেলা হয়েছিল। তারপরে বেশ কয়েকজন আমাদের ট্র্যাক্টর চলাচল বন্ধ করে দেয়। তারা নাকি জমির টাকা পায়নি।'

জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'এনিয়ে কোনওরকম সমস্যা থাকলে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অভিযোগ করা যেতে পারে। অভিযোগ পেলে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

বাল্যবিবাহ রুখতে সভা

কুমারগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : বাল্যবিবাহ রুখতে মোহনা পঞ্চায়েতে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান সনীল সরকার, পঞ্চায়েতের সচিব আশিস দাস সহ পঞ্চায়েতের সব সদস্য, সেখানকার সব মহিলা, কিশোর-কিশোরী এবং শক্তিবাহিনীর সব সদস্য। ছিলেন আইসিডিএস সুপারভাইজার জ্যোৎস্না দাস ও কৃষ্ণা প্রামাণিক। সভায় বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে মত বিনিময় হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, বাল্যবিবাহের খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনকে জানানো হবে। পাশাপাশি প্রতি মাসে এই ধরনের একটি করে সভা হবে। বাল্যবিবাহ নিয়ে গ্রামের মানুষকে সচেতন করে তুলতে স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ির মাধ্যমে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যেতে হবে বলেও বিশেষ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিবারকে বোঝাতে হবে যে, ১৮ বছরের আগে মেয়ের এবং ২১ বছরের আগে ছেলের বিয়ে দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ।

গ্রাম সংসদ পর্যায়ের ভিএলসিপিসি বৈঠক ও কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হল রামকৃষ্ণপুর পঞ্চায়েতের ডাঙারহাট মামুদপুর গ্রাম সংসদে।

বাইকের ধাক্কায় জখম দুই ভাই

কালিয়াগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হল দুই ভাই। আহতরা হলেন দেবা বসাক (২০) এবং সরু বসাক (১৯)। এরা এসেছিল মামার বাড়িতে। দুর্ঘটনাটি ঘটে বুধবার গভীর রাতে, কালিয়াগঞ্জ ব্লকের কুজিয়ায়। মামার বাড়িতে ছিল একটি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শেষে বাইক চালিয়ে দেবা ও সরু বাড়ি ফিরছিল। ফেরার সময় বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছোট পিলারে সজোরে ধাক্কা মারে। বাইক থেকে দুজনেই ছিটকে পড়ে।

দুর্ঘটনার খবর পায় কালিয়াগঞ্জ থানা। পুলিশ এসে গুরুতর জখম দুজনকে উদ্ধার করে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। আঘাত গুরুতর হওয়ায় সেখানকার চিকিৎসকেরা রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখার্জি বলেন, 'একজন ভর্তি রায়গঞ্জ মেডিকেলে। অপরজনকে রায়গঞ্জের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে।'

দুর্ঘটনায় আহত সাইকেলচালক

বালুরঘাট, ২০ ফেব্রুয়ারি : দ্রুতগতিতে আসা বাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক সাইকেলচালক। সোমবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাটে রঘুনাথপুর এলাকায়। স্থানীয়রা জানান, সাইকেল আরোহী রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পেছন দিক থেকে একটি বাইক তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে বাইকচালক ও সাইকেল আরোহী দুজনেই রাস্তায় পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।

চার মাটি মাফিয়া গ্রেপ্তার

গাজোল, ২০ ফেব্রুয়ারি : মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামল পুলিশ ও প্রশাসন। বৃহস্পতিবার বামনগোলা সংলগ্ন মহিশাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি মাটিকাটা মেশিন এবং তিনটি ট্র্যাক্টর আটক করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ঘটনার সাথে যুক্ত চারজনকে। ধৃতরা হলেন জীবানন্দ বিশ্বাস (২০), সম্রাট মণ্ডল (২২), বিকাশ রায় (২৭) এবং গোপীনাথ রাজবংশী (২৯)। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে আগামীদিনে এই ধরনের অভিযান আরও বেশি করে চালানো হবে।

উত্তরের শিকড়

বিপ্লবী আন্দোলনের আঁতুড় নাট্যগৃহ এখন নিঃসঙ্গ

১০০ বছরেরও বেশি পুরোনো নাট্যগৃহ যেন নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে বালুরঘাটে। যেখানে স্বাধীনতার আগে বিপ্লবীরা আন্দোলনের রসদ খুঁজে পেতেন। সেই নাট্য সংস্থা ও প্রেক্ষাগৃহ নতুন প্রজন্মের অধিকাংশের কাছেই অজানা থেকে গিয়েছে। অনেকেই এখনও জানেন না এই সংস্থার গৌরবময় ইতিহাসের কথা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার শতাব্দীপ্রাচীন 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির' হেরিটেজের তকমা পাওয়ার যোগ্য দাবিদার। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে আজও নাটকের মুকুটে সেই পালক জোটেনি। 'বালুরঘাট নাটকের শহর' খেতাব এমনি পায়নি শহরটি। তার পিছনে নাট্যমন্দিরের অবদান অন্যতম। একসময় নাট্যকর্মীদের মহড়ায় গমগম করলেও সেই মঞ্চে এখন আর তেমন সাড়া পাওয়া যায় না। প্রেক্ষাগৃহের ভেতরের পলেস্তারাও খসে পড়ছে।

১৯০৪ সালে 'বিল্বমঙ্গল' নাটক মঞ্চস্থ করার মধ্যে দিয়ে বালুরঘাটে নাট্যচর্চা শুরু হয়। অস্থায়ী মঞ্চে নাটকটি অভিনীত হওয়ার পর বালুরঘাটের তৎকালীন বিদগ্ধজনেরা একটি নাট্যসংস্থা গড়ে তোলায় উদ্যোগী হন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯০৯ সালে জন্ম নেয় বালুরঘাট থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন। ১৯১৪ সালে স্থায়ী মঞ্চ তৈরি হয় এডওয়ার্ড ড্রামাটিক হল। ১৯২০-তে সাধারণ মানুষের সহযাযোগিতায় তৈরি হয় প্রেক্ষাগৃহ। যা ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর নামকরণ হয় বালুরঘাট নাট্যমন্দির। মূলত, তৎকালীন সময়ে চুন ও সুড়কি দিয়েই এই নাটকের ভবন নির্মিত। নাট্যমন্দিরের সুদীর্ঘ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বালুরঘাটের নাটককে সমৃদ্ধ করেছে। প্রচলিত ধারা মেনেই নাট্যচর্চা শুরু হয়েছিল। সেসময় পৌরাণিক চরিত্র নিয়েই নাটক অভিনয় হত। পরিবর্তীতে নাটক নির্বাচনে ঐতিহাসিক নাটকগুলি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। একাঙ্ক নাটকের জনক নাট্যকার মন্মথ রায় দীর্ঘদিন নাট্যমন্দিরে তাঁর নাট্য প্রতিভার কিরণ ছড়িয়েছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পৌরাণিক চরিত্রের আড়ালে নাটকে সমকালীন রাজনীতির প্রবেশ ঘটান তিনি। 'কারাগার' নাটকে তিনি সেই সময়ের স্বাধীনতার সংগ্রামকে নাটকের বিষয় করে তুলেছিলেন। তাঁর সময়েই নাট্যমন্দির অসাধারণ কিছু নাটক মঞ্চস্থ করে বালুরঘাটকে বাংলা নাটকের ইতিহাসের একটা শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়। স্বাধীনতা উত্তর বালুরঘাটে নাটকের জোয়ার আসে। খ্যাতনামা নাট্য পরিচালক তথা অভিনেতা হরিমাধব মুখোপাধ্যায় অল্প দিনের জন্য নাট্যমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় অমৃতস্য পুত্রা এবং মমতাময়ী হাসপাতাল (সম্মিলিত শিল্পিদের দ্বারা) নাটকগুলি নাট্যমন্দিরকে আরও উজ্জ্বলতা এনে দেয়।

প্রান্তিক এলাকার মফস্সল ক্রমশ নাটকের শহরের তকমা পায়। এখনও নাট্যকর্মীদের মধ্যে নাট্যমন্দির সম্পর্কে আবেগ রয়েছে। বালুরঘাটে নাটকের সূতিকাগৃহ রূপে পরিচিত এই নাট্যমন্দির। কিন্তু এর ইতিহাস সম্পর্কে জানানোর উদ্যোগ এখনও কোনও মহলেই তেমন নজরে পড়েনি।

যদিও নাট্যমন্দিরের নিজস্ব দস্তাবেজে পুরোনো নাটকের দলিল রয়েছে। কিন্তু তা নতুন প্রজন্মের অনেকের কাছেই অজানা। নতুন প্রজন্মের নাট্যকর্মীরা চান, নাট্যমন্দির আবার সেই পুরোনো গৌরব ফিরে পাক। আবার নাট্যকর্মীদের ভিড়ে আলোকিত হয়ে উঠুক প্রেক্ষাগৃহ।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বসন্তের আগমন।। ফালাকাটার দুই মাইলে ছবিটি তুলেছেন শুভঙ্কর পরিডা।

শ্লীলতাহানিতে পুলিশের জালে

বৈষ্ণবনগর, ২০ ফেব্রুয়ারি : তরুণীকে শ্লীতাহানির অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আবদুল গাফফার। তার বাড়ি কালিয়াচক থানার হারুচক এলাকায়। বৃহস্পতিবার তাকে পিটিএস মোড় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এক তরুণীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বুধবার বৈষ্ণবনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তার ভিত্তিতে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে আবদুল গাফফারকে।

TENDER
Dakshin Dinajpur Krishi Vigyan Kendra
Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya
At- Majhian, P.O.-Patiram, Dakshin Dinajpur-733133
Sealed tenders are invited from bonafide farms and or dealers etc. for supply of different farm inputs and office canteen. Details can be downloaded from the KVK website (www.ddkvk.ubkc.ac.in) also.
Senior Scientist & Head

বেনামি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে কাজের বরাত

বিডিও'র চেম্বারের দরজায় বসে বিজেপি'র প্রতিবাদ

রায়গঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : রায়গঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের অন্ধকারে রেখে বেনামি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার কাজ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ ব্লকের বিডিও শ্যারন তামাংয়ের চেম্বারের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপির সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, এমন কতগুলি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে কাজ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা কোনওদিনই সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত নয়। এর পিছনে বড়সড়ো আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। যদিও বিক্ষোভ চলাকালীন চেম্বারে বিডিও ছিলেন না। তার সঙ্গে পরেও যোগাযোগ করা যায়নি।

পাশাপাশি বিজেপির সদস্যদের আরও অভিযোগ, পঞ্চায়েত সমিতিতে বিরোধীদের বসার জন্য কোনও ঘর বরাদ্দ করা হয়নি। দেড় বছর তাঁদের বাইরে বসেই জনগণের কাজ করতে হয়েছে। বিডিওকে অনেকবার জানিয়ে লাভ হয়নি।

পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা মলয় সরকার বলেন, 'বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের অন্ধকারে রেখে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার টেন্ডার হয়েছে। আমরা বিডিও'র কাছে জানতে চেয়েছিলাম কেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে টেন্ডার দেওয়া হয়েছে? তিনি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে কাজ দেওয়ার গাইডলাইন আছে বলে জানালেও আজ অবধি কোনও গাইডলাইন দেখাতে পারেননি। গত ৬ জানুয়ারি বিডিও ম্যাডামকে

বিডিও'র ঘরের সামনে বিক্ষোভে বিজেপি সদস্যরা। - সংবাদচিত্র

আরটিআই করি, কিন্তু একমাস হয়ে গেল কোনও উত্তর পাইনি। আজ জেলা শাসকের কাছে আবেদন করলাম। উত্তর না পেলে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাব।'

পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য চন্দনা সরকারের অভিযোগ, 'আমরা বিডিওকে অনেকবার এলাকার বেহাল রাস্তাঘাট নিয়ে ডেপুটেশন দিয়েছি। পঞ্চায়েত সমিতিতে আমাদের বসার জায়গা নেই, বাইরে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। পঞ্চায়েত সমিতিতে অর্থ নয়ছয় চলছে। কোনও কাজ হচ্ছে না। আরটিআইয়ের উত্তর দিচ্ছে না। আমাদের কথা গ্রাহ্য করা হচ্ছে না। তাই আজ বাধ্য হয়ে অবস্থানে বসেছি।'

এদিকে পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সভাপতি জয়শ্রী ব্যাপারী বর্মনের দাবি, 'স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সাড়ে তিন কোটির টাকার কাজের বিষয়টি কিছুই জানি না। শুনেছি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ পেয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ করতে পারে কি না তাও জানি না।'

বিষয়টি জানতে বিডিও শ্যারন তামাংকে ফোন করা হলে তিনি ফোন কেটে দেন। বিজেপির বিক্ষোভ প্রসঙ্গে মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি বলেন, 'স্যানেটারি কাজ সাধারণত লিপিবদ্ধ এনজিও এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি করে থাকে। যদি কোনও অভিযোগ থাকে তবে জেলার স্যানিটারি সেলের সঙ্গে কথা বলুক। বিডিও নিশ্চয়ই তাদের বলেছেন।'

বাবার মৃত্যুতে ছেলের আত্মহত্যার চেষ্টা

রায়গঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : বাবার মৃত্যুর পর গলার নলি ও হাত-পা কেটে অস্বাভাবিক মৃত্যুর চেষ্টা ছেলের। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রায়গঞ্জ শহরের দেবীনগর সংলগ্ন গোয়ালপাড়া কদমতলা এলাকায়। এদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ভোররাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের। সেই শোক সহ্য করতে না পেরে নিজের গলার নলি ও হাত-পা কাটেন ছেলে।

ঘরের দরজা ও মূল ফটকের দরজা খোলা রেখে তিনি এই কাণ্ড ঘটান। প্রতিবেশীদের সন্দেহ হওয়ায় তারা বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই দেখে চাপ চাপ রক্ত। বৃদ্ধ বাবা মৃত অবস্থায় চেয়ারে বসে রয়েছেন। ছেলে রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছেন। ঘটনার খবর যায় রায়গঞ্জ থানায়। পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে বৃদ্ধের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

গুরুতর জখম ছেলেকে সকাল দশটা কুড়ি নাগাদ রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শল্য বিভাগে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। আপাতত ছেলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম ছেলের নাম দেবাশিস রায়, পেশায় সাহিত্যিক। তার একাধিক কবিতা ও গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত বৃদ্ধের নাম নিমাইচন্দ্র রায় (৭০) দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্ট সহ বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। ঘটনাপ্রসঙ্গে মৃত বৃদ্ধের আত্মীয় রেবা মণ্ডল বলেন, 'আমার মেসো দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। মাসি কমলা রায়ের মৃত্যু হয়েছে ১৯৯৮ সালে। বাড়িতে মেসো আর মাসতুতো দাদা থাকতেন। বাবাকে ওষুধ খাওয়ানো থেকে শুরু করে অক্সিজেন সিলিন্ডার মজুত রাখতেন ছেলে। বাবাকে সময়মতো ওষুধ খাওয়ানো, সেবা করা এই সমস্ত কাজ করতেন। তবে পরিজনদের আগেই বলে রেখেছিলেন বাবার মৃত্যু হলে সেদিন আমি আত্মহত্যা করব। ঠিক তাই ঘটল।'

স্কুলে সামগ্রী : গঙ্গারামপুর পুরসভার ১১টি স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে প্রেশার কুকার, মিক্সার গ্রাইন্ডার ও ওভেন তুলে দেওয়া হল বৃহস্পতিবার। গঙ্গারামপুর পুরসভা ভবনে আয়োজিত একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সমস্ত রান্না সহায়ক সামগ্রি বিলি করা হয়।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা আলম হোসেন - কে 17.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99J 43570 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি সম্পূর্ণরূপে ডিয়ার লটারিকে বিশ্বাস করি কারণ এটি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি দ্বারা পরিচালিত হয়, যা কোনও ব্যাতিক্রম ছাড়া সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে চলে। লাইভ ড্রও সরাসরি দেখানো হয়। আমরা ডিয়ার লটারির স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারি। আমাদের আশেপাশে আমি অনেক ডিয়ার লটারির প্রথম পুরস্কার বিজেতাকে দেখতে পাই। আমি সবাইকে ডিয়ার লটারির টিকিট ক্রয়ের মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে বলবো।"
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মারামারিতে ধৃত পাঁচ

বৈষ্ণবনগর, ২০ ফেব্রুয়ারি : মদ্যপ অবস্থায় মারামারি করায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম নজরুল ইসলাম, বাড়ি চকবাহাদুরপুর। নির্মল চৌধুরী, বাড়ি পশ্চিম জেলেপাড়া। আবদুল হান্নান, বাড়ি হজরতটোলা এলাকায়। অভিজিৎ মণ্ডল, বাড়ি জোতপরম ও অমর চৌধুরী, বাড়ি পশ্চিম জেলেপাড়া এলাকায়।

বৃহস্পতিবার সকালে মদ্যপ অবস্থায় খেজুরিয়া শ্মশানঘাট এলাকায় পাঁচজন নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল মারপিট করলে স্থানীয় লোকজন দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে বৈষ্ণবনগর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে।

মালদা ডিভিসনে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের ব্যবস্থার জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর-জামালপুর শাখায় ০৩টি স্থানে তথা নাথনগর-আকবরনগর শাখায় লেভেল ক্রশিং গেট নং ২এ, আকবরনগর-সুলতানগঞ্জ শাখায় লেভেল ক্রশিং গেট নং ০৭ এবং সুলতানগঞ্জ-কল্যাণপুর রোড শাখায় লেভেল ক্রশিং গেট নং ১১-তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের ব্যবস্থা করার জন্য, ২৩.০২.২০২৫ তারিখে নাথনগর-আকবরনগর ও আকবরনগর-সুলতানগঞ্জ শাখায় সকাল ৯টা ১৫ থেকে বিকেল ৩টে ১৫ পর্যন্ত এবং সুলতানগঞ্জ-কল্যাণপুর রোড শাখায় সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি ২৩.০২.২০২৫ তারিখে নিম্নোক্তমতো নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ ● বাতিল (২৩.০২.২০২৫) ঃ ৬৩৪২৩ জামালপুর-কিউল প্যাসেঞ্জার এবং ৬৩৪২৪ কিউল-জামালপুর প্যাসেঞ্জার, ৭৩৪৩০ জামালপুর-ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার এবং ৭৩৪২৯ ভাগলপুর-জামালপুর প্যাসেঞ্জার। ● পথ পরিবর্তন ঃ ১৩০৩৪ পাটনা-দুমকা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) কিউল-ঝাঝা-জসিডি-দুমকা হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে। ● সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু ঃ ১৩৪০৯ মালদা টাউন-কিউল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) ভাগলপুরে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ১৩৪১০ কিউল-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) ভাগলপুর থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে, ১৩২৪২ রাজেন্দ্রনগর টার্মিনাল-বাঁকা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০২.২০২৫) কিউল-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ১৩২৪১ বাঁকা-রাজেন্দ্রনগর টার্মিনাল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) কিউল থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে, ৬৩৪৩১/৬৩৪৩২ সাহেবগঞ্জ-জামালপুর-সাহেবগঞ্জ এমইএমইউ (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) ভাগলপুরে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/ভাগলপুর থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। ● পুনর্নির্ধারণ ঃ ১২৩৬৭ ভাগলপুর-আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) ভাগলপুর থেকে ৩ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে এবং ১৩৪১৯ ভাগলপুর-মুজফফরপুর জনসেবা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) ১৫.২০ ঘ.তে পুনর্নির্ধারিত হবে। ● নিয়ন্ত্রণ ঃ ১৩৪২৪ আজমের-ভাগলপুর এক্সপ্রেস যেটি ২৩.০২.২০২৫ তারিখে ভাগলপুরে পৌঁছাবে পথিমধ্যে ৯০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা
পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অভিযানে ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক ও প্রশাসন

রতুয়ায় জলাজমি ভরাটের অভিযোগ

শেখ পান্না

রতুয়া, ২০ ফেব্রুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন জলাভূমি ভরাট করা যাবে না। পুকুর ভরাট নিয়ে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রশাসনকে। আর সেই নির্দেশ মোতাবেক জলা জমি ভরাটের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল ব্লক প্রশাসন ও ভূমি দপ্তর।

জমির চরিত্র পরিবর্তন করা যাবে না আর সেদিকে লক্ষ রেখেই তৎপর হল রতুয়া ১ ব্লক প্রশাসন ও ভূমি দপ্তর। বৃহস্পতিবার রতুয়া ১ ব্লকের সামসী পঞ্চায়েতের পাড়াক্রম লিটটি মোড় এলাকায় অভিযান চালায় রতুয়া ১ ব্লকের সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সৌমিত্রকুমার বড়াল। সঙ্গে ছিলেন রতুয়া ১ ব্লকের বিডিও রাকেশ টোপ্পো ও সামসী ফাঁড়ির পুলিশ প্রশাসন।

সামসী এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ ইয়াজদানি নামে এক ব্যক্তি রতুয়া ২ ব্লকের আড়াইডাঙার এক ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় পাঁচ শতক জলা জমি ক্রয় করেছিলেন। আর সেই জলা জমিতে মাটি ভরাট করার কাজও শুরু করে দিয়েছিলেন। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসতেই চলতি মাসের শুরুতেই মাটি ভরাটকারী ওই ব্যক্তিকে ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পুনরায় জলা জমি করতে নির্দেশ দেন। জমিটি পুনরায় ফিরিয়ে আনার নোটিশ দেওয়া হয়

ঘটনাস্থলে প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

ওই ব্যক্তিকে। সেই নির্দেশে বলা হয়, ফেব্রুয়ারি মাসের ২০ তারিখের মধ্যেই জমি পুনরায় অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। কোনওভাবেই জমির চরিত্র পরিবর্তন করা যাবে না।

বৃহস্পতিবার সরেজমিনে তদন্ত করতে যান প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, জলা জমি ভরাট করা হয়েছিল সেটি পুনরায় অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কাজ শুরু হয়েছে। নির্দেশ মোতাবেক কাজ হচ্ছে তবে কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। দ্রুততার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পৈত্রিক সম্পত্তি থাকলেও কোনও অবস্থায় জমির চরিত্র পরিবর্তন করা যাবে না।

রতুয়া ১ সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সৌমিত্রকুমার বড়াল জানিয়েছেন, 'কিছুদিন আগে আমাদের কাছে খবর আসে সামসী এলাকার মোহাম্মদ ইয়াজদানি নামের এক ব্যক্তি অবৈধভাবে জলা ভূমি ভরাট করেছে। সেই ব্যক্তিকে চলতি মাসের ৫ তারিখে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল ১৫ দিনের মধ্যে জমি পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। আজ বিডিও সাহেব এবং পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করতে এসে দেখতে পাই তিনি সম্পূর্ণভাবে জমি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনেননি। পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার কাজ চলছে। কাজ এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে। তাই আজ আমরা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জলা জমি পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার কাজ চালাচ্ছি।'

মেয়ের বিয়ে, নজর এড়িয়ে বিষপান বাবার

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বিয়ের সমস্ত রকম প্রস্তুতি সেরে ফেলা হয়েছিল। আশা ছিল, বৃহস্পতিবার সন্ধেয় ধুমধাম করে মেয়ের বিয়ে হবে। কিন্তু তার আগেই ঘটল বিপত্তি। বিয়ের আগের দিনই অস্বাভাবিক মৃত্যু হল পাত্রীর বাবার। মৃত ব্যক্তি ইংরেজবাজার ব্লকের পশ্চিম প্রান্তের একটি গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর দুই মেয়ে, এক ছেলে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে স্নায়ু রোগে ভুগছিলেন ওই ব্যক্তি। তারমধ্যেও বড় মেয়ের বিয়ের সমস্ত রকম আয়োজন করা হয়েছিল। বুধবার সকালে সকলের নজর এড়িয়ে বিষপান করেন ওই ব্যক্তি। বিষয়টি নজরে আসার পর তড়িঘড়ি পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। গতকাল সন্ধেয় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

আলোচনা করে বিয়ের অনুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুই পরিবার। মালদার বদলে পাত্রপক্ষের বাড়ির এলাকাতেই নতুন করে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। বাবার মৃত্যুর কথা না জানিয়েই বিয়ের পিঁড়িতে বসানোর জন্য মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কলকাতায়।

এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যৌতুক সংক্রান্ত বিষয়েই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয়দের একাংশ। যদিও বিয়ের কথা মাথায় রেখে এনিয়ে কেউ কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

টোটো বিড়ম্বনায় জেরবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা

চালকদের সতর্ক করে প্রচার মাইকে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ ফেব্রুয়ারি : সন্ধ্যা নামলেও প্রচুর টোটোর সামনে আলো জ্বলছে না। এমনকি ইন্ডিকেটর বাতি না দিয়েই ডানে বামে মোড় নিচ্ছে শহরের টোটোগুলি। ট্রাফিক দপ্তরের তরফে বহুবার টোটোর ডানদিক দিয়ে যাত্রী যাতে না নামতে পারে, তার জন্য আটকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাতেও কর্ণপাত করেনি অধিকাংশ টোটোচালক। অবশেষে মাইকিং করে শহরজুড়ে টোটোচালকদের ট্রাফিক আইন মেনে চলার জন্য সাবধান করা হচ্ছে। আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামতে চলেছে ট্রাফিক দপ্তর। এমনকি জরিমানা পর্যন্ত করা হতে পারে। পাশাপাশি, শহরের জনবহুল এলাকায় যানজট এড়াতে দুটি জায়গায় রুট ডাইভারশন করছে বালুরঘাট সদর ট্রাফিক দপ্তর।

সন্ধ্যার পর গাড়িতে হেডলাইট জ্বালানো ট্রাফিক আইনে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা দেখা যাচ্ছে না বালুরঘাটের টোটোগুলির ক্ষেত্রে। রাস্তা দিয়ে দিব্যি আলো না জ্বালিয়েই রাতের অন্ধকারে চলছে টোটোগুলি। যার ফলে ক্রমশ দুর্ঘটনা বাড়ছে। এমনকি টোটোর ডানপাশ দিয়ে যাত্রী নামাওঠা করতে গিয়ে দুর্ঘটনার স্বীকার হচ্ছেন অনেকে। এর আগেও টোটোর ডানদিকে লোহার রড দিয়ে আটকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সিংহভাগ টোটোতেই সেই বার্তা কার্যকর হয়নি। এবার কড়া হাতে ট্রাফিক দপ্তরের তরফে টোটোচালকদের ট্রাফিক আইন মানার জন্য মাঠে নামতে চলেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর কয়েকদিন আগে থেকেই শহরজুড়ে মাইকিং করেছে দপ্তর। যেখানে হেডলাইট, লুকিং গ্লাস, ইন্ডিকেটর সহ একাধিক কথা জানানো হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলেই পুরোদস্তুর অভিযানে নামতে চলেছে ট্রাফিক দপ্তর। এর মধ্যেই শহরের জলযোগ মোড় ও সাড়ে তিন নম্বর মোড়ে টোটোর জন্য রুট ডাইভারশন করা হয়েছে। ফলে কোর্ট মোড় থেকে আন্দোলন সেতুর দিকে ও বিশ্বাসপাড়া থেকে ডানলপ মোড়ের দিকে টোটো চলাচল করতে পারবে না। এর ফলে ওই জনবহুল এলাকায় যানজট মোকাবিলা করা অনেকটাই সহজ হবে বলে মনে করছে ট্রাফিক দপ্তর। পাশাপাশি, নির্দিষ্ট লেন না মেনেই রাস্তায় চলাচল করছে টোটো বলে অভিযোগ দপ্তরের। সেগুলির বিরুদ্ধে অভিযানে নামা হবে বলে জানানো হয়েছে।

বালুরঘাটের ময়ামারি এলাকার টোটোচালক তন্ময় দাসের কথায়, 'সন্ধ্যা নামলে আমি হেডলাইট জ্বালিয়ে দিই। অনেকেই তা করছে না। ফলে দুর্ঘটনা ঘটছে। তবে আমার টোটোর ডানপাশে এখনও আটকানো হয়নি। খুব শীঘ্রই তা আটকে দেব। সত্যিই অনেকে ডানদিক দিয়ে নামছে। ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।'

বালুরঘাট সদর ট্রাফিকের আইসি অরুণ তামাং বলেন, 'মাইকিং করে একাধিক ট্রাফিক আইন সম্পর্কে টোটোচালকদের সতর্ক করা হচ্ছে। এরপরে আমরা অভিযানে নামব। রিয়ার মিরর ও ডানে-বামে না দেখেই মোড় নিচ্ছে বিভিন্ন টোটো। অনেক সময় লেন মানছে না। মদ্যপ অবস্থায় টোটো চালালে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।'

ট্রাফিক নিয়ম না মানার জের

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : যানবাহন চালকদের সতর্ক করতে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের মতো কর্মসূচি নিয়েছে সরকার। তাতেও কি কমেছে পথ দুর্ঘটনার মতো ঘটনা? পরিসংখ্যান নিলে হয়তো দেখা যাবে অধিকাংশ দুর্ঘটনা টোটোর সঙ্গে অন্য যানবাহনের। এর মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় ড্রাইভিংয়ে প্রশিক্ষণ নেই সিংহভাগ টোটোচালকের। আর এই অপ্রশিক্ষিত টোটোচালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেনি সরকার। বেকারত্ব নিবারণে টোটোই ভরসা। শুধুমাত্র ভোটব্যাংকের কারণে আইন প্রণয়ন করেও তা রূপায়িত করা যাচ্ছে না বলে অভিমত রাজনীতিবিদদের। ফলে বাড়ছে পথ দুর্ঘটনা।

প্রত্যক্ষদর্শী সঞ্জয় সূত্রধরের কথায়, 'বুনিয়াদপুর শহরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ও জাতীয় সড়কে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত যেন টোটোর মিছিল চলছে। যার সিংহভাগ টোটোচালক অপ্রশিক্ষিত। রাজ্য ও জাতীয় সড়কে চলাচলের ক্ষেত্রে ন্যূনতম নিয়মটুকু মানেন না তারা। এমনকি বুনিয়াদপুর শহরে উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলার অজস্র গ্রামীণ টোটো বুনিয়াদপুরে চলাচল করছে। প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ না করলে আগামীদিনে আরও দুর্ঘটনা ঘটবে।' সম্প্রতি এক টোটোচালকের ভুলে দুর্ঘটনা ঘটে। প্রাণহানি না ঘটলেও সেই দুর্ঘটনায় টোটোর তিন যাত্রী আহত হন। এরপরেই টোটোচালকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি সরব হন অনেকেই।

বুনিয়াদপুরের পুর প্রশাসক কমল সরকারের কথায়, 'খুব শীঘ্রই আমরা অভিযানে নামব। শহর ও গ্রামীণ টোটোগুলিকে শনাক্ত করে নির্দিষ্ট পথে চলার নির্দেশ দেওয়া হবে। চালকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কথা বলব।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক সজলকুমার মণ্ডল জানান, 'টোটোকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য সরকার পলিসি নিয়েছে। যাতে রুট ভাগ করে টোটোগুলি চালানো যায়। পুরো বিষয়টি আন্ডার প্রসেসে আছে।'

৫১ কোটির বাজেট গাজোলে

গাজোল, ২০ ফেব্রুয়ারি : গাজোল ব্লকের সার্বিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ রেখে ৫১ কোটি টাকার বাজেট পেশ করল গাজোল পঞ্চায়েত সমিতি। গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন বলেন,'পঞ্চায়েত সমিতির ২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য আজ ৫১ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। বাজেটে গাজোল ব্লকের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, রাস্তাঘাট, আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মহিলা স্বনির্ভর দলগুলির উন্নয়নের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে।'

পড়ুয়াদের পুরস্কার

পতিরাম, ২০ ফেব্রুয়ারি : অঙ্কে দুর্বলতা নির্ণায়ক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য পতিরাম এলাকার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের পুরস্কৃত করা হল বৃহস্পতিবার। এদিন বিকেলে পতিরাম প্রাথমিক স্কুলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

রক্তদান

বালুরঘাট, ২০ ফেব্রুয়ারি : রক্তদানের মাধ্যমে জেলার অন্যতম ক্রীড়া সংগঠক অরূপ রঞ্জন ভট্টাচার্যের দশম প্রয়াণ দিবস পালিত হল বালুরঘাটে। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে এবং পথের দিশা ও ফিবডো সংস্থার যৌথ উদ্যোগে বালুরঘাট স্টেডিয়ামের অপু শিশির সভাকক্ষে রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়েছে। যেখানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৩ জন রক্তদাতা রক্তদান করেছেন।

লড়াইয়ের ইতি

বালুরঘাট, ২০ ফেব্রুয়ারি : প্রায় ৪৮ দিনের লড়াইয়ের ইতি হল। বুধবার রাতে বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল লক্ষ্মীরানি মণ্ডল নামে এক মহিলার। মৃত মহিলার বাড়ি হিলি থানার মস্তাপুরে। বাপের বাড়ি বালুরঘাটের ঘুঘুডাঙা এলাকায়। ২ জানুয়ারি দুধ গরম করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন লক্ষ্মীদেবী। বিষয়টি নজরে আসতেই আগুন নিভিয়ে পরিবারের লোকজন তাঁকে বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে। ৪৮ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর অবশেষে বুধবার রাতে তিনি মারা যান।

মাছ চাষে শিবির

বুনিয়াদপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : বিজ্ঞানসম্মতভাবে পোনা ও জিওল মাছ চাষের প্রশিক্ষণ শিবির হল বংশীহারীতে। তিন দিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে পঞ্চায়েত এলাকার ৩০ জন বেনেফিশিয়ারি অংশগ্রহণ করেন। বৃহস্পতিবার ছিল প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিন। বিজ্ঞানসম্মতভাবে পোনা ও জিওল মাছ কীভাবে অল্প সময়ে চাষ করে অধিক মুনাফা করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

প্রশিক্ষণ

রায়গঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে এবং ন্যাশনাল লাইভস্টক মিশনের আওতায় বৃহস্পতিবার দুপুরে রায়গঞ্জের ক্যারিটাস হলে অনুষ্ঠিত হল একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির এবং সশক্তিকরণ কর্মসূচি। রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, করণদিঘি, কালিয়াগঞ্জ এবং ইটাহারের এগিয়ে থাকা ৫০ গাভি পালকদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

পোনা বিলি

কালিয়াচক, ২০ ফেব্রুয়ারি : এলাকায় মাছের উৎপাদন বাড়াতে ও মাছচাষিদের উৎসাহ দিতে কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে শিঙি মাছের পোনা বিলি করা হল। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে বেশ কয়েকজন বেনেফিশিয়ারির হাতে প্রায় ছয় কেজি করে মাছের পোনা তুলে দেওয়া হয়।

শৈশবের খেলা...। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটের কুরমাইল গ্রামে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার।

বেনিয়মের অভিযোগে দুটি সারের দোকান সিল

চাঁচল,২০ ফেব্রুয়ারি : দোকান চলছে। কিন্তু কীটনাশক বিক্রির কোনও শংসাপত্র নেই। এমনকি রাসায়নিক সার বিক্রির কোনও হিসেবও মেলেনি। এমন অভিযোগে চাঁচল ১ ব্লকের দুটি দোকান সিল করল কৃষি দপ্তর ও ব্লক প্রশাসন। শোকজ করা হয়েছে দোকান মালিকদেরও।

চলতি মাসেই গাজোলে একটি রাসায়নিক সারের দোকানে হানা দিয়েছিলেন মালদার জেলা শাসক। কালোবাজারির অভিযোগে দোকানটি সিল করে দেওয়া হয়। তারপরেও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের দোকানগুলিতে অনিয়ম চলছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠছিল। সার ও কীটনাশকের কালোবাজারি বন্ধ করতে বৃহস্পতিবার চাঁচল ১ ব্লক প্রশাসন ও কৃষি দপ্তর যৌথভাবে অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালীন বিডিও থিনলে ফুন্টসেক ভুটিয়া ও সহ কৃষি অধিকর্তা দীপঙ্কর দেব ছাড়াও প্রশাসনের একাধিক কর্তা ও কর্মী ছিলেন। একাধিক দোকানে তাঁরা হানা দেন। শিহিপুর ও শীতলপুরে দুটি সারের দোকানে অনিয়ম ধরেন প্রশাসনিক কর্তারা।

কৃষি অধিকর্তা দীপঙ্কর দেব বলেন,'আজ আমরা বিভিন্ন সারের দোকানে রুটিন ভিজিট করেছি। বেনিয়মের কারণে দুটি দোকান সিল করা হয়েছে।'

মালদাকে 'সি' শিল্প জোনের অন্তর্ভুক্তির দাবি

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ২০ ফেব্রুয়ারি : ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ছোট শিল্পদ্যোগীদের নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে উৎসাহ দিতে মালদাকে ডি শিল্প জোনের পরিবর্তে সি শিল্প জোনের অন্তর্ভুক্তির দাবিতে সরব হয়েছে মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি।

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি উজ্জ্বল সাহার বক্তব্য, 'ক্ষুদ্র মাঝারি ও ছোট শিল্পে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। যে সমস্ত জেলা সরকার নির্ধারিত ডি শিল্প জোনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেখানে শিল্পদ্যোগীদের ভরতুকি সি শিল্প জোনের অন্তর্ভুক্ত শিল্পদ্যোগীদের থেকে অনেকটাই বেশি।'

বিভাগীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী তজমুল হোসেন জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী বরাবর এমএসএমই ক্ষেত্রে শিল্পদ্যোগীদের সমস্ত ধরনের সুযোগসুবিধা প্রদান এবং সহযোগিতা করে আসছে। মালদার এই দাবির বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং বিভাগীয় মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার সঙ্গে আলোচনা করব।'

জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া জানান, 'মালদাকে সি শিল্প জোনে আনার ব্যাপারে সিনার্জিতে আলোচনা হয়েছে। আমরা এই ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।' সংগঠনের সভাপতির বক্তব্য, 'আগামী ১ এপ্রিল থেকে নতুন করে শিল্পের জোন নির্ধারিত হবে। এবার অন্তত মালদাকে যাতে সি শিল্প জোনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় তার জন্য সরব হয়েছি। এটি ফলপ্রসূ হলে মালদায় শিল্প বাড়বে।'

২১ জনের জেলা কমিটি

পতিরাম, ২০ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্মেলন শেষ হল বৃহস্পতিবার। বালুরঘাট ব্লকের খাঁপুর হাইস্কুলে দুইদিন ধরে এই সম্মেলন চলে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন এই কর্মসূচিতে। সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার পর ২১ জনের জেলা কমিটি গঠন করা হয়। জেলা কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হন অসীম সরকার ও সম্পাদক হয়েছেন নকুল বর্মন। ২৭তম এই জেলা সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির নেতা বাসু আচারিয়া, জেলা কমিটির নেতা অসীম সরকার, ভাতৃপ্রতিম সংগঠনের তরফে অমিত সরকার সহ আরও অনেকে।

তরুণকে 'মারধর'

বুনিয়াদপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : পিকনিকের আসরে এক যুবককে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ উঠল তিনজনের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, প্রতিবাদ করায় ওই যুবককে লোহার রড দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসার জন্য তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বংশীহারীর নান্দুরা গ্রামে। ঘটনার পর বংশীহারী থানায় লিখিত অভিযোগ করেন আক্রান্ত তরুণের বাবা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কর আদায়কারীদের প্রতিবাদ

বালুরঘাট, ২০ ফেব্রুয়ারি : পঞ্চায়েতে কর আদায়কারীদের মাসিক ভাতা মাত্র ৭৫০ টাকা। যার জেরে বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে সোচ্চার হলেন কর্মীরা। প্রশাসনিক নির্যাতন বন্ধ করা ও কর আদায়কারীদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ তুলে সরব হল ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কর আদায়কারীরা। এদিন পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতি সমূহের যৌথ কমিটির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার তরফে একাধিক বিষয় নিয়ে জেলা শাসকের দ্বারস্থ হলেন কর্মীরা। সংগঠনের তরফে মাসিক ২১ হাজার টাকা বেতন দেওয়া সহ একাধিক দাবি তুলে ধরা হয়েছে।

ঠিকানা হারাল কালিয়াগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কার্যালয়

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : ঠিকানা হারাল কালিয়াগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কার্যালয়। মৌখিক চুক্তিতে দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত মোটর মালিক ও শ্রমিক যুক্ত চেইন কমিটির ঘর ছাড়তে হল। পরবর্তী স্থায়ী ঠিকানা কোথায়? জানেন না খোদ তৃণমূল নেতারাও। বিধানসভা নির্বাচনের প্রায় এক বছর আগে কোথায় হবে সাংগঠনিক কর্মসূচি-মিটিং, তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত জোড়া ফুলের নেতারা।

কালিয়াগঞ্জ স্টেশন রোডের আবাসিকা ভবন সংলগ্ন মোটর মালিক ও শ্রমিক যুক্ত চেইন কমিটির একতলা পাকা বিল্ডিং। গত পঞ্চায়েত ভোটের আগ থেকে এই বিল্ডিং ব্যবহার করত কালিয়াগঞ্জ ব্লক তৃণমূল সংগঠন। কিন্তু, এ বছর ১৭ ফেব্রুয়ারির পর থেকেই হঠাৎ উধাও হয়ে যায় ব্লক পার্টি অফিসের ব্যানার, পতাকা। আচমকা তৃণমূলের পতাকা, ব্যানার সরতেই প্রশ্ন জাগে আমজনতার মনে।

অবশ্য, কালিয়াগঞ্জ ব্লক তৃণমূল সভাপতি নিতাই বৈশ্য জানালেন, 'এখন শহর তৃণমূল কার্যালয়ে সাময়িকভাবে দলের কাজকর্ম করার জন্য শহর তৃণমূল সভাপতির সঙ্গে কথা হয়েছে। মোটর মালিক ও শ্রমিক যুক্ত চেইন কমিটির ঘরটি বহু অর্থ খরচ করে মেরামত করেছিলাম। কিন্তু, নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার জন্যই বিল্ডিংটি ছাড়তে হল। খুব শীঘ্রই স্বতন্ত্র স্থায়ী কার্যালয় দরকার। আশা করি দ্রুত সে জায়গায় আমরা পৌঁছে যাব।' কালিয়াগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি সজল সাহার বক্তব্য, 'লোকসভা নির্বাচনের পরে ঘরটি ছেড়ে দেওয়ার চুক্তি ছিল। সেইমতো তা কার্যকর হয়েছে।'

উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যানের গড় কালিয়াগঞ্জে আজ কার্যত ব্লক তৃণমূলের স্থায়ী কার্যালয় নেই। শহর তৃণমূল কার্যালয়েই ব্লক অফিস চলবে। আসলে, ব্লক অথবা শহর তৃণমূলের পাখির চোখ একটাই, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কালিয়াগঞ্জের মাটিতে জোড়া ফুলের জয়জয়কার।

তরুণের ঝুলন্ত দেহ

গঙ্গারামপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু গঙ্গারামপুরে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম জগন্নাথ দাস (৩১)। গঙ্গারামপুর থানার নয়াবাজার দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা জগন্নাথ দাস। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। পরিবারের লোকজন বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে চিকিৎসা করিয়েছেন। এতে মানসিক অবসাদে ভুগছিল সে। বৃহস্পতিবার ভোরে বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দুরত্বে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে সে। সকালে বিষয়টি নজরে আসলে পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল নিয়ে আসে। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানিয়ে দেয়। এদিন গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায়।

মাদক ও অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার দুই

কালিয়াচক, ২০ ফেব্রুয়ারি : ফের ব্রাউন সুগার ও আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। বাড়ি ঘিরে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ৫৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার ছাড়াও একটি রাইফেলের ম্যাগজিন ও ৮ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে।

ধৃত দুইজনের নাম সমীর মণ্ডল(৩৮)ও বিফল মণ্ডল (৩০)। কালিয়াচকের জালুয়াবাধাল গ্রাম পঞ্চায়েতের মল্লিকপাড়া এলাকায় তাদের বাড়ি। বিশেষ সূত্রে জানতে পেরে পুলিশ মল্লিকপাড়ায় সমীর মণ্ডলের বাড়িতে হানা দেয়। তার বাড়ি থেকেই ব্রাউন সুগার ও অস্ত্র পাওয়া যায়। এরপরেই পুলিশ দুইজনকে গ্রেপ্তার করে।

কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়সাল রেজা বলেন, 'এই কার্তুজ, ম্যাগজিন ও ব্রাউন সুগার কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, কোথায় বিক্রি করা হত। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু

মালদা, ২০ ফেব্রুয়ারি : চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম প্রাঞ্জল গড়(৪০)। বাড়ি অসমের সোনিতপুরের বালিপাড়া এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে আদিনা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যান প্রাঞ্জল। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই বুধবার রাতে তিনি মারা যান। মৃতদেহটি ময়নতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। ঘটনার ভিত্তিতে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। কীভাবে ওই ব্যক্তি চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গেলেন, সেই বিষয়টিও পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

প্রৌঢ়ের বিষপান

মালদা, ২০ ফেব্রুয়ারি : এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রতুয়া থানার বিনাপাড়া এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম সুনীল মণ্ডল(৫৪)। বিষপান করে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে পরিবারের দাবি। তবে কেন তিনি এই ঘটনা ঘটালেন, তা নিয়ে সকলেই ধোঁয়াশায় রয়েছেন।

ওয়ার্ক আউট

বালুরঘাট, ২০ ফেব্রুয়ারি : বিভিন্ন দাবিতে বৃহস্পতিবার এক ঘণ্টার ওয়ার্ক আউট পালন করল সারা ভারত বিমা কর্মচারী সমিতির সদস্যরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এলআইসিতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। অল ইন্ডিয়া ইনসুরেন্স এমপ্লয়ি অ্যাসোসিয়েশনের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। বালুরঘাট নয়, গোটা দেশজুড়ে এই কর্মসূচি করা হচ্ছে।

সংবর্ধনা

বালুরঘাট, ২০ ফেব্রুয়ারি : রনজি ক্রিকেটের অভিষেক ম্যাচে দুর্দান্ত সাফল্য পাওয়া বালুরঘাটের ভূমিপুত্র সুমিত মহন্তকে সংবর্ধনা জানাল যাত্রিক ক্লাব কর্তৃপক্ষ। বুধবার সন্ধ্যায় ক্লাবের পাশে মঞ্চ গড়ে সুমিতকে সংবর্ধিত করেছে ক্লাব।

হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোয় বাড়ছে মৃত্যু

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, হরিরামপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি: কোনও প্রতিযোগিতার আসর নেই। অথচ পাকা রাস্তায় উঠলে হটাৎ করে কিছু বাইকের গতি দেখে মনে হতেই পারে বাইক প্রতিযোগী ছুটছেন। যেকোনও সময় ঘাড়ের উপর এসে পড়তে পারে। যেমনটা হয়েছিল গত জানুয়ারি মাসে। সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন এক দম্পতি। কুশমণ্ডি থানার কালিকামরা মোড়ের কাছে দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা বাইকের ধাক্কায় দুজনেই ছিটকে পড়েন। বাড়ি ফেরা বদলে তাঁদের শ্মশানযাত্রা হয়। বেলাগাম বাইক দুর্ঘটনার একটা উদাহরণ মাত্র। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষপর্যন্ত নির্দিষ্ট এই বিষয়টি নিয়েই আলাদা করে বৈঠক করতে হল ব্লক প্রশাসনকে।

বাইকচালকদের বাগে আনতে পুলিশের পক্ষ থেকে লাগাতার সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। হিন্দি ফিল্মের কায়দায় সবকিছুই যেন ফুড়ুত করে উড়িয়ে দিয়ে ছুটে চলে যায় বাইক। এইভাবেই গতবছর হরিরামপুর থানা এলাকার চার কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। সকলের বয়স ২০ থেকে ২৬ বছর। কুশমণ্ডি ব্লকেও একই চিত্র। গত তিন মাসে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুইজনের। হরিরামপুর থানার আইসি অভিষেক তালুকদার জানিয়েছেন, বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনাগুলোতে দেখা গিয়েছে, হেলমেট না পরাটাই অন্যতম কারণ। তবে অনিয়ন্ত্রিত গতিতে চলা বাইকের ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যু ঘটার উদাহরণও আছে বলে জানান কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা। ভাঙাচোরা রাস্তায় পড়ে গিয়ে বাইক দুর্ঘটনার খবর ইদানীং কম। আবার হঠাৎ করে বাইকের সামনে ছাগল, গোরু, কুকুর চলে এসে দুর্ঘটনার সংখ্যা অজস্র। সেসব ক্ষেত্রেও অধিকাংশ দুর্ঘটনার কারণ দ্রুতগতিতে থাকার জন্য বাইক নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা। দশ নম্বর রাজ্য সড়ক সংলগ্ন কুশমণ্ডি ব্লকের নরুল্লাকুড়ি, হাড়াহাড় দুর্ঘটনাপ্রবন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে প্রশাসন। এছাড়া মহিপাল চৌরঙ্গি, মহিষবাথান, ঊষাহরণ,

হরিরামপুর ব্লকের নাহিট, ধুমসাদিঘি মোড়, কুন্দনা মোড়ে অহরহ দুর্ঘটনা ঘটছে। কুশমণ্ডি হাসপাতাল সূত্রে খবর, সড়ক দুর্ঘটনার যত কেস আসে তার মধ্যে বড় অংশই বাইক দুর্ঘটনার।

কিন্তু কীভাবে নিয়ন্ত্রণ হবে বাইক দুর্ঘটনা? এর সঠিক উত্তর নেই কোথাও।

বিজ্ঞানকর্মী রঞ্জিত নিয়োগী বলেন, এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে পুলিশ। হেলমেট না পরা সহ ট্রাফিক আইন সার্বিকভাবে মানার বিষয়টি কঠোরভাবে মানাটা নিশ্চিত করতে হবে।' সমাজকর্মী তথা প্রবীণ শিল্পী গোপাল সরকারের মত, ট্রাফিক আইন ভাঙলে সব ক্ষেত্রেই আইনানুগ ব্যাবস্থা নিতে হবে। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও উচিত হেলমেটহীন বাইকচালক দেখলেই প্রতিবাদ করা।

বিডিও নয়না দে জানান, মূলত বাইক দুর্ঘটনা কমাতে পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলোকে নিয়ে সোমবার বৈঠকে বসে বেশকিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবার থেকে হেলমেট না পরে বাইক চালালে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

'দুয়ারে প্রধান' কর্মসূচি বাঙ্গালবাড়ি পঞ্চায়েতে

হেমতাবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি : গ্রামবাসীর দুয়ারে পৌঁছে বাসিন্দাদের অভাব অভিযোগ শোনার উদ্যোগ নিল বাঙ্গালবাড়ি পঞ্চায়েত। হেমতাবাদ ব্লকের এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ জনপ্রতিনিধিরা ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছাতে শুরু করেছেন।

বাঙ্গালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নায়লা আরজুমান বানু বলেন, 'প্রতি শনি ও রবিবার করে দুয়ারে প্রধান কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। গত সপ্তাহে আমি ও আমার জনপ্রতিনিধিরা গুঠিন নুরপুরের বিভিন্ন বাসিন্দাদের বাড়িতে গিয়েছি। তাঁরা সরকারি সমস্ত সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন কি না, এলাকার বাসিন্দারা কি চাইছেন সেই বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছি। রাস্তা, আলো, বিশ্রাম ঘর, সাইকেল সেড এর দাবি এসেছে বাসিন্দাদের থেকে।'

স্থানীয় বুবুল কুণ্ডু বলেন,

সমস্যা শুনতে বাড়ি বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত

'আমাদের উত্তর নুরপুর শ্মশানে প্রতিক্ষালয় নেই। প্রধানকে আবেদন করেছি প্রতিক্ষালয় তৈরি করার জন্য।'

নুরপুরের বাসিন্দা তপন চাকি বলেন, 'আমাদের গ্রামের রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা নেই। তাই প্রধান উপপ্রধানকে আবেদন জানিয়েছি দাবি পূর্ণ করার।'

বাঙ্গালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আশিক নাওয়াজ বলেন, 'গ্রামের বাসিন্দাদের পরিষেবা দিতেই আমরা জনপ্রতিনিধি হয়েছি। কিছু এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের দাবি পঞ্চায়েতে এসে বললেও অনেকেই দপ্তরে আসছে না। তাই আমরা প্রতিটি বাসিন্দার বাড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছি।'

প্রধান বলেন, 'আমরা বাসিন্দাদের দাবি শুনে তা পূরণ করতেই দুয়ারে প্রধান কর্মসূচি করছি। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি নোট করছি। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে যা করার করে দেওয়া হবে। বেশি অর্থ প্রয়োজন হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

মা-বাবার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে স্কুলের উদ্যোগে সেলফি জোন

পড়ুয়াদের নিয়ে ছবি তুলছেন শিক্ষিকা। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জে তোলা সংবাদচিত্র।

রায়গঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : বর্তমান সমাজে মা-বাবার সঙ্গে ক্যারিয়ারমুখী সন্তানের সম্পর্ক কেমন, তার একটা প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল নচিকেতার 'বৃদ্ধাশ্রম' গানে। এবারে সেই ছবি বদলানোর উদ্যোগ নিল রায়গঞ্জের ভূপালচন্দ্র বিদ্যাপীঠ। মা-বাবার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসা শেখাতে স্কুল ক্যাম্পাসে তৈরি হল 'আই লাভ মাই প্যারেন্টস' লেখা সেলফি জোন। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বাবা-মায়ের সঙ্গেও ছবি তুলতে পারবে। এর মধ্যে দিয়ে তাঁদের সম্মান জানানোর বার্তা দেওয়া হবে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল গোস্বামী মনে করেন, পড়ুয়াদের জন্য শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রছাত্রীরা শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল করলেই হবে না, তারা যেন ভালো মানুষ হয়ে ওঠে। এই সেলফি জোন সেই মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে বলে প্রধান শিক্ষকের বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'বাবা-মা যেহেতু সন্তানের প্রথম শিক্ষক, তাই তাঁদেরকে সম্মানিত করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তাঁদের থেকেই পারিবারিক শিক্ষা শুরু হয়। তাঁদের প্রতি সারাজীবন যদি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বজায় থাকে, সেই নীতিশিক্ষা দিতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকদের মতে, বর্তমান সমাজে মূল্যবোধ, নৈতিকতার অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকেই পড়াশোনা করে চাকরি পাচ্ছে, কিন্তু মানুষ হচ্ছে না। তাই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য প্রতিটি ছাত্র ও ছাত্রীকে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অভিভাবকরাও। স্থানীয় বাসিন্দা তথা অভিভাবক সরিফুল আলির মতে, 'শিক্ষার্থীদের কাছে এই উদ্যোগ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। স্মার্ট ক্লাসরুমে আনন্দের সঙ্গে পাঠ নেওয়ার পাশাপাশি পড়ুয়ারা এখন নিজেদের পরিবারকেও গুরুত্ব দিতে শিখছে।'

বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি পলাশ রায়ের মতে, 'বর্তমান সময়ে মোবাইল-নির্ভর প্রজন্মের মধ্যে পারিবারিক সংযোগ কিছুটা কমে যাচ্ছে। স্কুলের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে এক ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।'

এই অভিনব উদ্যোগ শুধুমাত্র রায়গঞ্জেই নয়, রাজ্যের অন্যান্য স্কুলগুলিতেও চালু করার দাবি উঠতে শুরু করেছে। পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে মূল্যবোধের এই মেলবন্ধন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলেই আশাবাদী সকলে। স্কুলে সেলফি জোন চালু হওয়ায় খুশি পড়ুয়ারা।

वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
सत्यमेव जयते

কৃষিক্ষেত্রকে বিকশিত করছে

केन्द्रीय बजट 2025-2026

অগ্রগতির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে অন্নদাতা

কৃষকদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ, যা আত্মনির্ভর ও উন্নত ভারতের পথ সুগম করছে

১০০টি জেলার উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পিএম ধন ধান্য কৃষি যোজনা, উপকৃত হচ্ছেন ১.৭ কোটি কৃষক

কিষান ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি)-এ ঋণের সীমা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি, উপকৃত হচ্ছেন ৭.৭ কোটি মৎস্যজীবী, কৃষক এবং ডেয়ারি চাষি

রপ্তানি শুল্ক কমিয়ে ভারতের সামুদ্রিক খাদ্য ব্যবসা ও মৎস্যজীবীদের উন্নতি। হিমায়িত মাছের পেস্টের বহিঃশুল্ক ৩০% থেকে কমিয়ে ৫% এবং মৎস্য হাইড্রোলাইসেট-এর কর ১৫% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে

স্থানীয় কৃষির বিকাশ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে সর্বাত্মক গ্রামীণ সমৃদ্ধি ও সহনশীলতা কর্মসূচি; প্রয়োজনীয়তা নয়, পছন্দ অনুযায়ী স্থানান্তর (১০০টি কৃষি-জেলায় সূচনা

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সদস্য এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষের ঋণের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে ‘গ্রামীণ ক্রেডিট স্কোর’ কাঠামোর সৃষ্টি

অড়হর, বিউলি এবং মশুর ডালের উপর বিশেষ গুরুত্ব সহ ডালে স্বনির্ভরতা অর্জনে আত্মনির্ভরতা মিশন চালু

CBC 15201/13/0011/2425

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৭৩ সংখ্যা, শুক্রবার, ৮ ফাল্গুন ১৪৩১

শিকড় ওপড়ানোর গর্জন

আমার আমিকে সত্যিই কি এই বাংলায় খুঁজে পাচ্ছি আমরা? বাংলা ভাষার মাঝে সীমানার কাঁটাতার দূরত্ব তৈরি করেছে অনেকদিন। এখন চড়া বিভেদের সুর বাংলা ভাষায়। গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা... সেই মা যেন বিভাজিত। দুই বাংলায় বাঙালিও যেন ভিন্ন। একই আকাশের নীচে বাতাসে ভাসছে ঘৃণা। ভাষা দিবসে খণ্ডিত বাঙালি। রাষ্ট্রীয় কূটনীতি, সংকীর্ণ দলীয় নীতি ইত্যাদি যেন সমস্বরে গাইতে 'আমি বাংলায় গান গাই' বাধা দিচ্ছে।

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গানের মর্মার্থকে যেন প্রতিপদে ব্যঙ্গ করছে বাস্তব পরিস্থিতি। উত্তরবঙ্গের ওপারে বাংলাদেশের লালমণিরহাটে দু'দিন আগে সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে বাঙালির বিভেদের বার্তা উচ্চারিত হল। তিস্তার জলের সুষ্ঠু বণ্টনের দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার মেগা ইভেন্টের পরতে পরতে ছিল এপার বাংলার প্রতি ঘৃণার বর্ষণ। জলবণ্টনের মতো বিষয় আসলে দুই দেশের কূটনৈতিক স্তরের বিষয়। কিন্তু সেটা দুই বাংলায় ঢেলে দিচ্ছে বিভেদের বিষ।

তিস্তা নিয়ে কত গান, কবিতা, রোমান্টিকতা দুই বাংলায়। দু'দেশেই তিস্তাকে ঘিরে লালিত, সংরক্ষিত রাজবংশী সংস্কৃতি। সেই তিস্তার জলের ভাগাভাগির দাবি উভয় দেশের রাজবংশী সমাজেও অনৈক্যের বীজ পুঁতে দিল। নদী কোনও দেশের হয় না। নদী কোনও রাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক সীমারেখা মেনে চলে না। নদী আপনবেগে যে যে দেশে বয়ে যায়, সেই সেই দেশের মানুষের সমান অধিকার সেই নদীতে।

এই চিরকালীন সত্যকে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে উগ্র জাতীয়তাবাদের স্লোগানে। অনেক বাধা অগ্রাহ্য করে একসময় গঙ্গার জল নিয়ে চুক্তি হয়েছিল। যে চুক্তির শর্ত, নিয়মাবলি পরিস্থিতি বদলের নিরিখে আর পালটানো হয়নি। পুনর্নবীকরণ পর্যন্ত হয়নি। এখন তিস্তা হয়ে উঠেছে বিরোধের নতুন ফ্রন্ট। যেখানে যুযুধান দুই পক্ষের মুখের ভাষা বাংলা। আত্রেয়ী নদী বাংলাদেশ ছুঁয়ে ফের ভারতে আসার আগে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়ে বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের কারণে।

তিস্তার মতো আত্রেয়ীর জলেও তাই বাঙালির বিভেদের স্রোত ভাষা দিবসে আরও প্রবল বেগে বইছে। এক ভাষা, কিন্তু এক প্রাণ না হওয়ার বেদনা নীল করে দিচ্ছে বাঙালিকে। ভাষা দিবসের আন্তর্জাতিক আহ্বান ধাক্কা খাচ্ছে জাতীয়তাবাদের নামে তৈরি করা মিথ্যার দেওয়ালে। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে 'বাংলা আমার জীবনানন্দ' আর একসঙ্গে গাইতে পারছে না দুই বাংলা। বরং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হল থেকে জীবনানন্দের নাম মুছে দেওয়া হল ভাষা দিবসের ক'দিন আগেই।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বদলের দাবি উঠছে রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের হিন্দু পরিচয়ের কারণে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কী হতে পারে! বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সাধক তসলিমা নাসরিনকে এই বাংলায় ঠাঁই দেয় না কোনও শাসক। ধর্মীয় ভোটব্যাংক মজবুত রাখতে দুই বাংলাই তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখে। ভাষা দিবসের আগে ওপার বাংলায় কোতলের হুমকি শোনানো হয় তসলিমাকে।

রাষ্ট্রীয় কূটনীতি, রাজনৈতিক সংকীর্ণতার বেড়াজালে বাঙালির এই ভেদাভেদ বিপন্ন করে তুলছে বাংলাকে। তার ওপর রয়েছে ইংরেজিমাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে পড়ানোর হুজুগে বাংলার প্রতি অবহেলা। বাংলাচর্চার পথ রুদ্ধ করে মুখ বুজে ইংরেজি শেখার ইঁদুর দৌড়ে নেমেছে নবীন বাঙালিরা। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী চর্চার পরিসরে অবশ্য বাংলার পাশাপাশি তখনকার প্রজন্মকে ইংরেজিতে শিক্ষিত করে তুলেছিল।

বিভেদের সংকীর্ণতায় সেই ঐতিহাসিক সত্যকেও আমরা ভুলে যাই। যাতে মিথ্যা হয়ে যায় অমর একুশের স্লোগানের মাহাত্ম্য, বাঙালির গর্ব। 'গর্বের সঙ্গে বলো আমি হিন্দু' ডাকে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় গর্বের সঙ্গে নিজেকে বাঙালি বলার আত্মবিশ্বাস। সেইসঙ্গে অন্য ভাষাকে মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে যাওয়ার প্রবণতায় ছন্দপতন ঘটাচ্ছে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের মূল সুরে। বাংলা সহ নানা ভাষার আকাশে অনাকাঙ্ক্ষিত কালো মেঘে শিকড় উপড়ে ফেলার গর্জন শোনা যাচ্ছে।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছে। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন।

– শ্রীশ্রী রবি শংকর

বাংলা ভাষা রক্ষায় বাংলাদেশই এগিয়ে

গুগলে বাংলায় অনুবাদ করলে জলের বদলে 'পানি' পাবেন, প্রাতরাশের বদলে 'নাস্তা', কখনও বাবার বদলে 'আব্বা'।

সেবন্তী ঘোষ

শুনতে একটু তেতো লাগলেও পৃথিবীতে বাংলাভাষী বলতে এখনও বাংলাদেশের কথাই লোকে ভাবে। কমনওয়েলথের যে সাহিত্য পুরস্কার তাতে বাংলা লেখার বিচারক হিসেবে বাংলাদেশের লেখকরা ঠাঁই পান। পুরস্কারও যায় তাঁদের দেশের লেখকদের ঝুলিতে।

সুইডেনের এক বাংলা কবিতার সংকলনে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বাংলা ভাষার কবিদের নাম না দেখে সংকলক, সম্পাদক সুইডিশ কবিকে প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তর পেয়েছিলাম, 'টেগোর ছিলেন অবিভক্ত ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের কবি। তারপর তো বাংলা ভাষার লেখক মানেই বাংলাদেশের'। একে স্বল্প জ্ঞানী বলে উড়িয়ে দিতে পারি কিন্তু কঠোর সত্য থেকে চোখ ফেরাতে পারি না।

কম্পিউটারে বাংলা ফন্টগুলির প্রাথমিক ও সফল আবিষ্কর্তা বাংলাদেশিরা। গুগলে বাংলায় অনুবাদ করতে গেলে জলের বদলে আপনি 'পানি' পাবেন, প্রাতরাশের বদলে, 'নাস্তা' কখনও বাবার বদলে 'আব্বা'। সেই সংখ্যাগুরু বাংলাভাষী দেশ বাংলাদেশে, এখন আমূল রাজনৈতিক ও সামাজিক পটপরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। দেশটা যেন একাত্তর পূর্বের উর্দুভাষী, বাংলা ও বাঙালি বিরোধী পাকিস্তানের অংশ হতে চাইছে। তীব্র ভারত বিরোধিতার সুর সোশ্যাল মিডিয়ায় অকথ্য গালিগালাজে আছড়ে পড়ছে।

কিন্তু রাজনীতি এখন আগের মতো সাদা-কালোয় বিভাজিত নয় বলেই সরল সমীকরণে আপনি কোনওভাবেই পৌঁছাতে পারবেন না। যেমন বাংলাদেশে গত মঙ্গলবার মানে ১৮ ফেব্রুয়ারিতে, সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সহ সব প্রতিষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দেশ এসেছে, যথাযথ সম্মানের সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারি, ভাষা দিবস পালন করতে হবে। মোটেই উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার কথা বলা নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলাদেশের এক বিখ্যাত লেখকের বিশ্লেষণ, 'বলা যেতে পারে অধুনা প্রভাবশালী জামায়াতের অন্যতম প্রধান গোলাম আজম ভাষা আন্দোলনে জেল খেটেছেন বলেই বাংলা ভাষাময় একুশে ফেব্রুয়ারি তাদের অ্যাজেন্ডায় ব্রাত্য নয়।'

যে জামায়াতের আমির পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার জমানায় জেলে গিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকার কিন্তু এখনও তাঁকে জেল মুক্ত করেননি। গতকাল আর একটি ফরমান নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আইন আদালতে ইংরেজ আমল থেকে চলে আসা যে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার, সেটিকে তুলে ফেলতে হবে। আদালতে রায়ের পরেও উপেক্ষিত বাংলা এই নিয়ে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করা হয়েছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী সাইনবোর্ড বিলবোর্ড ব্যানার গাড়ির নম্বর প্লেট বাংলায় লিখতে হবে, একইভাবে সব দপ্তরের নাম ফলক মিশ্র ভাষায় না লিখে বাংলায় লেখার নির্দেশনা আছে। সিটি কর্পোরেশন যেন এই বিষয়ে তৎপর থাকে, অবহেলা না করে, এমন উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

এবার মনে মনে একটা প্রশ্ন তৈরি হয় কট্টরপন্থীদের বাংলা ভাষার প্রতি এই মমত্ব কি এই কারণে যে, তাদের মধ্যে নতুন করে উর্দু শেখার আলস্য বা মেধার জড়তার অভাব? এক অধ্যাপক সঙ্গে সঙ্গে শুধরে দিয়ে বললেন, 'মোটেও এমনটা ভাববেন না, কট্টরপন্থীদের নতুন প্রজন্ম অশিক্ষিত। তাদের অনেকেই বিদেশে উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু তাদের সমস্যা যে তারা বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চমানের প্রযুক্তিবিদ হয়ে ফিরছে, ভাষা, সাহিত্য ইতিহাস নিয়ে তারা চর্চা করেনি, ফলে 'লিবারেল' হতে গেলে তাদের যে পড়াশোনার দরকার সেটির অভাব আছে।'

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ : ঢাকা কলা ভবনে ১৪৪ ধারা ভাঙার ঠিক আগে। ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩ : প্রভাতফেরিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

এঁদের বিষয়ে বলতে গেলে নজরুলের 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাটি মনে পড়বে আপনাদের, 'আমপারা' অর্থাৎ কোরানের প্রারম্ভিক ও সংক্ষিপ্ত অংশটি পড়েই নিজেদের ধর্মজ্ঞানী মনে করেন যাঁরা, তাঁরাই যখন রাষ্ট্রযন্ত্রের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠেন তখন এমনই অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

এই গেল প্রতিবেশী বাংলাভাষী রাষ্ট্রের কথা। নিজের দেশে বরাক উপত্যকা বা উত্তর-পূর্বে বাংলা ভাষার দৈনন্দিন চর্চা বাড়িতে নিজেদের কথাবার্তায় মধ্যে সীমিত হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। কারণটি এই যে, সরকারি কাজে ব্যবহার না থাকলে সে ভাষার গুরুত্ব কমে যায়। যেভাবে কেন্দ্রীয় বোর্ডের আওতাধীন হয়ে দিল্লির বিখ্যাত বাংলা স্কুলগুলিতে বাংলা হয়ে গিয়েছে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা।

দিল্লির সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতিশী মারলেনা, যাঁর স্বনির্বাচিত পদবির মধ্যে মার্কস ও লেনিনের অর্ধাংশ ঢুকে আছে, তিনি শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন এই বাংলা স্কুলগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটে। এর ফলে বাংলা স্কুলগুলি একভাবে বেঁচে যায়। একেবারে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচতে মন্দের ভালো হয়ে, দ্বিতীয় ভাষা, তৃতীয় ভাষায় নেমে এল বাংলা। দুঃখের বিষয় আমার পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার দৈনন্দিন ব্যবহার এর চেয়ে থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। তথাকথিত দুটি উচ্চশিক্ষিত মানুষ নিজেদের মধ্যে কথা বলেন ইংরেজিতে।

একজন বড় মাপের উকিলের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি উত্তর দেন ইংরেজিতে, মেসেজের উত্তর দেন ইংরেজিতে। ডাক্তার থেকে ইঞ্জিনিয়ার যত উঁচু ডিগ্রি, যত উঁচু প্রতিষ্ঠা তত তিনি ইংরেজি বলেন এবং লেখেন। বাঙালি অভিভাবক বেসরকারি স্কুলগুলিতে কোন অলৌকিক যুক্তি ভাবনায় হিন্দিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে নির্বাচন করেন, আপনার বোধগম্য হবে না। এই পশ্চিমবঙ্গেই বাংলা পক্ষের মতো জোরালো পক্ষ থাকার পরেও কোনও কোনও বেসরকারি স্কুলে এগারো বারোতে বাংলার অপশন রাখা হয় না। সেই সব স্কুলে আবার ঘটা করে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়। তাতে ইংরেজিতে ভাষণ দেওয়া হয়। অবশ্য আপনি বলতে পারেন ইংরেজি ভাষাতে লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, বাংলার জন্য তো আর পাননি। একুশে ফেব্রুয়ারি গায়ে মাখে, না মাথায় দেয় এ বিষয়ে বিপুল সংখ্যক ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে কোনও চর্চা চলে না। এলিট অভিজাতদের ভাষা থেকে বাংলা আসলে চলে আসে নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তদের কাজের জগতে। একটি ক্যালেন্ডার ঝোলানো ছাড়া আমি, আপনি বাংলা তারিখ মাস মনে রাখতে পারি না। আমার, আপনার বাড়ির পরিচারিকা কিন্তু মনে রাখে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছি, বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা পড়াই বলে অপরপক্ষ আমাকে খানিকটা কম নম্বর দিয়ে বিচার করে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, যিনি বাংলা পড়াচ্ছেন তিনিও মনে মনে দুঃখ পাচ্ছেন, খানিকটা ইংরেজি জানলে বা ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ পেলে তিনি হয়তো অন্য কিছু নিয়ে পড়তেন। যথাযথ উচ্চারণে (যেটি অবশ্য ইংল্যান্ড আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়া ভেদে আলাদা) ইংরেজি বলতে পারছেন না বলে রাজ্য ও রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে আমরা হাসাহাসি করছি। পশ্চিমবঙ্গে থেকে, স্বামী-স্ত্রী বাঙালি হয়ে, নিজের সন্তানের জন্যে বাংলাকে তৃতীয় ভাষা হিসেবে নির্বাচন যে মূর্খের আত্মপ্রসাদ লাভ করছি আমরা, তা আসলে আত্মঘাতী বাঙালির এক সেমসাইড গোল।

গ্যালিলিওর সঙ্গে চার্চের সংঘাত লাগার অন্যতম একটি কারণ ছিল মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা। লাতিন বুঝতেন না সাধারণ ইতালিওরা। ইতালিও ভাষায় গ্যালিলিও বিজ্ঞান আবিষ্কারের কথা লিখতে শুরু করলেন। জ্ঞান সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছাতে গেলে ভাষা তার অন্যতম হাতিয়ার। আমরা বাংলা ভাষাকে সরকারি বাংলা স্কুলের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের ছেলেপুলেদের জন্যে, অর্থবানদের একটা অন্য জগত তৈরি করে ফেলেছি, যেখানে বাংলা এক শখ বা ভালোবাসার উপাদান মাত্র, কাজের নয়।

যে ভাষায় জগদীশচন্দ্র থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী থেকে রাজশেখর বসু সাহিত্যের বাইরের বিষয় নিয়ে চর্চা করেছেন, আমরা তার ব্যাটন এগিয়ে না নিয়ে গিয়ে রেসের বাইরে ছিটকে গেলাম। সরকারি কাজের ভাষা হিন্দির সর্বগ্রাসী দৌড় নিয়ে ব্যঙ্গ করা যায়, তার পিছনে রাষ্ট্রীয় সহায়তা নিয়ে এবং আমাদের বঞ্চনা নিয়ে সরব হওয়া যায় কিন্তু নিজেদের দায়িত্বটুকু এড়ানো যায় না। মনে রাখতে হবে, ভাষা দিবস জন্মদিন পালনের মতো বছরে একবার কেক কাটা, পায়েস খাওয়ার দিন নয়। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তার উপযুক্ত মর্যাদা আমাদেরই দিতে হবে।

(লেখক সাহিত্যিক ও শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

২০২২

আজকের দিনে বিশিষ্ট সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন।

১৯৬১

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন আজ।

আলোচিত

এলন মাস্কের কোম্পানি যদি ভারতে গাড়ি কারখানা তৈরির কোনও পরিকল্পনা নেয়, সেটা খুবই অন্যায্য হবে। অন্য দেশে আমাদের তৈরি একটা গাড়িও বিক্রি করা অসম্ভব। মাস্ক যদি ভারতে কারখানা তৈরি করতে পারেন, আমাদের জন্য সেটা অত্যন্ত খারাপ হবে।

– ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

তাকে বলা হচ্ছে বিস্ময় বালক। মহারাষ্ট্রের ১৪ বছরের আরিয়ান শুক্লা একই দিনে ৬টি বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছে। 'হিউম্যান ক্যালকুলেটর' সংখ্যা নিয়ে ভেলকি দেখায় মাঝে মাঝেই। মুহূর্তে পঞ্চাশটি পাঁচ ডিজিটের নম্বর নিয়ে নিখুঁত অঙ্ক কষে দেয়।

ভাইরাল/২

কর্ণাটকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে ৪০ ফুট গভীর এক কুয়ো তৈরি করেছেন গৌরী নামে এক গৃহবধূ। উদ্দেশ্য পৃথিবীতে আবার গঙ্গাকে আনা। প্রয়াগরাজে যাওয়ার তাঁর টাকা ছিল না। ওই জন্যই এরকম পরিকল্পনা।

জনমন

জনমত

'তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো'

রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারি পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল বিপ্লব। গর্ববোধ হয় আমার বাংলাকে নিয়ে, যখন দেখি ভারত-বাংলাদেশ বিশ্ব ক্রিকেটের আসরে রবি ঠাকুরের লেখা জনগণমন আর আমার সোনার বাংলা গাওয়া হচ্ছে এবং কুর্নিশ জানাচ্ছে গোটা স্টেডিয়াম। অহংকার হয় বাংলার উপর যখন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নোবেল মঞ্চ মাতান। বাংলার নদী, মাঠ ঘুরে অপু-দুর্গা যখন সত্যজিতের হাত ধরে অস্কার নিয়ে আসে, তখন এই ভাষাকে আরও আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু অনুকরণের অ্যাডিকশনটাও ছাড়তে পারি না। তাই মাঝে মাঝে বাংলা হয়ে পড়ে দ্বিতীয় ভাষা। পাশাপাশি গাজন, চড়ক, অষ্টমীর স্নান, শিবরাত্রির মেলা প্রভৃতি বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গগুলি এক্সপো, ওয়াটার কিংডম- এসবের মাঝে পড়ে কিছুটা চিন্তামগ্ন। নববর্ষের ভোরে আমাদের ঘুম ভাঙে না, কিন্তু নিউ ইয়ারে লেট নাইট পার্টিতে আমরা সর্বদা রাজি। এসবের ঊর্ধ্বে উৎসব পরিণত হয়েছে ফেস্ট, শুভেচ্ছা বদলে গিয়েছে কঙ্গো, আর ভালো আছি ব্যাপারটা বিন্দাস বলে চালিয়ে দিই। বরং এসব থেকে কিছুটা রেহাই পেয়েছে দুর্গাপুজোর অষ্টমী আর সরস্বতীপুজো- পাঞ্জাবি আর শাড়িতে বাংলা কিছুটা হলেও নিজেকে খুঁজে পায়। তবে ভয় পেও না বাংলা, তুমি তো শুধুমাত্র ভাষা নও, তুমি আবেগ, অস্তিত্ব, বলিদান, তুমি 'ভাইহারা একুশের গান'। তাই পরিস্থিতি যাই আসুক 'তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেবো না'।

রাহুল ভট্টাচার্য
মোদকপাড়া, আলিপুরদুয়ার।

চোদ্দোদিনে একটি করে ভাষা বিলুপ্ত

ধ্রুপদি সম্মানে সম্মানিত হওয়ার পরেও বাংলা ভাষার কপালে দুর্দশা আছেই। বেশ কিছু বাংলা স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং আরও কিছু বন্ধ হতে চলছে। বেশিরভাগ বাঙালি ছেলেমেয়ে বাংলা বিষয় হিসেবে রাখতে চায় না, ঝোঁক শুধু ইংরেজি ও কিছুটা হিন্দির দিকে, কিন্তু বাংলার প্রতি নয় মোটেই। এমনকি ইংরেজি স্কুলে দ্বিতীয় ভাষা বাংলা থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ বাঙালি ছাত্রছাত্রী তা নিতে রাজি নয়। অভিভাবকরাও চান না ওরা বাংলা শিখুক। হায় রে ভাগ্য!

অন্য ভাষা শিখলে, জানলে আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে বাংলা নয়, এমনকি ঘরে ঘরে বাংলা চর্চা নয়? অবাক হওয়ার বিষয়, প্রতি চোদ্দোদিনে পৃথিবী থেকে একটি করে ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যায়। আরও অবাক হওয়ার বিষয়, এই শতাব্দী শেষে ভারত থেকে ১৯৭টি ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এটা বেশ কয়েক বছর আগে রাষ্ট্রসংঘের তথ্য।

দশ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে মোট ভাষা ছিল এক কোটি দশ হাজার। বর্তমানে পৃথিবীর ভাষা আনুমানিক সাড়ে ছয় হাজার। এবার বুঝুন কী হবে আগামীদিনে! তাই বলি পৃথিবীর মিষ্টতম ভাষা বাংলাকে ভালোবাসুন, চর্চা করুন ঘরে ঘরে। আরেকটি কথা না বললেই নয়, পৃথিবীর ভাষা আন্দোলনে বাঙালিদের মতো এত বলিদান আর কোনও জাতির নেই। তাই বলি, মাতৃভাষাচর্চা করুন অবশ্যই।

সজলকুমার গুহ, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পরিচর্যা ছাড়া ভাষা শুধু শুধু বাঁচে না

বাংলা ভাষার দুর্দিনে রাজ্যজুড়ে অজস্র দোকানের নাম অন্য ধারার। সেখানে এমন চমকপ্রদ বাঙালি নাম আশাবাদ জাগায়।

সন্দীপন নন্দী

দিবসরজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি! কী সেই দুর্লভের আহ্বান? কসমোপলিটান শিলিগুড়িতে আজ ঋজু দাঁড়িয়ে নির্বিঘ্ন কিছু নার্সিংহোম। পথিকের রাত্রিবাসের আয়োজক বালুরঘাটের সরকারি দালানবাড়ি ক্ষণিকা কিংবা হিলি মোড়ে চিরকালের এককোণে গুম মারা দুর্দান্ত নামের দোকান, দিনের শেষে।

প্রশ্ন জাগে? কে দিয়েছে এই নাম? বার্তা রটে ক্রমে, শোরগোল আক্রান্ত সুভাষপল্লি বাজারেও আলোড়ন নামক বৈদ্যুতিক দ্রব্যের দোকানটি সগৌরবে চলিতেছে। কে বলে বাংলা ভাষা গৌরব হারিয়েছে?

এখানেই শেষ নয়! জলপাইগুড়ি প্রভাত মোড়ের ব্যস্ততম চৌমাথায় উইমেন গারমেন্টসের সঞ্চয় নিয়ে কালে কালে বেষ্টিত দোকানের নাম হয়েছিল আধুনিকা, মফসসলের বিহ্বল গিফট শপের নাম ছিল সবভালো।

তাই আশা জাগে। যখন বরিস্তা, আশিয়ানা নামক রেস্টুরেন্টের মাঝেও তিস্তাপাড়ে থমকে থাকা হোটেলের নাম হয়ে যায় যাযাবর আর সেই ছায়াবৃত ভাতডালের সাম্রাজ্য নিয়ে বসে থাকা বৃদ্ধ মালিকের ক্যাশ বাক্সের পাশে অবলীলায় অমিয়ভূষণ, দেবেশ রায়, সমরেশের সমাবেশ দেখে মনে হয়েছিল নেপথ্যে এ ভাষার আলো মরে নাই, এ ভাষা অনুপম!

তাইতো জলঘরের প্রত্যন্ত রুরাল এলাকায় ভরা বসন্তেও ব্যবসা করে যায় অনন্ত এক চায়ের দোকান চুমুক। কোন নক্ষত্রবীথিতলের রায়গঞ্জ বিদ্রোহী মোড়ে ধাবমান মানবের ভেসে আসা ডাকনামে ঝিলমিল লাগে নাইটবাস চালকের। সহন মার্ডি।

ভাবি কী অপূর্ব জন্ম তার।

এমনই এক নিখুঁত বিশ্বের চৈতালি দ্বিপ্রহরে কুসুমতোড় গ্রামের ট্রাইবাল ভিলেজে ঝরে পড়া সজনে ফুল কুড়োয় কিশোরী কন্যা তীব্রতা মুর্মু। বাংলার বাড়ি এনকোয়ারি টিমের সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে আসে কৃষ্ণকায় তরুণ চমক মুন্ডা। দেখি দরদি বাস্কে একমনে সহাস্য বদনে পুড়ে যাওয়া পাতিলের কালি তোলে ওই অদূর পুকুরপাড়ে।

ফলে জানার মাঝে অজানার সন্ধান মেলে এবং যে ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে এ মর্মের বাংলায়। আবার সে পৃথিবীরই কোথাও জেগে থাকে মাধুর্যের আশ্চর্য গ্রাম তালমন্দিরা, হলদিডাঙ্গা, বিরহি, ফুলঘরা অথবা ঊষাহরণেরা। শতাব্দীর নামমুগ্ধতায় যারা ছিল অকল্পনীয়, খানিক অভূতপূর্ব! তবু বাংলা নামের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে প্রকৃতির কাছে গচ্ছিত থাকে কিঞ্চিত আজন্ম মায়া!

মায়ের এ ভাষাতেই নাকি গোপন ছিল আমাদের পূর্বপুরুষের অরহিত কান্নাহাসির পৌষফাগুনের গানগুলি, দেশভাগের স্মৃতিমালারা।

স্বাভাবিক। তবু দুনিয়া কাঁপানো দিনেও কীভাবে দূরে রাখা যায়, পূর্বাশা নামক ক্লাবকে! যে ধারায় অগ্নিশিখা, যাত্রিক, কবিতীর্থ, সৃজনী, উত্তমাশা, অভিযাত্রীও নামমাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠতম ক্লাব হতেই পারত।

শোনা যায়, একদিন এই বাংলাদেশ লাগোয়া শহরের ভাড়াবাড়িতে যমজ ভাই উষ্ণ আর স্পর্শকে একত্রে ভাত খেতে ডেকেছিল তাদের মা। কারণ ভাষা তো নদীর মতো, বয়ে যায় দুর্নিবার, হেঁটে যায় মুখে মুখে।

কোথায় নেই সে কৃষ্টি? আগরতলায় নগণ্য চাল, চিনি, ডাল বিক্রেতার দোকানের মাথায় লেখা ছিল শঙ্খচিল। যাদবপুরে এক বিচিত্র গৃহবাসীর মুক্তদুয়ার পেরিয়ে অন্দরমহল সেজে ওঠে সমৃদ্ধ বাংলা ভাষায়। যার ঐশ্বর্যের শু র‍্যাকের নাম জুতোর বাড়ি। কিচেনের ডাকনাম পাকস্থান আর বাতানুকূল যন্ত্রের পাশে গৃহকর্তা সাদরে লিখেছেন মা শীতলা। এ-ও হয়? যে বাড়ির কন্যার নাম বিভাবরী আর পুত্র বৈভব। এটুকুই তো বঙ্গভাণ্ডারের বিবিধরতন।

তবু তনুশিয়া, আরুথিরা, ফ্রেয়া, আন্ভিকা, আইলিতার বঙ্গে নাম বিপর্যয়ের তালিকা দীর্ঘ হয় রোজ। যে নামের অর্থ খুঁজতে হন্যে হয় সরল অভিধান থেকে নাটোরের বনলতা সেন। আসলে ভাষা এমনি এমনি বাঁচে না, তাকে ইতস্তত জলবাতাসের লালনে, আদরে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা, প্রবন্ধকার)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৭১

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। অগভীর ঘুম অথবা লোকসংগীত ৩। পুজোর যজ্ঞের জন্য আনা ঘি ৫। গোটা নয়, সম্পূর্ণ বস্তুর সিকিভাগ ৬। ভক্ত প্রহ্লাদের মা, হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী ৮। রোগে আক্রান্ত হয়ে বহু প্রাণীর মৃত্যু ১০। এক মেয়ের আগে যে মেয়ের জন্ম হয়েছে ১২। উদ্দীপনা, হুড়োহুড়ি বা গেঁজে ওঠা ১৪। রূপকথার ডানাওয়ালা মেয়ে ১৫। নিরেট মূর্খ, অপদার্থ বা কাঁঠাল ১৬। ভৃত্য বা পরিচারক।

উপর-নীচ : ১। ছানা দিয়ে তৈরি লম্বা মিষ্টি ২। শ্মশানে সাধনা করেন বামাচারী তান্ত্রিক ৪। দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের দিন ৭। সন্ন্যাসীদের জ্বালানো আগুন ৯। বৌদ্ধ পুরোহিত বা তিব্বতের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু ১০। বন্দি করে রাখা ১১। প্রাচীন জিনিসের সংগ্রহশালা ১৩। সারা মাসের মাইনে।

সমাধান ■ ৪০৭০

পাশাপাশি : ১। কার্মুক ৩। সসেমিরা ৪। বিহঙ্গ ৫। দোজবর ৭। সখা ১০। তাগা ১২। লেখাজোখা ১৪। মাকাল ১৫। তোতাপাখি ১৬। তামাদি।

উপর-নীচ : ১। কালিদাস ২। কবিতা ৩। সঙ্গদোষ ৬। বশ্যতা ৮। খামোখা ৯। মাখামাখি ১১। গাদাগাদি ১৩। চালতা।

ভালো খবর

গত ১৭ বছর ধরে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে স্কুলে যান অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আন্নালক্ষ্মী। বেশ কয়েকবার হাতির সামনে পড়েছেন। তবু ভয় পাননি। কয়েকদিন আগে ওই পথেই একজন বনকর্মীকে মেরে ফেলেছিল হাতি। তাতেও নিজের কাজ ছাড়া অন্য কিছু ভাবেননি আন্নালক্ষ্মী। প্রতিদিন হাঁটেন অন্তত ১২ কিমি।

শপথের মঞ্চে ঐক্যের বার্তা এনডিএ'র

সুষমার ছায়ায় যাত্রা শুরু রেখার

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : ২৭ বছর আগে সুষমা স্বরাজের ছেড়ে যাওয়া জুতোয় বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে পা গলালেন রেখা গুপ্তা। এদিন বেলা ১২টার কিছু পরে ৩০ হাজার বিজেপি কর্মী, সমর্থকের 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে মুখরিত রামলীলা ময়দানে তাঁকে জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনা। প্রয়াত সুষমার ছায়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে এদিন রেখার পরনে লাল শাড়ি ও জ্যাকেট। তবে সুষমা মাত্র ৫২ দিন কুর্সিতে ছিলেন। পুরো পাঁচ বছর মুখ্যমন্ত্রিত্বে টিকে থাকাই এখন রেখার চ্যালেঞ্জ।

এদিন রামলীলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার পাশাপাশি হাজির ছিলেন বিভিন্ন বিজেপি এবং এনডিএ-শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রীরাও।

নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য শ্রীমতী রেখা গুপ্তাকে অভিনন্দন। তৃণমূল স্তর থেকে উনি উঠে এসেছেন। ছাত্র রাজনীতি, রাজ্যে সংগঠনের দায়িত্ব, পুর প্রশাসনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের পর এবার উনি বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আমি মনে করি, উনি দিল্লির উন্নয়নে সর্বতোভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করবেন। ওঁর প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল।' মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার পর রেখা বলেন, 'আমরা বিকশিত দিল্লি গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাব। যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমরা সেগুলি পূরণ করব।' যমুনাকে দূষণমুক্ত করার বার্তা দিয়ে এদিন নদীর পাড়ে আরতিও করেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী।

১৯৯৮ সালের পর জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে গেরুয়া শিবিরের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঐতিহাসিক ঘটনার রূপ দিতে আয়োজনের কোনও ত্রুটি রাখেননি বিজেপি নেতৃত্ব। রেখার পরই শপথবাক্য পাঠ করেন পরবেশ সাহিব সিং ভার্মা। তিনি দিল্লির নতুন উপমুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। এদিন আরও যাঁরা মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন, তাঁরা হলেন কপিল শর্মা, মনজিন্দর সিং সিরসা, আশিস সুদ, পঙ্কজ কুমার সিং এবং রবীন্দর ইন্দ্রজ সিং। মন্ত্রীসভা গঠনে জাতপাতের সমীকরণের দিকে লক্ষ রেখেছে বিজেপি। কারণ, পরবেশ প্রভাবশালী জাঠ নেতা, মনজিন্দর সিং সিরসা শিখ, প্রাক্তন আপ নেতা কপিল মিশ্র ব্রাহ্মণ, আশিস সুদ পঞ্জাবি খাতরি সম্প্রদায়ের নেতা, রবীন্দর সিং দলিত নেতা। পঙ্কজ কুমার সিং পূর্বাঞ্চলী এবং ভোটের আগে আপ থেকে বিজেপিতে যোগ দেন।

মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টনও করেছেন রেখা। মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে রেখেছেন স্বরাষ্ট্র, অর্থ, পরিষেবা, ভিজিল্যান্স ও পরিকল্পনা। উপমুখ্যমন্ত্রী পরবেশ সাহিব সিং ভার্মা পেয়েছেন শিক্ষা, পূর্ত এবং পরিবহণ। মনজিন্দর সিং সিরসা পেয়েছেন স্বাস্থ্য, নগরোন্নয়ন এবং শিল্প। কপিল মিশ্র পেয়েছেন জল, পর্যটন ও সংস্কৃতি।

দিল্লিতে আয়ুষ্মান ভারত চালুর ফাইলেও সই করতে পারেন তিনি। শপথের পর দিল্লি সচিবালয়ে মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠক বসে।

তবে সামাজিক মাধ্যমে রেখার পুরোনো পোস্ট ঘিরে শোরগোল পড়েছে। তাতে আপ সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে যে চাঁচাছোলা কথা বলেছিলেন তিনি। তা নিয়ে আপের তরফে উষ্মা প্রকাশ করা হয়েছে।

টিম রেখা

উপমুখ্যমন্ত্রী পরবেশ সাহিব সিং ভার্মা

দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সাহিব সিং ভার্মার ছেলে। তিনি শিক্ষা, পূর্ত ও পরিবহণ দপ্তর পেয়েছেন।

কপিল মিশ্র

কেজরি সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী। দিল্লি হিংসায় উসকানি ভাষণ দিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। এবার জল, পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রী হয়েছেন।

মনজিন্দর সিং সিরসা

নতুন সরকারের শিখ সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি। দিল্লি শিখ গুরদোয়ারা ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রাক্তন সভাপতি। স্বাস্থ্য, নগরোন্নয়ন এবং শিল্পমন্ত্রী হয়েছেন।

আশিস সুদ

অতীতে দক্ষিণ দিল্লি পুরসভার প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এবার রাজস্ব, খাদ্য, গণবণ্টন মন্ত্রী।

পঙ্কজকুমার সিং

পেশায় দন্ত চিকিৎসক। দিল্লির আইন, আবাসন মন্ত্রী।

রবীন্দর ইন্দ্রজ সিং

এই দলিত নেতা শ্রম, সমাজকল্যাণ, এসসি, এসটি বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী।

শপথ নিলেন রেখা গুপ্তা। হাজির প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

বৈঠকে কাটল না সীমান্ত জট

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : চারদিন ধরে বিএসএফ-বিজিবির ডিজি পর্যায়ের বৈঠকের পরও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত জট কাটল না। যদিও ৫৫তম সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলনের পর দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ডিজিরা দাবি করেছেন, বৈঠক সফল হয়েছে। জানা গিয়েছে, উভয়পক্ষ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১৫০ গজের মধ্যে বেড়া নির্মাণ, অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান এবং অনুপ্রবেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেননি। বিএসএফের ডিজি দিলজিত সিং চৌধুরী বলেন, 'ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত একটি গতিশীল অঞ্চল। এখানে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হয়, তবে আমাদের স্থানীয় কর্মকর্তারা সর্বদা সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করেন।'

বিজিবি-র ডিজি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী বলেন, 'আন্তর্জাতিক চুক্তি

বিএসএফ-বিজিবি ডিজি সম্মেলন শেষ

অনুযায়ী ১৫০ গজের মধ্যে কোনও পক্ষই স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করতে পারে না। সীমান্তের এত কাছাকাছি বেড়া নির্মাণ করলে দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগের দূরত্ব তৈরি হয়, যা সুসম্পর্কের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সীমান্ত বেড়া সংক্রান্ত যে কোনও সিদ্ধান্ত পারস্পরিক আলোচনা ও যৌথ পরামর্শের মাধ্যমে নেওয়া উচিত।' মালদা জেলার শবদলপুর গ্রামে সীমান্ত খুঁটির ১৫০ গজের মধ্যে একক সারির বেড়া নির্মাণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন আপত্তি জানিয়ে আসছে।

শুধু সীমান্ত জট নয়, বাংলাদেশে ইউনূস জমানায় হিন্দু সহ অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার যে সমস্ত খবর সামনে এসেছে সেগুলিকে অতিরঞ্জিত বলেও দাবি করেছেন বিজিবির ডিজি। তিনি বলেন, 'দুর্গাপূজার সময় আন্তর্জাতিক সীমান্তের ৮ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত পূজা মণ্ডপগুলিতে বিজিবি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল। ফলে উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।' বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের যে অভিযোগ ওঠে সেই সম্পর্কে বিএসএফের ডিজি বলেছেন, 'শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।' তবে এই দাবি মানতে চাননি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার।

ইউনূসের হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি : শেষ মুহূর্তে কোনও পরিবর্তন না হলে আগামী এপ্রিলে ব্যাংককে বিমস্টেক সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা হতে পারে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের। দুই নেতারই ওই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা। এই পরিস্থিতিতে মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের আগে প্রধান উপদেষ্টা বৃহস্পতিবার যা বলেছেন তাতে নাম না করে ভারতকেই বার্তা দেওয়া হল বলে মনে করা হচ্ছে।

শুক্রবার আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস। তার আগে বৃহস্পতিবার একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে ইউনূস বলেন, 'অতীতের যে কোনও সময়ের চেয়ে আমরা এখন বেশি শক্তিশালী, উদ্যমী এবং সৃজনশীল। আমাদের তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন অতীতের যে কোনও প্রজন্মের স্বপ্নের চেয়ে দুঃসাহসী। তারা যেমন নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে চায়, তেমনই একই আত্মবিশ্বাসে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে চায়।' এদিন ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাংলাদেশের ১৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি

মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা এপ্রিলে

এবং বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে একুশে পদক প্রদান করেন প্রধান উপদেষ্টা। দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তরুণ সমাজ প্রস্তুত বলেও দাবি করেছেন তিনি। ইউনূসের সাফ কথা, 'গতবছর ৫ অগাস্ট ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা এক নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। এই বিজয়ের মধ্যে দিয়ে নতুন এক বাংলাদেশ নির্মাণের সুযোগ এসেছে।'

মোদির সঙ্গে ইউনূসের এখনও পর্যন্ত সাক্ষাৎ বা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক কোনওটাই হয়নি। গতবছর অগাস্টে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে পালিয়ে আসার পর থেকে নয়াদিল্লি-ঢাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে তিক্ততা ক্রমশ বেড়েছে। বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ইস্যুতে ভারত বারবার সরব হয়েছে। অন্যদিকে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের দাবিতে সুর চড়েছে বাংলাদেশের। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে তিস্তা ইস্যু। সম্প্রতি বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের। বিমস্টেকে বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতার বার্তা দিয়েছিল ভারত। অন্যদিকে সার্ককে সক্রিয় করার আর্জি জানিয়েছে বাংলাদেশ। মোদি শেষবার বিমস্টেক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ২০১৮ সালে। ২০২২-এর সম্মলনে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ঘাড়ধাক্কা খাওয়া বিজেন্দর এবার স্পিকার

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : এভাবেও ফিরে আসা যায়! বৃহস্পতিবার রোহিণীর বিধায়ক বিজেন্দর গুপ্তাকে দিল্লি বিধানসভার স্পিকার হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। তাঁর এই পদে নিয়োগের ঘটনায় একটি বৃত্ত পূর্ণ হল। ৩০ নভেম্বর ২০১৫ সালে কুমন্তব্য করা নিয়ে আপের সঙ্গে বিজেপি বিধায়কদের ব্যাপক তর্জা, গোলমাল বেধেছিল। গোলমালে ক্ষুব্ধ তৎকালীন স্পিকার রামনিবাস গোয়েল বিজেন্দর গুপ্তাকে বিকাল চারটের মধ্যে সভা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তাতে কর্ণপাত না করায় স্পিকারের নির্দেশে আধডজন মার্শাল বিজেন্দরকে কার্যত পাঁজাকোলা করে সভাকক্ষের বাইরে বের করে দেন।

বানিয়া সম্প্রদায়ের নেতা বিজেন্দর রোহিণী থেকে এবার নিয়ে টানা তিনবার জয়ী হয়েছেন। গত বিধানসভায় তিনি ছিলেন বিরোধী দলনেতা। ১৯৯৭ সালে তিনি প্রথমবার দিল্লি পুরসভায় কাউন্সিলার হয়েছিলেন। এদিন নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর বিজেন্দর গুপ্তা বলেন, 'আমাকে যে দায়িত্ব দল দিয়েছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আশা করি, বিধানসভায় সুস্থ আলোচনা হবে।' বিজেন্দর স্পিকার হওয়ায় আপের চাপ আরও বাড়ল। আপ সরকারের দুর্নীতি নিয়ে ক্যাগের ১৪টি রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ হওয়ার কথা।

বন্ধু চল...

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রেখা গুপ্তার শপথগ্রহণের সময় তিন দশক আগের স্মৃতি রোমন্থন করলেন কংগ্রেস নেত্রী অলকা লাম্বা। রেখা এবং অলকা দুজনেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি করতেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি শেয়ার করেছেন। তাতে ১৯৯৫ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভানেত্রী হিসেবে অলকা এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রেখা গুপ্তাকে শপথগ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। অলকা লিখেছেন, 'রেখা গুপ্তার নাম যখন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করা হল তখন আমি ৩০ বছর আগে ফিরে গিয়েছিলাম। ও ছিল এবিভিপি থেকে। আমি এনএসইউআই থেকে। আমাদের মধ্যে আদর্শগত লড়াই হত।' ৩০ বছরে যমুনার জল অনেকটাই গড়িয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে গত তিনদশকে আর কখনও দেখা হয়নি সেই কথাও জানিয়েছেন অলকা লাম্বা। তবে দিল্লির নতুন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে কংগ্রেস নেত্রী বলেছেন, 'আমি চাই ও সফল হোক। তবে বিজেপিতেও ওর জন্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে। পরবেশ ভার্মা ভেবেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হবেন। আমি আশা করি, বিজেপি রেখা গুপ্তাকে পুরো পাঁচ বছর মুখ্যমন্ত্রী পদে রেখে দেবে।'

কেন্দ্রের কাছে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি কংগ্রেসের

সুর মিলিয়েও ট্রাম্পের আপত্তি বিনিয়োগে

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : ভারতে ভোটারদের বুথমুখী করতে মার্কিন অনুদানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। কেন্দ্রের শাসকদলের অভিযোগ, এদেশে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে ২.১০ কোটি ডলার বরাদ্দ করেছিল আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সরকার। ক্ষমতায় এসেই সেই অনুদান বন্ধ করে দিয়েছেন প্রেসিডেন্টে ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই ইস্যুতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিজেপি। মার্কিন বরাদ্দে কাদের সুবিধা হয়েছে, সেই প্রশ্ন তুলেছে গেরুয়া ব্রিগেড। এবার তাদের সুরেই কার্যত সুর মেলালেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও। তাঁর মতে, ভারতের মতো আর্থিকভাবে শক্তিশালী এবং দৃঢ় গণতান্ত্রিক কাঠামো বিশিষ্ট দেশে ভোটের হার বাড়ানোর জন্য আলাদা করে টাকা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। ভারতে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার পালে হাওয়া তুলতেই যে ওই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রাখেননি ট্রাম্প। তাঁর বয়ান এদেশে শাসক শিবিরকে রাজনৈতিক সুবিধা দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

খবর, ইতিমধ্যে ভারতের নির্বাচনে ইউএসএআইডি এবং মার্কিন শিল্পপতি জর্জ সোরসের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে তদন্তের প্রস্তুতি নিচ্ছে মোদি সরকার। কেন্দ্রের কৌশল আঁচ করে পালটা সরব হয়েছে কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র পবন খেরার প্রশ্ন, 'বিরোধীরা কেন ২০২৪-এর ভোটে হারার জন্য বিদেশ থেকে টাকা নেবে?' কংগ্রেসের রাজ্যসভা সদস্য জয়রাম রমেশ বলেন, 'আজকাল ইউএসএআইডি খবরে রয়েছে। এটি ১৯৬১-র ৩ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি অর্থহীন। ভারত সরকারের উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা যাতে কয়েকদশক ধরে ভারতে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় শ্রেণির প্রতিষ্ঠানে ইউএসএআইডি-র সহায়তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।'

মায়ামিতে সৌদি আরব সরকার আয়োজিত এফআইআই প্রায়োরিটি সামিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'ভারতে ভোটারদের বুথে উপস্থিতির জন্য আমাদের কেন ২.১০ কোটি ডলার (প্রায় ১৮২ কোটি টাকা) দিতে হবে? আমার ধারণা, ওরা (বাইডেন প্রশাসন) অন্য কাউকে নির্বাচিত করার চেষ্টা করছিল।' ভোট-অনুদান ইস্যুতে তাঁর মন্তব্য কেন্দ্র-বিজেপিকে খুশি করলেও এদেশের মার্কিন বিনিয়োগ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। সৌজন্যে সেই ট্রাম্প। ভারতে টেসলার গাড়ি উৎপাদন কারখানা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়ে মাস্কের সামনেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি।

মাস্কের সঙ্গে যৌথ সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, 'উনি (মাস্ক) এখন ভারতে গাড়ি উৎপাদন করতে চাইছেন। ঠিক আছে। কিন্তু এটা আমাদের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে। খুবই অন্যায় হচ্ছে।' ভারতে গাড়ি রপ্তানির ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ শুল্ক দেওয়ার দায় এড়াতেই মাস্ক গাড়ি কারখানা তৈরি করতে চাইছেন, তাঁর কথায়, 'সব দেশ আমাদের কাছ থেকে সুবিধা নিচ্ছে। আবার আমাদের পণ্যের ওপর শুল্ক চাপাচ্ছে। বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে গাড়ি বিক্রি করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে।' এলন মাস্কের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির সাক্ষাতের পরেই টেসলা পাওয়ার ভারতে কর্মী নিয়োগ করছে। এপ্রিলেই ভারতে আসতে পারে টেসলার প্রতিনিধিদল। প্রাথমিকভাবে ৩০০ থেকে ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার লগ্নি করবে মাস্কের সংস্থা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর বয়ান যেমন ভারতের শাসক শিবিরকে বার্তা দিয়েছে, তেমনই অস্বস্তিতে ফেলেছে পূর্বতন সরকারকে। একইভাবে আর্থিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাস্ককে গুরুত্ব দিলেও নীতিগত প্রশ্নে ট্রাম্প যে তাঁর সঙ্গেও আপস করবেন না, সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট।

ডন উবাচ

- ভারতে ভোটারদের বুথে উপস্থিতির জন্য আমাদের কেন ২.১০ কোটি ডলার দিতে হবে? আমার ধারণা, ওরা (বাইডেন প্রশাসন) অন্য কাউকে নির্বাচিত করার চেষ্টা করছিল
- উনি (মাস্ক) এখন ভারতে গাড়ি উৎপাদন করতে চাইছেন। ঠিক আছে। কিন্তু এটা আমাদের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে। খুবই অন্যায় হচ্ছে

শিন্ডেকে হুমকি

মুম্বই, ২০ ফেব্রুয়ারি : মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের গাড়ি বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ই-মেল মুম্বইয়ের গোরেগাঁও, জেজে মার্গ থানায় আসার সঙ্গে সঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করতে নেমে পড়ে পুলিশ। বৃহস্পতিবার মেলকে কেন্দ্র করে হুলুস্থুল পড়ে যায় পুলিশ প্রশাসনে। কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে উপমুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ও দপ্তর। পুলিশ জানিয়েছে, উপমুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় কোনও ত্রুটি রাখা হয়নি। তদন্ত শুরু হয়েছে। সতর্ক করা হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই পুলিশকে খবর দিতে বলা হয়েছে।

ওমরের ডিগবাজি

শ্রীনগর, ২০ ফেব্রুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে নিজের আগের মন্তব্য গিলে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। বৃহস্পতিবার আচমকাই তাঁর আগের অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে ওমর বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার কোনও সুযোগ নেই। সম্প্রতি উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদী হামলার বাড়বাড়ন্তের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, পাকিস্তান কাশ্মীরে নাক গলানো চালিয়েই যাচ্ছে। এই অবস্থায় দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয় না।

ওমর বলেন, 'পাকিস্তান কখনওই জম্মু ও কাশ্মীরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ বন্ধ করেনি। এটা ভাবলে ভুল হবে, উপত্যকায় যা হচ্ছে, তা সবই অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাইরের কোনও প্ররোচনা নেই। এই হামলা যতদিন চলবে, ততদিন দিল্লির কোনও সুযোগই নেই ইসলামাবাদের সঙ্গে কাশ্মীর নিয়ে কথা বলার।'

২০২৪ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে ৬০টি জঙ্গি হামলায় ১২২ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৩২ জন সাধারণ নাগরিক এবং ২৬ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য।

লোকপালের কাজে সুপ্রিম অসন্তোষ

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : লোকপালের সিদ্ধান্তে তুমুল অসন্তোষ প্রকাশ করল শীর্ষ আদালত। হাইকোর্টের বর্তমান এক বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করেছিল লোকপাল। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট সেই সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দিয়ে বলেছে, লোকপালের এহেন কর্মকাণ্ড 'খুবই বিরক্তিকর ও উদ্বেগজনক'।

এটা বিচারবিভাগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলেও মনে করছে সুপ্রিম কোর্ট। এই বিষয়ে বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিশেষ বেঞ্চ কেন্দ্র, লোকপাল রেজিস্ট্রার এবং অভিযোগকারীকে নোটিশ পাঠিয়েছে।

হাইকোর্টের এক বিচারপতির বিরুদ্ধে লোকপাল দুটি অভিযোগ গ্রহণ করেছিল। অভিযোগ ছিল, বিশেষ একটি সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দিতে অভিযুক্ত বিচারক এক জেলা বিচারক এবং হাইকোর্টের আরেক বিচারপতির ওপর প্রভাব খাটিয়েছিলেন।

২৭ জানুয়ারি লোকপাল বেঞ্চের প্রধান বিচারপতি এএম খানউইলকার জানিয়েছিলেন, লোকপাল বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ যাচাই করেনি, বরং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বিবেচনার জন্য বিষয়টি পাঠিয়েছে।

লোকপালের কথায়, 'আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত হাইকোর্টের কোনও বিচারপতি ২০১৩ সালের লোকপাল আইনের ১৪ নম্বর ধারার আওতায় পড়েন কি না, সেটুকুই কেবল বিচার করা হয়েছে। আমরা এর উত্তর ইতিবাচক দিয়েছি। এর বেশি কিছু নয়। আমরা অভিযোগের সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করে দেখিনি।' তবে সুপ্রিম কোর্ট মনে করছে, এই ঘটনা বিচারবিভাগের স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক।

সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানান, ২০১৩ সালের লোকপাল ও লোকায়ুক্ত আইনের আওতায় কোনও হাইকোর্টের বিচারপতি পড়েন না। লোকপালের ক্ষমতাই নেই বিচারপতির বিচার করার।

শীর্ষ আদালত অভিযোগকারীর নাম গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছে। বলেছে, অভিযোগের নথি গোপন রাখতে হবে। এছাড়া লোকপালের আদেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে আদালত। এই বিষয়ে পরবর্তী শুনানি ১৮ মার্চ হবে।

বাঁচার জন্য আর্তি বন্দিদের

পানামা সিটি (পানামা), ২০ ফেব্রুয়ারি : 'দয়া করে আমাদের বাঁচান। সাহায্য করুন। আমরা নিরাপদে নেই।' মধ্য আমেরিকার পানামা সিটির ডেকাপোলস হোটেলের জানলার গায়ে এমনই চিহ্ন এঁকেছেন বন্দিরা। তাঁদের একটা বড় অংশ ভারতীয়। শ্রীলঙ্কা, নেপাল, আফগানিস্তান, চিন, ভিয়েতনাম, ইরানের নাগরিকরাও আছেন।

জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়ার লক্ষ্যে নিজেদের সবটুকু সম্বল বিক্রি করে এক ভয়ংকর যাত্রার মধ্যে দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন ভারতীয় সহ ভিনদেশিরা। স্বপ্নের জীবন পাওয়া দূরের কথা, এখন তাঁদের হাতে বেড়ি, পায়ে শিকল। এক দুঃসহ পরিস্থিতি। তা থেকে উদ্ধার পেতে করুণ আর্তিসূচক চিহ্ন তাঁরা ফুটিয়ে তুলেছেন পানামার হোটেলের জানলায়।

এদিকে বন্দিদের আবেদন সম্বলিত বার্তার পরে পানামার ভারতীয় দূতাবাস জানাল, হোটেলে থাকা অভিবাসী ভারতীয়রা নিরাপদে রয়েছেন। তাঁদের মৌলিক সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হয়েছে।

এক্স হ্যান্ডেলে ভারতীয় কনস্যুলেট জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ফেরত ভারতীয়রা পানামায় রয়েছেন, তা ভারতকে জানিয়েছে পানামা। দূতাবাসের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছে।

আমেরিকা থেকে অবৈধ প্রায় ৩০০ জন পানামায় রয়েছেন। পানামার নিরাপত্তা মন্ত্রী ফ্র্যাঙ্ক অ্যাবরে জানিয়েছেন, 'অভিবাসীরা নিরাপত্তার কারণে আমাদের হেপাজতে রয়েছেন। তাঁদের স্বাধীনতা বঞ্চিত করা হয়নি।'

আমেরিকা ও পানামার অভিবাসন চুক্তির অংশ হিসেবে নির্বাসিতদের খাবার, ওষুধ, স্বদেশে ফেরত ইত্যাদি সব খরচ আমেরিকার। যাঁরা এখান থেকে নিজের দেশে যেতে চাইছেন না তাঁদের পাঠানো হবে পানামা ও কলম্বিয়া সীমান্তের ডারিয়েন জঙ্গলে। পানামায় বন্দি ১৭১ জন স্বদেশে ফিরতে চান। ৯৭ জনের অন্য দেশে যাওয়ার ইচ্ছে। তাঁদের পাঠানো হবে ডারিয়েনে।

তাঁরা নিরাপদে, জানাল ভারত

কেসিআর-কে কাঠগড়ায় তোলা সমাজকর্মী খুন

হায়দরাবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি : তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে ছিল সেই মামলার শুনানি। কিন্তু তার আগের দিনই খুন হয়ে গেলেন সমাজকর্মী তথা কংগ্রেস নেতা নাগবল্লি রাজলিঙ্গ মূর্তি। বুধবার রাতে ভুপালপল্লিতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা তাঁকে তাড়া করে কুপিয়ে খুন করে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পর শাসকদল ও বিরোধীদের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি এই মামলার জন্যই ওই সমাজকর্মীকে খুন হতে হল?

যদিও পুলিশের দাবি, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে খুন হয়েছেন নাগবল্লি। হায়দরাবাদের পুলিশ সুপার সম্পত রাও বলেন, 'সন্দেহ করা হচ্ছে জমি বিবাদের জেরেই খুন করা হয়েছে নাগবল্লিকে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এলাকারই কয়েকজনের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত বিবাদ ছিল রাজালিঙ্গের। তবে হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।'

কংগ্রেস এই হত্যাকাণ্ডকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে দাবি করে এর জন্য রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওকে দায়ী করেছে। রাজ্যের সড়ক ও ভবন নির্মাণ মন্ত্রী কোমাটিরেড্ডি বেঙ্কট রেড্ডির অভিযোগ, 'কেসিআর ও কেটিআর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। কালেশ্বরম সেচ প্রকল্পে দুর্নীতি ফাঁস করায় মরতে হল রাজালিঙ্গাকে।' তাঁর আরও অভিযোগ, ওয়ারাঙ্গল ও কোডাঙ্গলে কংগ্রেস কর্মী ও সমাজকর্মীদের ওপর হামলার পিছনেও বিআরএস নেতাদের উসকানি ছিল। তাঁর কথায়, 'বিআরএস-এর একমাত্র লক্ষ্য খুনিদের ভাড়া করা। তেলেঙ্গানায় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের জায়গা নেই। আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা প্রত্যেককে রক্ষা করব।' ভুপালপল্লির কংগ্রেস বিধায়ক গন্দ্র সত্যনারায়ণ রাও এই হত্যাকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

মণিপুরে এক সপ্তাহের মধ্যে অস্ত্র ফেরানোর নির্দেশ

ইম্ফল, ২০ ফেব্রুয়ারি : বেআইনি অস্ত্র ফেরানোর জন্য ঠিক এক সপ্তাহ সময় দিলেন মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লা। রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সাতদিনের মধ্যেই তিনি বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দেন। ভাল্লা জানিয়েছেন, লুট করা ও অবৈধভাবে রাখা অস্ত্র ও গুলি আগামী সাত দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে।

রাজ্যপালের ঘোষণায় বলা হয়েছে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেরত দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। কিন্তু সময়সীমা পার হওয়ার পর যদি কেউ অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র রাখেন, তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজ্যপালের কথায়, 'গত ২০ মাস ধরে মণিপুরের জনগণ, পাহাড় ও উপত্যকার বাসিন্দারা ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন।

স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানোর স্বার্থে সব সম্প্রদায়ের উচিত সংঘাত বন্ধ করা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করা।' রাজ্যের তরুণ সমাজের প্রতি আমার আহ্বান, 'আপনারা লুঠ করা ও অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র নিকটবর্তী থানায় জমা দিন। আপনার সহযোগিতায় রাজ্যে শান্তি ফেরাব, কথা দিলাম।'

নামকরণ রূপান্ন

বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারের প্রদর্শনীর নাম করা হল রূপান্ন। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই প্রদর্শনী ঘুরে এই নামকরণ করেন। সেইসঙ্গে বাংলার হাটেরও উদ্বোধন করেন তিনি।

রিপোর্ট তলব

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সিবিআইয়ের তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে রিপোর্ট তলব করল শিয়ালদা আদালত।

স্বাধিকারভঙ্গ

বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও স্বাধিকারভঙ্গের অভিযোগ তুলল শাসকদল। যদিও হিরণের দাবি, মন্তব্যের সপক্ষে তিনি ডেপুটি স্পিকারের কাছে একটি পেপার কাটিং জমা দিয়েছেন।

সময় চাইল রাজ্য

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বৃহস্পতিবার রিপোর্ট জমা দিতে পারল না রাজ্য। এদিন রাজ্যের তরফে হাইকোর্টে দু'সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়।

বই চুরির তদন্তভার সিআইডি-কে

কলকাতা ও ইসলামপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : 'এতগুলি বই অটোরিকশা করে উধাও হয়ে যেতে পারে না। এই ঘটনার নেপথ্যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র রয়েছে', উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর সার্কেলের এসআই অফিস থেকে বই চুরির ঘটনায় এমনটাই মন্তব্য করল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের (দাস) ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার এই মামলার তদন্তভার সিআইডি-কে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, দুজনের পক্ষে কখনওই এই ঘটনা ঘটানো সম্ভব নয়। তাই গভীর ও ব্যাখ্যামূলক অন্তর্নিহিত কারণ প্রকাশ্যে আসা জরুরি। সিআইডি'র এডিজি-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি একজন দক্ষ অফিসারকেই মামলার তদন্তভার দেবেন। নিম্ন আদালতে নিয়মমাফিক তদন্তের অগ্রগতির বিষয়ে জানাবেন তদন্তকারী আধিকারিক। এই প্রসঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) রজনী সুব্বার বলেন, 'আমি দায়িত্বভার নতুন করে নিয়েছি। এই বই চুরির বিষয়টি আমার জানা। বিভাগীয় স্তরেও তদন্ত হয়েছে বলে জানি। হাইকোর্টের এই মামলার তদন্তভার সিআইডি'কে সঁপে দেওয়ার বিষয়ে সরকারি কোনও নির্দেশ হাতে পাইনি।'

২০২২ সালে ইসলামপুরের এসআই অফিস থেকে এই বইচুরির ঘটনা ঘটে। পুলিশি তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলে আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। এদিন ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যানের তরফে আদালতি রিপোর্ট দিয়ে জানানো হয়, ২০২৩ সালের শিক্ষাবর্ষের ২,৭৬,২৭৫টি বই ছিল। এর মধ্যে ১,৯৯,০৭৫টি বই চুরি হয়ে যায়। ৪০,৮৪৫টি বই উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে ১,৫৮,২৩০টি বই এখনও উদ্ধার করা যায়নি। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'দুই অভিযুক্ত গোডাউনের চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী ছিলেন। এত বই নিয়ে যেতে অন্তত দুটো ট্রাক তো লাগবে। এই ঘটনায় শিক্ষা দপ্তরের কোনও আধিকারিক ও পুলিশের মিলিতভাবে তদন্ত করা উচিত ছিল।'

এদিকে, আদালতের নির্দেশের পরেই মুখে কুলুপ এঁটেছেন ইসলামপুর সদর সার্কেলের এসআই শুভঙ্কর নন্দী। তিনি বলেন, 'আমি এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না। আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।' উত্তর দিনাজপুর তৃণমূল শিক্ষা সেলের (প্রাথমিক) জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ চৌহান বলেন, 'হাইকোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানাই। বই চুরির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কড়া শাস্তি হওয়া উচিত।'

সাজছে রাজপথ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আগের দিন। কলকাতায় রবীন্দ্রসদনের কাছে আকাদেমির সামনে। ছবি : আবির চৌধুরী

মমতার মন্তব্য রেকর্ড থেকে বাদের দাবি

কুম্ভমেলা মুক্তি মেলা : রাজ্যপাল

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপালের সংঘাত ফের তুঙ্গে উঠল। কুম্ভমেলায় পরপর মৃত্যুর ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন। বৃহস্পতিবার তারই পালটা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কুম্ভমেলাকে তিনি 'মুক্তি মেলা' বা 'মৃত্যুঞ্জয় মেলা' বলে মন্তব্য করেন। রাজ্যপালের এই মন্তব্য ঘিরে রীতিমতো তোপ দেগেছে শাসকদল।

প্রয়াগরাজে এবছর মহাকুম্ভে স্নান করার জন্য কোটি কোটি মানুষ যাচ্ছেন। তারই মাঝে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। শুধু কুম্ভমেলা অঞ্চলে নয়, দিল্লি স্টেশনেও ট্রেন ধরার জন্য হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে বেশকিছু পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এভাবে প্রতিনিয়ত পুণ্যার্থীদের মৃত্যুর ঘটনাকে হাতিয়ার করে আক্রমণে নেমেছে তৃণমূল সহ বিরোধীরা। প্রশ্ন উঠেছে, মোদি সরকার ও উত্তরপ্রদেশ সরকারের ব্যবস্থাপনা নিয়েও। সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবে এভাবে পুণ্যার্থীদের মৃত্যু হচ্ছে বলে তোপ দেগেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী। মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে মঙ্গলবার মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর প্রতিবাদেই সরব হয় বিরোধী বিজেপি। বৃহস্পতিবার রাজভবন অভিযানও করেন বিজেপির বিধায়করা।

বিজেপির অভিযানের মাঝেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কার্যত তোপ দাগেন রাজ্যপাল। এদিন রাজভবনে বই প্রকাশের এক অনুষ্ঠান শেষে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক মত প্রকাশ করেছেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যে কেউ মত প্রকাশ করতে পারেন। আমি মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে স্বাগত জানাই।' একইসঙ্গে রাজ্যপালের মন্তব্য, 'রাজ্যপাল হিসেবে কুম্ভমেলা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না। আমিও কুম্ভমেলায় গিয়েছি। তবে বলতে পারি, এই মেলা দেশের মহান ঐতিহ্যের ধারক। ভক্তরা এখানে আত্মশুদ্ধির জন্য আসেন। এই মেলাকে আমি 'মুক্তি মেলা' বা 'মৃত্যুঞ্জয় মেলা' বলে মনে করি।'

> মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক মতপ্রকাশ করেছেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যে কেউ মতপ্রকাশ করতে পারেন। আমি মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে স্বাগত জানাই।
>
> -সিভি আনন্দ বোস, *রাজ্যপাল*

রাজ্যপালের এই মন্তব্যের পালটা তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'বিজেপি ও আরএসএস হিন্দু ধর্ম নিয়ে ফুটবল খেলছে।' তাঁর মতে, যদি কথা শুনতেই হয়, তাহলে শংকরাচার্যের কথা কেন শুনছে না ওঁরা? শংকরাচার্যই হলেন হিন্দু ধর্মের ধারক ও বাহক। তাঁরাও তো পক্ষান্তরে মুখ্যমন্ত্রীর কথাই বলছেন। বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ অবশ্য রাজ্যপালের মন্তব্যকে সঠিক বলেছেন। তাঁর কথায়, এত মৃত্যুর পরেও কিন্তু কুম্ভমেলায় পুণ্যার্থীদের সংখ্যা কমছে না। ভাবা হয়েছিল, ৪৫ কোটি ভক্ত আসবেন। এখন দেখা যাচ্ছে, এই সংখ্যা ৭০ কোটি ছাড়াবে। দিলীপ তাঁর বক্তব্যের পক্ষে বলেন, 'কুম্ভ বা কাশীতে মৃত্যু হলে সরাসরি স্বর্গে যাওয়া যায়। এটা হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস। জানি না, মুখ্যমন্ত্রী কোন ধর্মের বিশ্বাস থেকে তাঁর ওই মন্তব্য করেছেন। যে কোনও বড় ধরনের ব্যবস্থায় কিছুটা সমস্যা থাকে। গঙ্গাসাগর মেলাতেও মৃত্যু হয়েছে। এজন্য কাউকে দায়ী করতে নেই। আসলে মুখ্যমন্ত্রীর মন ছোট। তাই এই সমস্ত বলছেন। যেখানে সারা বিশ্বের মানুষ প্রশংসা করছেন, সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর এই কথা মনের মধ্যে পাপেরই প্রতিফলন।'

অন্যদিকে, মহাকুম্ভ ইস্যুতে সুর চড়াতে এদিন বিধানসভায় আরও একদফা বিক্ষোভ দেখানোর পর বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

পরে রাজভবনের বাইরে শুভেন্দু বলেন, 'মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে বিধানসভার রেকর্ড থেকে বাদ দেওয়ার জন্য আমরা রাজ্যপালের কাছে দাবি জানিয়েছি। বিরোধী দলনেতা সহ চার বিজেপি বিধায়ককে অসংবিধানিকভাবে সাসপেন্ড করেছেন স্পিকার। স্পিকারের সেই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও আমরা রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়েছি। শাসকদলের দুই বিধায়ক সংবিধান বহির্ভূতভাবে শপথ না নিয়েও বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিচ্ছেন, এমনকি বক্তব্য রাখছেন। এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।'

গরিবের থেকে বিচ্ছিন্ন বামেরা, স্বীকার খসড়ায়

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : মেহনতি মানুষের দল হিসেবে জনসমক্ষে একসময়ে পরিচিত ছিল সিপিএম। কৃষক-শ্রমিক-নিম্নবিত্ত মানুষই ছিল সিপিএমের ভোটব্যাংক। কালক্রমে প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়েছে। খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গেই দূরত্ব বাড়ছে সিপিএমের। রাজ্য সম্মেলনের আগে ৮০ পাতার খসড়া প্রতিবেদনে এমনটাই উল্লেখ করেছে সিপিএম। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর চারটি সম্মেলন পেরিয়েছে। কিন্তু সাংগঠনিক শক্তি তলানিতে ঠেকেছে। দলে মহিলা ও তরুণদের অগ্রভাগে আনার শতচেষ্টাও ফলপ্রসূ হচ্ছে না। দলে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি উদ্বেগজনক বলেও স্বীকার করা হয়েছে।

শনিবার থেকে হুগলির ডানকুনিতে শুরু হচ্ছে সিপিএমের তিনদিনের ২৭তম রাজ্য সম্মেলন। তার আগে খসড়া প্রতিবেদনের ছত্রে ছত্রে দলের নেতা, কর্মীদের ব্যর্থতা, সাংগঠনিক দুর্বলতা ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে উদ্বেগের বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে। খসড়ার ২০ থেকে ৪৭ পাতার মধ্যে জানানো হয়েছে, দলের সঙ্গে গরিবের বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে। গরিব মানুষ ও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে ক্রমেই দল বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। যা একপ্রকার উদ্বেগজনক। এর নেপথ্যে বুথ স্তর থেকে সাংগঠনিক দুর্বলতাই রয়েছে বলে মনে করছে আলিমুদ্দিন। বহু নেতা রয়েছেন যাঁরা এখনও নেতৃত্বসুলভ মনোভাব থেকে বেরিয়ে

আসতে পারেননি। দলের নীচু স্তর থেকে কর্মীদের একত্রিত করা ও ইস্যুভিত্তিক পথে নামার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা রয়েছে নেতাদের। অনেক নেতারই একক শক্তিতে লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও ভীতি রয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে সিপিএম।

এই সম্মেলনের পরেই রাজ্য কমিটি গঠন করা হবে। বিধানসভা নির্বাচনের গতিপ্রকৃতির মূল ভিত্তি হবে এই রাজ্য কমিটি। তাই এই ভাবনা নিয়েই তরুণ ও মহিলা মুখকে জায়গা দেওয়ার কথা বিশেষভাবে ভাবনাচিন্তা চলছে। তাছাড়াও দলে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা ও এগিয়ে আনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়াস নেওয়ার চেষ্টা করছে সিপিএম। তবে দলীয় খসড়ায় স্বীকার করা হয়েছে, মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি উদ্বেগজনক। তিন বছরে পার্টি সদস্য ২৫ হাজার কমেছে। অনেকে দলের সদস্যপদ নিলেও একবছরের মধ্যে তা ছেড়েও দিচ্ছে। এই বিষয়টিও চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। সদস্য সংখ্যা কমার ফলে বিভিন্ন কমিটিও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে। নির্বাচনের সময় বুথে দুর্বলতার বিষয়টিও স্বীকার করা হয়েছে। আর এর ফলেই নির্বাচনি বিপর্যয় ও জনসমর্থন কমেছে বলেও মেনে নেওয়া হয়েছে। বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই সিপিএম রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাংগঠনিক ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতি স্বীকার করেছে। ফলে একক শক্তিতে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় কাটিয়ে কীভাবে ঘুরে দাঁড়ানো যাবে, তার সমাধানসূত্র খুঁজবে আলিমুদ্দিন।

গোয়ার রাজ্যপালের বই প্রকাশ

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : তিনি একজন আইনজীবী। বর্তমানে গোয়ার রাজ্যপাল। আবার একজন লেখকও। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সর্বজনবিদিত। বৃহস্পতিবার বহুমুখী প্রতিভাবান পিএস শ্রীধরন পিল্লাই-এর লেখা 'দেবদূতের সান্নিধ্যে' বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় কলকাতার রাজভবনে। উদ্বোধন করেন এই রাজ্যের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

এর আগে ১২৫টি বই লিখেছেন পিল্লাই। মালয়ালম ভাষার অন্যতম জনপ্রিয় লেখক তিনি। তাঁর লেখা 'অন দ্য সাইড অফ দ্য অ্যাঞ্জেল' বইটির বাংলায় অনুবাদ করেন প্রমোদরঞ্জন সাহা। এদিন বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় পিল্লাই ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালয়ালম ভাষার অপর জনপ্রিয় লেখক, দু'বার কেরল সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ই সন্তোষকুমার। এছাড়াও ছিলেন এবছর পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত রাজবংশী ভাষা আন্দোলনের নেতা, শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর হাতে বইটির প্রথম কপিটি তুলে দেন বোস। পিল্লাইয়ের লেখা বইটি প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা, সুখপাঠ্য ও হৃদয়স্পর্শী বলে মন্তব্য করেন নগেন্দ্রনাথবাবু।

ইউজিসি'র প্রস্তাবের পালটা প্রস্তাব রাজ্যের

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা কাড়তে চাইছে কেন্দ্র। সেই লক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন বা ইউজিসি'র মাধ্যমে দেশের সব রাজ্যকে খসড়া প্রস্তাব পাঠিয়েছে কেন্দ্র। অভিযোগ করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় কেন্দ্রের পাঠানো এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে পালটা প্রস্তাব গ্রহণ করল রাজ্য।

প্রস্তাবের ওপর আলোচনার শেষে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'চলতি বছরে ইউজিসি যে খসড়া প্রস্তাব পাঠিয়েছে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নিয়োগের জন্য গঠিত সার্চ কমিটিতে রাজ্য সরকারের কোনও প্রতিনিধি রাখা হয়নি। সংবিধানে শিক্ষা কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ বিষয় বলে চিহ্নিত। অথচ ইউজিসি'র এই খসড়া প্রস্তাবের মাধ্যমে সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূলেই আঘাত করার চেষ্টা হচ্ছে। সবরকম আইন এবং সংবিধানকে কীভাবে কুক্ষিগত করা যায় এই প্রস্তাব তার জ্বলন্ত প্রমাণ। শিক্ষামন্ত্রীর মতে, এই প্রস্তাব অনুমোদিত হলে রাজ্যের কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের কোনও ভূমিকাই থাকবে না।

গন্তব্য বাংলাই, একমত দেবী শেঠি

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বাংলা মানেই ব্যবসা। রাজ্য সরকারের এই স্লোগানে সিলমোহর দিয়ে গেলেন বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ দেবী শেঠি। বৃহস্পতিবার নিউটাউনে ১১০০ শয্যার একটি হাসপাতালের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের মঞ্চে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বসিয়ে নারায়ণা হেলথের চেয়ারম্যান ডাঃ শেঠি বললেন, 'আপনাকে জানিয়ে রাখি, আপনার সরকারের ক্লার্ক থেকে মন্ত্রী সবাই আপনার স্বপ্নপূরণের জন্য কাজ করে চলেছেন। আমি এর আগের বছরের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে এসে আপনাকে বলেছিলাম, আমাদের বড় জমি দিলে এখানে আমরা সাধারণ মানুষের জন্য হাসপাতাল করতে পারি। যে কোনও রাজ্যে এইসব কাজে বছরখানেক লাগে। কিন্তু সবাই মিলে আমাদের এমনভাবে সাহায্য করলেন যে আমরা তিনমাসে জমি পেয়ে গেলাম। আর ছ'মাসের মধ্যে আমাদের হাতে হাসপাতাল বিল্ডিং তৈরির সমস্ত কাগজপত্র চলে এসেছে। তাই আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করে বলছি, সত্যিই বাংলা মানেই ব্যবসা।'

মুখ্যমন্ত্রী রিমোট কন্ট্রোলে শিলান্যাস করে ডাঃ শেঠিকে পালটা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'আমি আশা করব এই হাসপাতাল সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের উপকারে আসবে। এটি হবে সারা দেশের অন্যতম বৃহত্তম হাসপাতাল।' মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এদিন ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, হিডকোর চেয়ারম্যান হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, রাজ্য সরকারের উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম প্রমুখ।

মমতা ডাক্তারদের এই প্ল্যাটফর্মে রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য মাইলফলকগুলি তুলে ধরেন। জানিয়ে দেন, ডোমজুড়ে একজনের পোলিও হওয়ায় বিশ্বের দরবারে দেশ কালো তালিকাভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। পোলিও টিকা খাওয়ানোর ব্যাপারে অনেকেই কুসংস্কারে ভুগছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি এই রাজ্যে পুরোহিত ও ইমাম ভাতা চালু করি। সেই সঙ্গে বলে দিই, আপনাদেরও এমন কিছু কাজ করতে হবে, যাতে সমাজের ভালো হয়।' ইমাম ভাতা নিয়ে সমালোচনার জবাবে মমতা এদিন পোলিও নির্মূলকরণের কাজকে জুড়ে দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন তার সুদূরপ্রসারী ফলকে। সব ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার বিষয়টিও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। ভোটের মতো স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও যে সমাজের সব স্তরের মানুষের ভরসা অর্জন করা জরুরি, তাও উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, 'এই রাজ্যে ৬ শতাংশ আদিবাসী, তপশিলি জাতির মানুষ রয়েছেন ২৫ শতাংশ, ৩৩ শতাংশ মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়। সবাইকে নিয়ে চললেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আনা সম্ভব। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।'

> যে কোনও রাজ্যে এইসব কাজে বছরখানেক লাগে। কিন্তু সবাই মিলে আমাদের এমনভাবে সাহায্য করলেন যে আমরা তিনমাসে জমি পেয়ে গেলাম।
>
> -ডাঃ দেবী শেঠি

তৃণমূল সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় আসার আগের স্বাস্থ্যচিত্রের সঙ্গে এখন কতটা ফারাক হয়েছে, তার খতিয়ানও তুলে ধরেন তিনি। সন্তানের জন্মের সময়ে মায়ের মৃত্যুর কারণে অসহায় হয়ে পড়া শিশুদের জন্য এরাজ্যে মাতৃদুগ্ধের ব্যাংক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগে বাড়িতে ডেলিভারি হত ৬০ শতাংশ মায়েদের। এখন সন্তানসম্ভবা মায়েদের জন্য ওয়েটিং সেন্টার করার ফলে ৯৯ শতাংশ শিশুর জন্মই হচ্ছে হাসপাতালে। এছাড়া জেলায় জেলায় ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট সহ নানা উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন।

ডাঃ শেঠি বলেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠানে বহু নিম্ন আয়ের মানুষ চাকরি করে। আমরা বহুদিন থেকেই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে খরচ কমানোর চেষ্টা করছি। আমরা এমন স্বাস্থ্য পলিসি এনেছি যাতে ১০ হাজার টাকা বার্ষিক প্রিমিয়ামে এক কোটি টাকার চিকিৎসা ও অপারেশন খরচ পাওয়া সম্ভব। দু'টি পর্যায়ে এই হাসপাতালকে ১১০০ শয্যায় উন্নীত করা হবে বলে তিনি জানান।

সমবায় ব্যাংকে নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্টে পড়ে ৫৮৩ কোটি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : জানুয়ারিতে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সমবায় ব্যাংকের দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকা অ্যাকাউন্টগুলি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, সমবায় ব্যাংকের ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে কালো টাকা গচ্ছিত রাখা আছে। গত ৩ জানুয়ারি রাজ্যের সব সমবায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে রেজিস্ট্রার অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটির স্বাক্ষরিত চিঠি পাঠায় সমবায় ডিরেক্টরেট। তারপরই দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকা অ্যাকাউন্টগুলি সম্পর্কে খোঁজখবর শুরু হয়।

এখনও পর্যন্ত দেখা গিয়েছে, রাজ্যের সমবায় ব্যাংকগুলির দীর্ঘদিন লেনদেন না হওয়া অ্যাকাউন্ট বা ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টে প্রায় ৫৮৩ কোটি টাকা গচ্ছিত রাখা আছে। তার মধ্যে ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের অনুমতি রয়েছে এমন কৃষি সমবায় সমিতির খাতাতেই প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা রয়েছে। ওই অ্যাকাউন্টগুলির কেওয়াইসি নতুন করে চাওয়া হয়েছে।

রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'সমবায় ব্যাংকগুলিতে যে নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্টগুলি রয়েছে, সেগুলি কারা ব্যবহার করে বা এত টাকা কেন দীর্ঘদিন লেনদেন না করে রেখে দেওয়া হয়েছে, তা আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।'

সমবায় দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন, মূলত কালো টাকা নিরাপদে গচ্ছিত রাখতেই সমবায় ব্যাংকগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের টাকাও থাকতে পারে, আবার কালো পথে রোজগার করা ব্যবসায়ীদের টাকাও থাকতে পারে। নতুন করে কেওয়াইসি জমা পড়লে সেই ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হওয়া যাবে।

সমবায় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষি সমবায় সমিতিতে প্রাথমিকভাবে ৭৬.৫ শতাংশ কেওয়াইসি জমা হয়ে আছে। রাজ্য সমবায় ব্যাংক এবং জেলা সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকগুলিতে ৯৬ শতাংশ কেওয়াইসি জমা আছে। আরবান কোঅপারেটিভ ব্যাংকগুলিতে ৭২.৪৮ শতাংশ কেওয়াইসি জমা হয়ে রয়েছে। রাজ্য এবং প্রাথমিক স্তরে সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকগুলিতে ৬১.৮২ শতাংশ কেওয়াইসি জমা আছে। অর্থাৎ কোনও ক্ষেত্রেই ১০০ শতাংশ কেওয়াইসি জমা নেই। এরপরই চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই গ্রাহকদের কেওয়াইসি সংক্রান্ত কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নিয়ম অনুযায়ী রাজ্য সমবায় ব্যাংক, জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এবং আরবান কোঅপারেটিভ ব্যাংকগুলির ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টে পড়ে থাকা টাকা রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা। তবে এই পদক্ষেপ করার আগে রাজ্য সরকার এই অ্যাকাউন্টগুলির যাবতীয় তথ্য আরও একদফা যাচাই করে করে নিতে চাইছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশ ঢাকে কালো মেঘে। বেলা বাড়তেই বেশ কয়েকটি জায়গায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়। ফলে জনজীবন বেশ খানিকটা ব্যাহত হয়। রবিবার পর্যন্ত এই আবহাওয়া চলবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। ছবি : আবির চৌধুরী

গুলিবিদ্ধ চণ্ডীতলার আইসি

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বুধবার গভীর রাতে হাওড়ার নেতাজি সুভাষ রোডে গুলিবিদ্ধ হলেন হুগলির চণ্ডীতলা থানার আইসি জয়ন্ত পাল। পেশায় পানশালার নৃত্যশিল্পী বান্ধবী টিনাকে নিয়ে বুধবার বিকালে হাওড়ার একটি শপিং মলে প্রায় ৩০ হাজার টাকার কেনাকাটা করেছিলেন জয়ন্তবাবু। তারপর বান্ধবীকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। হাওড়ার ঘোষপাড়া এলাকায় একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে তাঁকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর তাঁরাই তাঁকে আন্দুল রোডের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু হুগলির এই পুলিশ অফিসারের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ রহস্য দানা বাঁধছে। ইতিমধ্যেই হাওড়া সিটি পুলিশ একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমও গঠন করেছে। পাশাপাশি তদন্ত করছে শিবপুর থানার পুলিশ। গত কয়েক মাস ধরেই সাঁকরাইল থানা এলাকার বাসিন্দা ইতি দাম ওরফে টিনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় জয়ন্তবাবুর। সেই

রহস্যময়ী নারীতে জল্পনা

সূত্রেই তিনি হাওড়ায় একটি ফ্ল্যাটও ভাড়া নিয়েছিলেন। মাঝেমধ্যেই সেই ফ্ল্যাটে টিনাকে নিয়ে যেতেন। তবে গুলি কে করল, তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। জয়ন্তবাবুর কাছে তাঁর সার্ভিস রিভলভারটিও উদ্ধার হয়েছে।

ইতিমধ্যেই পুলিশ ওই বান্ধবী সহ তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী থানার আইসি তাঁর এলাকার বাইরে গেলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়। এমনকি তাঁর সার্ভিস রিভলভারও জমা রাখতে হয়। কিন্তু তিনি কোনওটিই করেননি। একটি গাড়িতে পুলিশ স্টিকার মেরে তিনি এসেছিলেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বিপুল পরিমাণে কেনাকাটা নিয়েই টিনার সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। তারপরই জয়ন্তবাবুর বাঁ-হাতে গুলি লাগে। কিন্তু গুলি কে করল, তা নিয়েই ধন্দ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই হুগলি গ্রামীণ পুলিশের পক্ষ থেকে এই নিয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের কর্তারা জানিয়েছেন, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই পুলিশ ওই গাড়িটি আটক করে তল্লাশি চালিয়েছে। সেখানে একটি ব্যাগ পাওয়া গিয়েছে। ওই ব্যাগে যৌনতাবর্ধক ওষুধ ও কন্ডোম পাওয়া গিয়েছে। বুধবার রাতে বান্ধবীকে নিয়ে হাওড়ায় ভাড়া করা ফ্ল্যাটে জয়ন্তবাবুর যাওয়ার কথা ছিল কি না, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পাশাপাশি বাকি যে দুই তরুণ সেখানে ছিলেন, তাঁদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ।

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে

বাংলা ভাষার মুকুটে নয়া পালক। ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা পেল বাংলা। ভাষার এই মর্যাদার সঙ্গে জড়িয়ে অনেক বড় আবেগ, যা দেশ-কাল-সীমানার বেড়া মানে না। ২১ ফেব্রুয়ারির সকালে আবারও প্রশ্ন ওঠে মর্যাদা বাড়লেও বাংলাভাষী মানুষের মনে কি জায়গা পেল? কী ভাবছেন, গৌড়বঙ্গের আপামর বাঙালি?

অর্ণব চক্রবর্তী
বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা পেল ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি। এর সুফল হিসেবে প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষণ, ডিজিটালাইজেশন, সাহিত্যের অনুবাদ ও প্রকাশনা বাড়বে, নিঃসন্দেহে আশার কথা। কিন্তু প্রশ্ন রয়েই যায়, শুধু অ্যাকাডেমিক চর্চায় সীমাবদ্ধ থাকলে কি বাংলার বিকাশ সম্ভব? বাস্তবটা হল, ভাষার টিকে থাকার জন্য অর্থনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা জরুরি। বিশ্বায়নের এই যুগে ইংরেজি-হিন্দির আধিপত্যে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা আরও প্রকট। অর্থাৎ 'বাংলা ভাষা'কে যারা অ্যাকাডেমিক স্তরে চর্চা করে, তাদের কাছে এই স্বীকৃতি বিশেষ গুরুত্ব পেলেও, বাংলা ভাষার অর্থনৈতিক গুরুত্ব তৈরি করতে না পারলে, বাংলাকে কর্মক্ষেত্রের ভাষা বা অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ না করতে পারলে, সামগ্রিকভাবে এই ভাষার প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে না। ভাষাপ্রেমটা একটা আবেগের জায়গাতেই থেকে যাবে।

অদিতি বসু
কবি, সম্পাদক ও অনুবাদক

ভাষা ধ্রুপদি হল, সে মর্যাদা পেল কি না পেল, তার ওপর তো আর ভাষাকে ভালোবাসার সেই নিক্তি নির্ভর করে না। মুশকিলটা হচ্ছে, আমরা ভাবি যে একটা আইন করে বা স্বীকৃতিতেই সব হয়। তা তো আসলে হয় না। স্বীকৃতি, তার জায়গায়। অন্যদিকে, ভালোবাসা আর শ্রদ্ধাবোধ আলাদা।

কিন্তু আমরাই বাংলা ভাষাটাকে যে জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি আজকাল যে একটা পুরো বাক্য বাংলায় বলতে পারছেন না অনেকেই। অভিভাবক ও পারেন না, ফলে সন্তানও শিখছে না। স্বীকৃতির দিক দিয়ে এগিয়ে গেলেও বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসার যে ভাটা দেখা যাচ্ছে, এটা খুব দুঃখজনক। কথ্যভাষার এই বেহাল দশা দেখেশুনে ভাষাকর্মী হিসেবে মনখারাপ হয়ে যায়।

তবে আশা তো করতেই পারি, এই স্বীকৃতিতে যদি বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালির টান বাড়ে।

তবে শুধু স্বীকৃতিতে ভাষার মর্যাদা বাড়বে, এমনটা হয় না। মাতৃভাষাকে মায়ের মতো ভালোবেসে স্পষ্ট, সোজা, ঋজু বাংলায় কথা বলাই হয়তো একমাত্র পথ।

স্বর্ণা দাস
বাংলা ভাষা-সাহিত্য, শিক্ষিকা

বাংলা ভাষা ধ্রুপদি হয়েছে এ খবরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রী হিসাবে ভীষণ আনন্দিত হলেও পাশাপাশি আতঙ্কিতও। কী হবে এই 'ধ্রুপদি' তকমায়, যদি না জনজীবনে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাড়ে? পশ্চিমবঙ্গের বুকে বহুবছর ধরে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের রমরমা, আমাদের জেনারেশন যদিও বা সরকারি বাংলামাধ্যমে পড়ত কেউ কেউ, এখন বাংলামাধ্যম মানে ছি ছি! ওখানে পড়াশোনা হয় না কি? অথচ বেশি টাকা দিয়ে ভুল ইংরেজি শেখানো নামী ইংরেজিমাধ্যমে সন্তানকে পড়াতে না পারলে বাবা-মায়ের রাতে ঘুম হয় না। তা ছাড়া বাংলা পড়ে আজ আর চাকরি পাওয়া যায় না। ধ্রুপদি বাংলা ভাষা নিয়ে আলোচনা অ্যাকাডেমিক স্তরের বাইরে আসতে পারেনি। সাধারণ জনজীবনের বাংলা ভাষা ধ্রুপদি তকমায় কোনও পরিবর্তন আসেনি। মানুষের কাছে এই ভাষার গ্রহণযোগ্যতা না বাড়ালে একদিন তা ধ্রুপদ সংস্কৃত ভাষার মতোই জনজীবন বিচ্ছিন্ন ভাষায় পরিণত হয়ে যেতে পারে। তবে আমি আশাবাদী, এমন দিন যেন বাংলা ভাষার কপালে না আসে।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ
গল্পকার ও প্রাবন্ধিক

ধ্রুপদি ভাষার সঙ্গে কাজের ভাষার কোনও সম্পর্ক নেই। যে ভাষায় ধ্রুপদী সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তাই ধ্রুপদী ভাষা। বাংলা আজ ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। সংস্কৃত বহুদিন আগেই। কিন্তু সংস্কৃত মৃত ভাষা। কোনও দৈনন্দিন কাজ হয় না। পূজাপার্বণে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণই একমাত্র কাজ। অফিসে আবেদনপত্র লেখা হয় না, দোকানের নাম লেখা হয় না, এমনকি সংস্কৃতভাষায় অপশব্দের (খিস্তির) ব্যবহারও আর নেই। বাংলা কখনও যেন এইরকম না হয়। ধ্রুপদীর চেয়েও কাজের ভাষা হয়ে থেকে যাওয়াটা জরুরি। আজকের প্রজন্ম চাকরিবাকরি ও কাজের কারণে বাংলাভাষা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। বহু ভাষাভাষীর দেশ ভারতে সমস্ত ভাষাকে বিকাশের সুযোগ দিলে তবেই বাংলা সহ সব ভাষা বাঁচবে। সরকারি নীতিই পারে বাংলাভাষাকে বাঁচাতে, বাংলাভাষাকে মারতে। ব্যক্তির প্রচেষ্টা ভাষাকে বাঁচাতে পারবে না।

কৌশিক জোয়ারদার
অধ্যাপক ও লেখক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ধ্রুপদি মর্যাদা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির গবেষণা ও সামান্য কিছু কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে, যেটা পালি ও সংস্কৃতের মতো ভাষার জন্য বেশি প্রয়োজনীয়। বাংলার মতো একটি জীবন্ত ও পরিবর্তনশীল ভাষার জীবন ও মর্যাদা নির্ভর করবে মূলত বাংলাভাষী মানুষের ওপর। বাংলামাধ্যম বিদ্যালয়গুলির পুনরুজ্জীবন, সরকারি স্তরে বাংলাভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি, বাংলা চলচ্চিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও বহুল প্রচারে সচেষ্ট হওয়া, সর্বোপরি বাঙালি হিসেবে পরিচিত মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এই ভাষার চর্চা, সাহিত্যের পাঠ ও সংস্কৃতির প্রতি গর্ববোধই এই ভাষার জীবন দীর্ঘায়িত করবে। একটা জীবন্ত ভাষার দাবি গবেষকদের চেয়েও তার ব্যবহারকারীদের কাছেই বেশি থাকে। একই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য ভাষার পাশে বাংলা যদি ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা না পেত, বাঙালি হিসেবে খারাপ লাগত ঠিকই। কিন্তু রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় যদি আরও কিছু ভাষা ধ্রুপদি মর্যাদা পায়, তাতে এই স্বীকৃতি তাৎপর্য হারাবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার মতে, ধ্রুপদি স্বীকৃতির চেয়েও বেশি জরুরি সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি। আর ভারতবর্ষের মতো দেশে জীবন্ত ভাষাগুলির প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা-ভাষা আধিপত্যবাদ।

অভীক পাল
বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা ভাষার ধ্রুপদত্ব অর্জনের স্বীকৃতি আসলে বাংলা ভাষার মুকুটে আগে থেকেই থাকা প্রাচীন রংটিই আরও একবার অনুলেপন করে দেখিয়ে দেওয়া মাত্র। এমন স্বীকৃতিকে ভাষীর আত্মসন্তুষ্টি করতে ইচ্ছা করে বা ভালো লাগে বটে, তবে এতে ভাষার বা ভাষীর কারওরই কার্যক্ষেত্রে কিছুমাত্র আসে-যায় না। শ্রীবৃদ্ধি, সমৃদ্ধতার কল্পনা অর্থহীন। অন্যান্য ধ্রুপদি ভাষার পূর্বসূত্র ধরেও এ কথাই পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর ষষ্ঠ বা সপ্তম ভাষা, ভারতের দ্বিতীয় বহুল কথিত ভাষা বা ইউনেস্কো স্বীকৃত মিষ্টতম ভাষা আবার সম্প্রতি ভারতের ধ্রুপদি পদবাচ্য বাংলার কিংবা যে কোনও ভাষার ভাষা হিসেবে গুণগ্রাহ্যতা নির্ভর করে ভাষাটির ইতিহাস, ঐতিহ্যকাল ইত্যাদির উত্তরাধিকার উপস্থিতকালের ভাষায় কতখানি শক্তিশালী ও সৃজনশীল। বাংলার ধ্রুপদত্বে তার 'ছিল'টুকুকেই স্মরণ করা হয়, এতে ভাষা বা ভাষীর 'আছে'-টুকুর পাথেয় সঞ্চয় ও বিকশিত রূপ আসে না।

ফোটোস্টোরি

কুশমণ্ডি ব্লকের কাটাবাড়ি আদিবাসী হাইস্কুলের হীরক জয়ন্তী বর্ষ উৎসবের সূচনা উপলক্ষ্যে পথপরিক্রমা এবং বিদ্যালয়ের নিজস্ব মঞ্চে ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। *তথ্য : সৌরভ রায়*

বিজ্ঞানী দুয়ারির মূল্যবোধের পাঠ

সৌকর্য সোম

কানায় কানায় ভর্তি মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে তখন এককথায় পিন ড্রপ সাইলেন্স। কারও বয়স ১২ তো কারও ১৪। ডিজিটাল স্লাইডে একের পর এক ছবি দেখে বিস্ময় চোখে তখন হলভর্তি 'ওয়াও', 'কী দারুণ' আওয়াজ। বলতে বলতে কখনও কী করে পড়তে হয়, কেমন করে বাঁচতে হয়, এত বড় মহাবিশ্বের কাছে আমরা যে কতটা নগণ্য তাও বাববার বলে দিলেন তিনি। সেমিনার শেষে তখন হলভর্তি হাততালিতে ফেটে যাচ্ছে। সকলে দাঁড়িয়ে তখন স্ট্যান্ডিং অভেশন দিচ্ছেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর চোখেমুখে নতুন জগৎ দেখে তখন কারও মুখে কথা নেই। অনুষ্ঠান শেষেও চলল পড়ুয়ারা একের পর এক প্রশ্নবাণ। এআই ব্যোমমিত্রা কী করে কাজ করে? বিগ ব্যাং থিয়োরি কী সত্যি অস্তিত্ব আছে? পৃথিবী যদি হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে থেমে যায় তাহলে কী হবে? পৃথিবীর ভেতর ম্যাগমা জমে গেলে কী হবে? আরও নানা প্রশ্নের একে একে হাসিমুখে উত্তর দিয়ে গেলেন বরিষ্ঠ অধ্যাপক।

সন্ধ্যাবেলা মালদা কলেজ পদার্থবিদ্যা বিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের মালদা শাখার উদ্যোগে 'দ্য অ্যামেজিং ইউনিভার্স' নামক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আলোচনার মূল বক্তা ছিলেন জ্যোর্তিবিজ্ঞানী অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ দুয়ারি।

এদিন বিজ্ঞানমঞ্চের সভায় অতুল মার্কেটের ছাদ তখন কানায় কানায় ভর্তি। ছোট থেকে বড় সকলেরই চোখ তখন টেলিস্কোপে। শনির বলয়, চাঁদ, মঙ্গল এমনকি শুক্র দেখানো হয়। পরে সন্ধ্যাবেলা পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের মালদা জেলা কমিটির উদ্যোগে দুটো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টেলিস্কোপ উদ্বোধন করা হয়। একটি ৮ ইঞ্চি কম্পিউটারাইজ টেলিস্কোপ ও একটি ৫ ইঞ্চি মোটর ড্রাইভ টেলিস্কোপ। এমনকি উদ্বোধনে জেলা শাসক কাজ থাকায় আসতে না পারলেও নিজের ছেলেকে পাঠিয়ে দেন আকাশ দেখতে। এছাড়াও এদিন থেকে বিজ্ঞানমঞ্চের স্কাইওয়াচিং সেশন চালু হয়। টেলিস্কোপ উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন দেবীপ্রসাদ দুয়ারি, মালদা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডিএলআরও সৌম্য ঘোষ, ডিইও স্মৃতা সুব্বা, অধ্যক্ষ মানসকুমার বৈদ্য, সিএমওএইচ অমিতাভ মণ্ডল, ও সব্যসাচী চক্রবর্তী প্রমুখ।

মালদা কলেজের অধ্যক্ষ মানসকুমার বৈদ্য জানান, 'দেবীপ্রসাদ দুয়ারি জ্যোর্তিবিজ্ঞান জগতে একজন বিখ্যাত মানুষ। এটা সবাই জানেন। আমাদের এই লেকচার ওনার ১৭০০তম লেকচার। অডিটোরিয়ামে প্রায় ৮০০ জনের ওপর ছাত্রছাত্রী জেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্কুল থেকে এসেছিল। এছাড়াও বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক অধ্যাপক সকলেই উপস্থিত ছিলেন। আগামীদিনে এরকম সেমিনার আরও করার ইচ্ছে রয়েছে।'

অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'মালদা কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের কনভেনার শ্যাম দাসের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি করা হয়। দুয়ারীর সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। উনি সব বক্তব্যই ভালো দেন। আজকের অনুষ্ঠানটাও যে এরকমই ভালো হবে তা জানতাম। জ্যোর্তিবিজ্ঞান নিয়ে ভবিষ্যতে কেউ পড়তে চাইলে কী করে পড়তে পারেন, তাও জানান তিনি।'

দেবীপ্রসাদ দুয়ারির বক্তব্য, 'এই অনুষ্ঠানটা আমার কাছে অত্যন্ত আন্তরিক লেগেছে। এই ধরনের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কিন্তু ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্যোর্তিবিজ্ঞান নয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতনতা ও নতুন তথ্য আদানপ্রদান গড়ে উঠেছে এটা একটা খুব ভালো দিক বলে মনে হয়। যে ধরনের সাড়া আমি লেকচারের সময় ও পরে আমি পেয়েছি এটা আমার কাছে একটা অত্যন্ত ভালো লাগার অনুভুতি আমার মধ্যে জাগিয়েছে। আমরা বড়রা বলি, ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার দিকে মন দেয় না। কিন্তু আমার মতে, তাদের মতো করে যদি কোনও জিনিস দেওয়া হয়। তাও আবার দুঘণ্টার লেকচারেও কোথাও না বিরক্ত হয়ে, সেটা আমার কাছে বড় পাওনা।'

পড়ুয়াদের জন্য আইনি সচেতনতা শিবির

দেশের সরকারি আইন-কানুনের একটা অংশ ছাত্রছাত্রী ও মহিলাদের বিনামূল্যে সাহায্যের জন্য থাকলেও সঠিকভাবে না জানার জন্য স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ও গ্রামের মহিলারা এর সুফল পান না। এইসব বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের জানানোর উদ্দেশ্যেই সম্প্রতি একদিনের আইনি সহায়তা শিবির হয়ে গেল পতিরামের বাহিচা লক্ষ্মীকান্ত উচ্চবিদ্যালয়ে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের (ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি বা ডিএলএসএ) উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরে ছাত্রছাত্রী ছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও উপস্থিত ছিলেন। এই শিবিরে বক্তব্য রাখেন পিএলভি পূজা দাস, সোমা পাল, তন্দ্রা রায়, সুপ্রিয়া সরকার প্রমুখ। শিবির পরিচালনায় বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ রানা শীল, পরিচালন কমিটির তরফে রানা সরকার, শিক্ষিকা টুম্পা সরকার প্রমুখ।

একদিনের এই আইনি সহায়তা শিবিরে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন হয়ে চলাফেরা করা ও বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিশেষত ভালো মাইনের কাজের প্রলোভন দেখিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া, বাবা-মাকে আগ বাড়িয়ে আর্থিক সাহায্য করে বিয়ের নাম করে মেয়েদের ভিনরাজ্যে নিয়ে যাওয়া, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ করা, শিশুশ্রম এবং বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হয়। মেয়েদের ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে দেওয়ার ঘটনা গুরুতর বেআইনি এবং সামগ্রিকভাবে ভীষণ ক্ষতিকর। তাই যে কোনও মূল্যে বাল্যবিবাহকে বন্ধ করার জন্য এদিন শপথ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি শিশু ও নারী পাচার, সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে প্রোজেক্টর সহযোগে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। এই ধরনের যে কোনও সমস্যায় পড়লে তৎক্ষণাৎ পুলিশ-প্রশাসনকে জানানোর জন্য টোল ফ্রি ফোন নম্বর ১০৯৭ নম্বরে ফোন করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।

তথ্য ও ছবি : সাজাহান আলি

এনসিসি'র পুনর্মিলনী

সম্প্রতি উদইল সেন্টার ফর টিচার্স ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এক্স এনসিসি ক্যাডেটস অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে শতাধিক প্রাক্তন এনসিসি ক্যাডেটস অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে এক্স ক্যাডেটসরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন এবং সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার মাধ্যমে এক্স ক্যাডেটসরা ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে পুনর্মিলনী আয়োজন এবং সমাজসেবামূলক কাজ পরিচালনার পরিকল্পনা নেন। এই পুনর্মিলনী শুধুমাত্র স্মৃতিচারণা নয় বরং এনসিসির শিক্ষাগ্রহণ ও মূল্যবোধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেও চিহ্নিত হল।

তথ্য : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

রোবটের কর্মশালা

রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্রের অটল ল্যাবে আয়োজিত তিনদিনের হাতেকলমে শেখার কর্মশালায় ষষ্ঠ থেকে একাদশ শ্রেণির প্রায় ১০০ শিক্ষার্থী এআই ভিত্তিক রোবটিকস মডেল তৈরির প্রশিক্ষণ নিল।

প্রধান শিক্ষক অভিজিৎকুমার দত্ত বলেন, 'শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলা ও প্রযুক্তির বাস্তব প্রয়োগ শেখানোর লক্ষ্যেই এই কর্মশালার আয়োজন। বিশেষজ্ঞরা ছাত্রছাত্রীদের হাতেকলমে রোবট তৈরির পদ্ধতি, প্রোগ্রামিং, সেন্সর ব্যবহার এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেন। কর্মশালায় প্রশিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ শ্যামল শর্মা, সাপলা সরকার, প্রশান্ত সরকার এবং দেবদ্যুতি ভৌমিক। এছাড়াও রোবটিকসের বিশেষজ্ঞরা কলকাতা থেকে এসে শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেন। তবে এই আয়োজনের জন্য কোনও সরকারি সাহায্য পাওয়া যায়নি। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের উদ্যোগেই এই পুরো কর্মশালাটি পরিচালিত হয়।'

পড়ুয়াদের একজন জানান, রোবটিকস নিয়ে এত কাছ থেকে শেখার সুযোগ আগে পাইনি। আমরা নিজের হাতে রোবট বানাতে শিখেছি, যা সত্যিই দারুণ অভিজ্ঞতা। শিক্ষক শ্যামল শর্মার মতে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বাড়াতেই এমন উদ্যোগ। ভবিষ্যতে আরও উন্নত প্রশিক্ষণের পরিকল্পনাও রয়েছে বলে বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে। *তথ্য ও ছবি : চন্দ্রনারায়ণ সাহা*

খুদেদের হস্তশিল্পকলা

স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির

স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরে আয়োজিত কলাশিল্প প্রদর্শনী ঘিরে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠল খুদে পড়ুয়ারা। বিদ্যালয়ের বার্ষিক এই প্রদর্শনীতে জল পরিশোধন প্রক্রিয়া, পরিবেশ সংরক্ষণ, গ্রিনহাউস ইত্যাদি নিয়ে তৈরি প্রায় দুশোটি মডেল ও ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প প্রদর্শিত হয়, যা তৈরি করেছে বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা। প্রদর্শনীতে নজর কেড়েছে তৃতীয় শ্রেণির মৈত্রেয় সাহা ও সপ্তম শ্রেণির দর্শন থোকদারের জল পরিশোধন মডেল এবং এল কে জি পড়ুয়া দেবাদ্রিতার গ্রিন হাউস মডেল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি রায়গঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সংঘের অধ্যক্ষ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ পড়ুয়াদের সৃজনশীলতার প্রশংসা করে বলেন, 'এই ধরনের সৃষ্টিশীল কাজ ভবিষ্যতে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।' বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রাকেশ বসু রায় শিক্ষকদের ও অভিভাবকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'শিক্ষার্থীদের এমন সৃজনশীল কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পেরে আমরা গর্বিত।' একইসঙ্গে এদিন স্কুলের দেওয়াল পত্রিকা 'ব্লুমিং বার্ডে'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্কুল প্রশাসক বিনয় লাহা। অংশগ্রহণকারী পড়ুয়াদের উৎসাহ দিতে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। *তথ্য ও ছবি : চন্দ্রনারায়ণ সাহা*

ভালোবাসার ভাষা

হীনম্মন্যতা সরিয়ে চলুক মাতৃভাষার চর্চা

উৎপল মণ্ডল

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক যদিও একটু ঘনিষ্ঠ কিন্তু আসলে এই দিনটি পৃথিবীর যে কোনও দেশেরই মাতৃভাষাকে চর্চা এবং চর্যা করে তোলার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ জামানির একটি গবেষণা সংস্থার বিচারে পৃথিবীতে নাকি প্রতি ১৪ দিনে একটি করে ভাষার অপমৃত্যু ঘটে চলেছে। তাহলে তো প্রতি ১৪ দিন অন্তর কোনও না কোনও মায়ের মৃত্যু ঘটছে! এবং সেই হিসেবে বাংলা ভাষাও শ-খানেক বছরের মধ্যে অন্তত বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাবে বলে আশঙ্কা।

কেন এমন হয়? হচ্ছে? এটা আসলে দ্বিমুখী ক্রিয়া। কনজিউমারিজমের এই যুগে একদিকে যেমন আগ্রাসন, ব্যবসায়িক স্বার্থে, উলটো দিকে তেমনি কিছুটা বাধ্যতাও বাঁচার তাগিদে। এটা শুধু বাংলা ভাষা নয়, যে কোনও ভাষার ক্ষেত্রেই সত্য। বিশেষত আমাদের উত্তরবঙ্গে এটা অনুভূত হয় টোটো, সাদরি, রাভা, মেচ, রাজবংশী... এইরকম আরও অনেক ভাষার দিকে তাকালে।

জীবন যেহেতু পাকস্থলীতে বাঁধা, অতএব অন্য ভাষা শিখতে হবে প্রয়োজনের তাগিদে। একাধিক ভাষা জানা তো ভালো। কিন্তু মাতৃভাষাকে রক্ষার দায়িত্বও তো পালন করা উচিত! কীভাবে করব? ক্ষমতার ধর্মই যে আগ্রাসন চালানো! আর ব্যবসায়নের এই যুগে ভাষার ক্ষেত্রে এ একেবারে মহামারি! বাংলা আক্রান্ত হচ্ছে ইংরেজি, হিন্দির কাছে। আবার উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অনেক ভাষা (উপরোক্ত) তেমনি আক্রান্ত বাংলার কাছে! তাহলে উপায়?

উপায় আছে। ভাবতে হবে তিন দিক থেকে। আত্মশক্তি, যৌথ প্রয়াস এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাশক্তি। আত্মশক্তি মানে হীনম্মন্যতা দূর করে মাতৃভাষা ব্যবহারের আত্মবিশ্বাস যা সাধারণত বেশিরভাগ বাঙালি করে না, সরকারি সুযোগসুবিধা থাকা সত্ত্বেও, অন্য ভাষা বলার মধ্যে আত্মশ্লাঘা বোধ করে। উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। আর এটা এককভাবে করাও ফলপ্রসূ হবে না, দরকার যৌথ প্রয়াস। কিন্তু সাধারণত এই হীনম্মন্য জাতি এর উলটোটাই করে থাকে। আর এগুলো শুধু বাংলা নয়, যে কোনও ইন্ডেঞ্জারড ল্যাঙ্গুয়েজ-এর ক্ষেত্রেই সত্য।

সব থেকে বড় উপায়— চিন্তাশক্তি, চিন্তার উৎকর্ষ, কোয়ালিটি প্রোডাক্ট। গ্লোকালাইজেশনের (গ্লোবালাইজেশন নয় কিন্তু) এই যুগে, চিন্তার উৎকর্ষ যদি থাকে তাহলে আমাকে বিশ্বের কাছে যেতে হবে না বিশ্ব আসবে আমার কাছে। সত্যজিৎ রায় বাংলাতে ফিল্ম করেই অস্কার জিতেছেন, যামিনী রায় কিংবা রামকিঙ্কর বেইজ অন্য কোনও ভাষাই জানতেন না, অথচ বিশ্বের কাছে পরিচিত সেই সময়! আর এখন তো কোয়ালিটি থাকলে ভাইরাল হওয়া মুহূর্তের ব্যাপার, সে পৃথিবীর যে প্রান্তেরই বিষয় হোক। অজস্র উদাহরণ মোবাইলেই। গুপি বাঘার কথা ভাবুন– 'মোদের নিজের ভাষা ভিন্ন আর ভাষা জানা নাই'— গানে বলছেন এই কথা কিন্তু পৌঁছে গিয়েছেন রাজদরবারে! এটাই কোয়ালিটি। এটা আমার মনে হয়, যে কোনও ভাষার ক্ষেত্রেই সত্য। অতএব আজ এটাই শপথ হোক। না হলে ঘটা করে উদযাপন করে ভাবের ঘরে চুরি ঠেকাতে না পারলে, বৃদ্ধাশ্রম অনিবার্য, এবং ক্রমশ অবলুপ্তি।

(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক)

উচ্চশিক্ষায় রাজবংশী, কামতাপুরিতে পঠনপাঠন চাই

নগেন্দ্রনাথ রায়

অরুণাচলপ্রদেশে তিন বছর আগে বৃদ্ধ দম্পতির অমানবিক মৃত্যু আজও মনের কোণে দগদগে ঘা করে রেখেছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এলে, ওই ঘটনা নতুন করে চোখের কোণ ভিজিয়ে দেয়। বৃদ্ধ দম্পতির ভাষা ওই প্রদেশের কেউ জানতেন না। দুজনে কাতর কণ্ঠে জল চাইলেও কেউই তা বুঝতে না পারায়, সাহায্যের হাত বাড়াতে পারেননি। এমনকি, স্বামী-স্ত্রীর শরীরের ভিতরে যে মারণ কোনও ব্যাধি বাসা বেঁধেছে, সেটাও কেউ টের পায়নি। হয়তো নিজেদের ভাষায় তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন, অজানা ভাষায় কেউ বুঝতে পারেননি। বছরের পর বছর নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরা কিন্তু মাতৃভাষাকে ত্যাগ করেননি। মাতৃভাষার শিক্ষাটা এখানেই। সকলেই চান, তাঁর মাতৃভাষা যেন সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

সে কারণেই রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষাকে সামনে রেখে নানা আন্দোলন। অষ্টম তফশিলে কেন আমার মাতৃভাষা অন্তর্ভুক্ত হবে না, নতুন করে সেই দাবি উঠেছে। আমার ভাষা যাতে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত হয়, তার জন্য মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছে দরবারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন না হয়, সেই আন্দোলন বা দাবির প্রসঙ্গে নাই বা ঢুকলাম। কিন্তু উত্তরবঙ্গেই যেখানে দেড়-দু'কোটি মানুষ রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষায় কথা বলে, সেখানে কেন মাধ্যমিক স্তর, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষায় পঠনপাঠন হবে না? এটাই কিন্তু সময়ের দাবি। আমার মনে হয়, রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষায় পাঠ্যবই হওয়া উচিত। সাহিত্যচর্চা যখন হচ্ছে, গবেষণা হচ্ছে, তখন এই ভাষা নিয়ে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মশালা হওয়া উচিত।

আসলে নিজের আক্ষেপ থেকে বুঝতে পেরেছি না পাওয়ার যন্ত্রণাটা কতটা। বাড়ি বা সমাজে কথা বলতাম মাতৃভাষায়। কিন্তু পড়তে হত বাংলায় (বাংলা ভাষাকে অশ্রদ্ধা করছি না। সেই দুঃসাহস আমার নেই।)। প্রাথমিক থেকে কলেজ জীবন, পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভাষার পরিবর্তন ঘটেনি আমার জীবনে। মাতৃভাষা দিবস এলে, বিষয়টি নিয়ে যন্ত্রণা পাই।

মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করা হলেও, প্রাপ্যটুকু কিন্তু আমাদের সমাজ পায়নি। এই তো রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চার জন্য এবছর আমাকে পদ্মশ্রী সম্মানের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। কিন্তু আক্ষেপ হল, চিঠিপত্র এবং বিভিন্ন নথিপত্র পাঠাতে পারছি না মাতৃভাষায়। চাই প্রতিটি নরনারী তাঁর মায়ের ভাষা নিয়ে গর্ববোধ করুক। তৈরি হোক তাঁদের শব্দকোষ। স্বীকৃতি পাক পারিভাষায় (সরকারি পরিভাষা)। এই তো মাতৃভাষা দিবসের ২৪ ঘণ্টা আগে ছিলাম কলকাতার রাজভবনে। গোয়ার রাজ্যপালের লেখা বইয়ের প্রকাশ অনুষ্ঠান। বাংলায় অনুবাদ করা বইয়ের প্রকাশ অনুষ্ঠান। কিন্তু গোয়ার রাজ্যপালকে দেখলাম পরিচিতদের সঙ্গে দক্ষিণী ভাষায় কথা বলছেন। এটাই মাতৃভাষার সার্থকতা।

মায়ের ভাষার মতো কি মিষ্টি আর কিছু আছে? নেই। তাই চাই সমস্ত মায়ের ভাষা বিকশিত হোক। কেননা, ভাষার মধ্যে দিয়েই জাতির মুক্তি ঘটে। সব ভাষার বিকাশ ঘটলে নিশ্চয় অরুণাচলপ্রদেশে মাথা গোঁজা ওই দম্পতির এমন অসহনীয় মৃত্যু হত না।

(লেখক পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত ভাষাকর্মী)

অনুলিখন - সানি সরকার

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কুরুখ ভাষা রক্ষা ও বিস্তারে কাজ করে যাব

বিমল কুমার টপ্পো

আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মাতৃভাষা রক্ষার দিন। অন্যান্য ভাষার মতো আমার মাতৃভাষা 'কুরুখ' নানাভাবে আক্রান্ত। কিন্তু এই ভাষা রক্ষা ও বিস্তারে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেই কাজ করে যাব।

বর্তমানে কুরুখ ভাষা পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সরকারি ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। এই ভাষায় দেবনাগরী এবং 'তোলং সিকি' নামে নিজস্ব লিপির প্রচলন রয়েছে। ওরাওঁ ও কিষান জনজাতির শিক্ষার হার যথাক্রমে ২৩ এবং ১৭ শতাংশ। ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড় রাজ্যে কুরুখ ভাষায় স্কুলের পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। আমরা বারবার দাবি জানিয়ে আসছি আমাদের রাজ্যে ওরাওঁ অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে অন্তত কুরুখ ভাষাতে প্রাথমিক স্তরে সাবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা হোক। এই জীবদ্দশায় সেটা দেখে যেতে চাই।

তবে আমরা কুরুখ ওরাওঁ লিটারারি অ্যান্ড কালচারাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের ওরাওঁ জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কুরুখ ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র চালাচ্ছি। সেটা কুরুখ ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ভালো কাজ হচ্ছে।

অন্যান্য ভাষার মতো কুরুখ ভাষাও নানাভাবে আক্রান্ত। ওরাওঁ এবং কিষান জনজাতির মানুষ মূলত কুরুখ ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু এ রাজ্যের ওরাওঁ বা কিষান সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের মাতৃভাষা ভুলে যাচ্ছেন। তাঁরা সাদরি অথবা অন্য ভাষায় কথা বলছেন। আমরা সেইসব মানুষকে কুরুখ ভাষা শিক্ষাকেন্দ্রে এনে তাঁদের মাতৃভাষা শেখাচ্ছি।

এক্ষেত্রে ব্যাকরণ এবং নামতা বইয়ের সমস্যা ছিল। ঝাড়খণ্ড থেকে আমরা ব্যাকরণ বই এনেছিলাম। কিন্তু সেটি নতুন শিক্ষানবিশদের জন্য কিছুটা সমস্যা হচ্ছিল। তাই আমি নিজে সরল ব্যাকরণ বই লিখেছি। নামতা বইটি এক্ষেত্রে ভীষণ কাজে লাগছে। এছাড়া রামপ্রসাদ তিরকে অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী, তিনিও একটি বই লিখেছেন। সেই বইটিও আমরা কুরুখ ভাষা শিক্ষাকেন্দ্রে পড়াচ্ছি।

নতুন প্রজন্মের মধ্যে কুরুখ ভাষার প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে আমরা নিয়মিত সেমিনার করছি। এছাড়া সাহিত্য রচনা, কবিতা, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ এগুলি লিখে সেগুলি নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে সেগুলি তাদের পড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছি।

আমার লেখা গল্প, কবিতা, নাটক রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে। তবে কুরুখ ভাষায় সাহিত্যচর্চা এ রাজ্যে সেভাবে হচ্ছে না। বালুরঘাট, বীরভূমের কয়েকজন হাতেগোনা এবং ডুয়ার্সের আমি সহ মাত্র ক'জন কুরুখ ভাষায় সাহিত্যচর্চা করছি।

এর মধ্যেও আমরা কুরুখ সাহিত্যচর্চার বিকাশ ঘটাতে সাহিত্যসভার আয়োজন করে চলেছি। নতুন প্রজন্মকে সেই সাহিত্যসভাগুলিতে শামিল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ভাষা একটি জাতির সব থেকে বড় পরিচয়। ভাষা বেঁচে থাকলে সেই জাতি বেঁচে থাকবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে একটিই কথা বলব, কুরুখ ভাষার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত মাতৃভাষা রক্ষা হোক, উৎকর্ষ সাধিত হোক, সব জাতি তাদের মাতৃভাষায় কথা বলুক।

লেখক : কুরুখ ভাষার সাহিত্যিক, অনুলিখন : রাজু সাহা

স্কুলে পড়ানো হোক টোটো ভাষায়

ভক্ত টোটো

২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস। বিশ্বজুড়ে এদিন পালিত হবে ভাষা দিবস। পৃথিবীর সব জাতি চায় তাদের নিজেদের ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে। কেননা সব জাতির ক্ষেত্রেই ভাষা হল তাদের প্রাণ ও পরিচিতি। ভাষা আমাদের মায়ের মতোই হৃদয়ের বড় কাছাকাছি থাকে। আমি চাই আমাদের টোটো ভাষাকে পৃথিবীর বুকে একটা আলাদা পরিচিতি দিতে। কারণ আমরা পৃথিবীর আদিম জনজাতির মানুষ। আমাদের ভাষাকে সংরক্ষণ না করলে ধীরে ধীরে কালের বিবর্তনে বিলুপ্তির পথে চলে যাবে। সেইজন্য আমাদের টোটো ভাষার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

বহু বহু বছর ধরে টোটোদের কোনও লিপি ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যাপারে গবেষণা করেন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত ধনীরাম টোটো। অবশেষে তিনি ২৬টি টোটো ভাষার অক্ষর তৈরি করে ইতিহাস রচনা করেন। রাজ্য তথা কেন্দ্র সরকারের কাছে আমার আবেদন, টোটো ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন। আর সেইজন্য টোটোপাড়ার সব প্রাথমিক স্কুল এবং হাইস্কুলে অন্তত একটি বিষয় টোটো ভাষায় পড়ানোর ব্যবস্থা করা হোক। আর শিক্ষিত টোটো ছেলেমেয়েদের শিক্ষক-শিক্ষিকার পদে রাখা হোক।

আমি নিজে টোটো শব্দ সংগ্রহ করে 'টোটো শব্দ সংগ্রহ' নামে একটি বই লিখেছি। বইটিতে টোটো শব্দগুলির বাংলা ও ইংরেজিতে অনুবাদ রয়েছে। আর বাংলা হরফে টোটো শব্দ লেখা রয়েছে। আমার মূল উদ্দেশ্য হল, টোটো ভাষার শব্দগুলি লিখিত আকারে সংরক্ষিত করে রাখা। আর নতুন প্রজন্মের টোটো ছেলেমেয়েদের হাতে তা পৌঁছে দেওয়া।

টোটো ভাষার নতুন লিপি নিয়ে টোটোপাড়ার চিত্তরঞ্জন মেমোরিয়াল এডুকেশন সেন্টারে পড়ানোর ব্যবস্থা চলছে। আমি চাই সরকারি স্কুলেও এই লিপি নিয়ে পঠনপাঠন চালু হোক। আমি টোটোবিকো লোইকো দেরিং নামে একটি ছোট্ট পত্রিকায় নিয়মিত লিখে চলেছি। টোটো শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে এই পত্রিকায়। আবার টোটো ভাষায় গানের মাধ্যমে টোটো ভাষাকে প্রচারের চেষ্টা করছেন টোটো ছেলেমেয়েরা।

লেখক : সাহিত্যিক, অনুলিখন : নীহাররঞ্জন ঘোষ

ছোট্ট তারা

রায়গঞ্জের প্রিয়াংশু সাহা (৬)। রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেয়েছে। বড় হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চায় সে।

আহা কী আনন্দ...। পরীক্ষা শেষে ছাত্রীরা। বালুরঘাট।- মাজিদুর সরদার

বর্ষার আগে নিকাশিনালার দাবি

বৃষ্টি হলেই ডুবে যায় কবরস্থান

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২০ ফেব্রুয়ারি : মালদা শহরের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের চার্চপল্লি। এই এলাকার এক প্রান্তে বিশাল জমির উপর রয়েছে কবরস্থান। শহরের মুসলিম সমাজের একমাত্র এই কবরস্থানটি নানা পরিকাঠামোর অভাবে ভুগছে। এর অন্যতম, এক বৃষ্টিতেই কবরস্থান পুকুরের চেহারা নেয়। রাতবিরেতে মৃতদেহ কবরস্থ করতে চরম সমস্যায় পড়তে হয়।

এই পরিস্থিতিতে আগামী বর্ষার আগে মালদা শহরের কবরস্থানের নিকাশি ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর দাবি উঠেছে।

স্বাধীনতার আগে একটা সময় যখন এখনকার চার্চপল্লি ছিল ঘন জঙ্গলে ভরা। সেইসময় থেকেই এই এলাকাটি পরিচিত হয়ে ওঠে কবরস্থান হিসেবে। মালদা শহরের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের একমাত্র কবরস্থান রয়েছে চার্চপল্লিতে।

২০০২ সালে তৎকালীন সাংসদ গনি খান চৌধুরীর সাংসদ কোটার টাকায় কবরস্থানটির কিছুটা আধুনিকীকরণ করা হয়। এছাড়াও কখনও ইংরেজবাজার পুরসভা, কখনও বা মুসলিম ইনস্টিটিউটের সহায়তায় কিছুটা কাজ করা হয়।

কমিটির তরফে কবরস্থানের একটি অংশ উঁচু করতে মাটি ফেলা হয়। বর্ষায় কবরস্থানে জল জমে গেলে ওই উঁচু স্থানে যাতে মৃতদেহ কবরস্থ করতে সমস্যায় না পড়তে হয়। শহর মুসলিম কমিটি আটকোশির সম্পাদক মহঃ আসিফ হোসেনের অভিযোগ, বর্ষার সময়

কবরস্থান

কোনও ব্যক্তি মারা গেলে কবরস্থ করতে চরম সমস্যার মুখে পড়তে। সমস্যা মেটাতে কবরস্থানের ভিতরে মাটি ফেলে উঁচু জায়গা করা হয়েছে।'

কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি কেন? প্রশ্নের উত্তরে আটকোশির সম্পাদক বলেন, 'আমাদের জানানো হয় এই কাজের জন্য প্রায় ৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু কাজ কোথায় হল? এভাবে ৩ বছর অতিক্রান্ত। আমরা চাইছি এবছর বর্ষা শুরুর আগেই কবরস্থানের জলনিকাশি ব্যবস্থার সমাধান করুক প্রশাসন।'

'সামাজিক কাজে' আন্তরিক সেনানী

মন ভালো করা

সুকুমার বাড়ই

ছোটদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আন্তরিক পাঠশালায়। রায়গঞ্জে। - সংবাদচিত্র

রায়গঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : সময়টা ২০১৭। রায়গঞ্জের ভয়াবহ বন্যাতে একদল তরুণ-তরুণী নেমেছিল ত্রাণকার্যে। সেখান থেকেই শুরু একসঙ্গে সমাজের জন্য কাজ করার অদম্য ইচ্ছে। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। কিছুদিন কাজ করার পরই নিজেদের সংস্থাকে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলে এনজিও হিসেবে। নাম রায়গঞ্জ আন্তরিক। আনুষ্ঠানিকভাবে পথ চলা শুরু ২০১৮ সালের ১৫ অগাস্ট থেকে। সৈকত চক্রবর্তী, শুভজিৎ মজুমদার, মধুমিতা সাহা, জয়িতা রায়রা সামাজিক কাজে যোগ দেন একেকজন সেনা হিসেবে। ষোলোআনা আন্তরিকতায় নানা সামাজিক প্রকল্প হাতে নিয়ে নিরলস কাজ করেছেন।

সাহায্যের নিরিখে আন্তরিকের তরফে চালু রয়েছে নানারকম প্রকল্প। এই যেমন আন্তরিক পাঠশালা প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘ ৮ বছর ধরে পিছিয়ে থাকা রায়গঞ্জের অদূরে দক্ষিণ সোহরাই গ্রামের আদিবাসী বাচ্চাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে চলছে নানা কাজ। তেমনিই আবার আন্তরিক বটবৃক্ষ প্রকল্পের মাধ্যমে পৃথিবীকে আরও সবুজ ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। অন্য পুজোতে আদিবাসী দুঃস্থ বাচ্চাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় নতুন জামাকাপড়। মগজাস্ত্র প্রয়োগ প্রকল্পে পড়ুয়াদের বুদ্ধির বিকাশ এবং মূল্যবোধ জাগাতে নেওয়া হয় নানা উদ্যোগ। আন্তরিক খাদ্য ভাণ্ডারের মাধ্যমে দুঃস্থ মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় খাবার। আন্তরিক আলনাতে রাখা হয় বিভিন্ন পোশাক যা গরিব মানুষরা ব্যবহার করেন। আন্তরিক গ্রন্থাগারে রয়েছে বিভিন্ন মানুষের দেওয়া বইয়ের ভাণ্ডার। এখান থেকে যাদের যে বই দরকার তা তারা নিয়ে পড়তে পারেন।

আন্তরিকের এক সদস্য সৈকত চক্রবর্তীর কথায়, 'সামাজিক কাজ করতে আলাদা একটা ভালোলাগা কাজ করে। যখন দেখি গ্রামের আদিবাসী পড়ুয়ারা নিজেরাই পড়তে, গাইতে, নাচতে, আঁকতে পারছে তখন একটা অন্যরকম অনুভূতি হয়। তবে এ কাজে অর্থের দরকার। অর্থাভাবে অনেক কাজ করে ওঠা যায় না। মূলত নিজেরাই অর্থ দিই আবার কখনও অনেক সহৃদয় মানুষ আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।'

এভাবেই রায়গঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকার মানুষদের সাহায্যের একমাত্র ভরসা হয়ে উঠেছে আন্তরিক।

বাঁশি নয়, নির্মল সাথীরা আসবেন মাইক হাতে

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : সকাল হতেই নির্দিষ্ট সময়ে দুয়ারে দুয়ারে বাঁশি বাজাচ্ছেন নির্মল সাথীর কর্মীরা। কখনও বাঁশির আওয়াজ শুনে গৃহকর্তারা বর্জ্য পদার্থ বের করে আনছেন, আবার কখনও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আবার অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরেও হতাশ হয়ে ফেরত যেতে হচ্ছে তাঁদের। এর ফলে কার্যত দীর্ঘদিন ধরে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছিল পুর এলাকায়। অবশেষে দীর্ঘদিনের এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হল গঙ্গারামপুর পুরসভা। নির্মল সাথী কর্মীদের কথা যাতে গৃহকর্তারা স্পষ্ট শুনতে পান, সেজন্য নির্মল সাথী কর্মীদের মাইক বিলি করা হল।

বৃহস্পতিবার বিকেলে গঙ্গারামপুর পুরসভা ভবনে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গঙ্গারামপুর পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডের নির্মল সাথীর কর্মীদের হাতে মাইক তুলে দেওয়া হয়।

এবিষয়ে নির্মল সাথী রুমা তামলি জানান, 'আগে আমরা নির্দিষ্ট সময়ে বাঁশি বাজিয়ে ওয়ার্ডজুড়ে

জঞ্জাল সাফাইয়ে অভিনব পদক্ষেপ

বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করতে যেতাম। কিন্তু প্রায়শই আমাদের বাঁশির আওয়াজ গৃহকর্তারা শুনতে পেতেন না। এই সমস্যার হাত থেকে বাঁচাতে পুরসভার তরফে আজ মাইক দেওয়া হল।'

গৃহবধূ নমিতা ঘোষের মন্তব্য, 'আমরা বাড়িতে বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকি। প্রত্যেকদিন নির্মল সাথীর উপস্থিতি টের পাই না। ফলে প্রতিদিন বাড়ির বর্জ্য পদার্থ তাদেরকে দেওয়া সম্ভব হয় না। অনেক সময় বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে বাঁশির আওয়াজও শোনা যায় না। এখন মাইকের ব্যবহার করলে আশা করছি তাদের উপস্থিতি আমরা খুব সহজে টের পাব এবং আমরা বর্জ্য পদার্থ নির্দিষ্ট সময়েই দিতে পারব।'

গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র জানান, 'দীর্ঘদিন ধরেই নির্মল সাথীদের বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করতে সমস্যা হচ্ছে বলে জানতে পারছিলাম। মূলত শহরে দোতলা-তিনতলা বাড়িতে যারা রয়েছেন, তারা উপর থেকে তাদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন না। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে বর্জ্য পদার্থ নিতে সমস্যা হচ্ছিল। আবার দীর্ঘক্ষণ কর্মীদের দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্যই আমরা আজ মাইক বিলি করলাম। আশা করছি, এরপরে সুষ্ঠভাবে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।'

তালা ঝুলছে পুলিশ ফাঁড়িতে

দিলীপকুমার তালুকদার

বুনিয়াদপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : বুনিয়াদপুর শহর সংলগ্ন এলাকার মানুষের সমস্যা লাঘবে সেলিমাবাদে বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ রাজ্য সড়কের ধারেই তৈরি করা হয়েছিল এক ঝাঁ চকচকে পুলিশ ফাঁড়ি। ২০২৩ সালের ৭ অগাস্ট ঘটা করে উদ্বোধনও করা হয়। ওই ফাঁড়ি চালু হওয়ার পর একাধিক পুলিশ এবং সিভিক ভলান্টিয়ারকে পুলিশ ফাঁড়িতে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা সারাদিন দায়িত্ব পালন করলেও কেউ কোনও অভিযোগ নিয়ে সেখানে হাজির হয়নি। কয়েক মাস সেখানে চলতে থাকায় পুলিশকর্মী এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের থানায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়। তারপর মাস ছয়েক আগে সেই যে ফাঁড়ির দরজায় তালা পড়েছে। সেই তালা খোলেনি এখনও পর্যন্ত।

এলাকার মানুষের অভিযোগ, যে কোনও অভিযোগ জানাতে এক কিলোমিটারেরও বেশি পথ অতিক্রম

করে টাঙন নদীর সেতু পেরিয়ে বংশীহারী থানায় যেতে হয়। এই অসুবিধা দূর করতে জেলা পুলিশের উদ্যোগে প্রচুর টাকা খরচ করে পুলিশ ফাঁড়িটি তৈরি করা হয়েছিল।

বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান অখিল বর্মনের দাবি, 'কী কারণে চালু হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই পুলিশ ফাঁড়ি বন্ধ হয়ে গেল, তা বলতে পারব না। তবে, জনগণের সুবিধার্থে পুলিশ ফাঁড়িটি অতিশীঘ্র চালু করা উচিত বলে আমি মনে করি।' বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রশাসক কমল সরকারের আশ্বাস, 'বংশীহারী থানা মারফত জেনেছি, নানা কারণে এতদিন পুলিশ ফাঁড়ি বন্ধ থাকলেও খুব শীঘ্রই তা চালু করা হবে।' পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানিয়েছেন, 'ফাঁড়িটি খুব শীঘ্রই চালু করা হবে।'

দত্তপাড়ার রাস্তায় মরণফাঁদ

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : পিচ উঠে বেরিয়ে পড়েছে পাথর। রাস্তার মাঝে তৈরি হয়েছে গর্ত, মরণফাঁদ। খোদ শহরের বুকে এমন ভয়াবহ রাস্তার কারণে পথ চলতে দুর্ভোগে পড়ছেন পথচারী ও ওয়ার্ডবাসী।

গঙ্গারামপুর পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের দত্তপাড়ার রাস্তাটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন দত্তপাড়ার রাস্তাটি দিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন। এলাকার মানুষ ছাড়াও গঙ্গারামপুর উচ্চবিদ্যালয়, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের বহু ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকারা মোটরবাইক, টোটো ছাড়াও হেঁটে যাতায়াত করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে দত্তপাড়ার রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। পিচের রাস্তার পাথর বেরিয়ে কঙ্কালসারে পরিণত হয়েছে। বেহাল রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে ভীষণ দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে পথচারীদের।

গৃহবধূ শিখা সরকারের কথায়, 'আমাদের দত্তপাড়ার রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন। বর্তমানে রাস্তার পিচ উঠে পাথর বেরিয়ে গিয়েছে।' এলাকার বাসিন্দা পরেশ সরকার অভিযোগ করে বলেন, 'খানাখন্দে ভরা যাওয়ায় পথ চলতে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। রাস্তাটি সংস্কার করলে একটু নিরাপদে চলাচল করা যায়।' ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রাকেশ পণ্ডিতের সাফাই, 'রাস্তাটি সংস্কারের জন্য পুরসভায় আবেদন জানিয়েছি।'

অ্যাফিডেভিট

আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No- 1724 Dt- 3/2/2010 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 27/01/25 এ প্রথম শ্রেণি J.M তৃতীয় কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে আমার ছেলের নাম Sriful Sk থেকে Sorif Sk করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-114034)

তিস্তা তোর্সায় আগুন-আতঙ্ক

সালার, ২০ ফেব্রুয়ারি : ফের ট্রেনে আগুন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের সালার স্টেশনের কাছে আপ তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসে এই ঘটনা। শিয়ালদা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যাওয়ার সময় ট্রেনে আগুন আতঙ্কে যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ভয়ে অনেকে অনেকে ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। প্রায় আধঘণ্টা পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে ট্রেনটি ফের যাত্রা শুরু করে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ইঞ্জিন সংলগ্ন একটি অসংরক্ষিত কামরার পাইপে আগুন লেগেছিল। তবে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি।

জালিয়াতিতে গ্রেপ্তার এক

কুমারগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : ল্যাবের রসিদ জালিয়াতি ও টাকা তোলার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। ধৃতের নাম ফয়জুল সরকার (৩০)। বাড়ি সমজিয়া পঞ্চায়েতের বাসন্তী কাটনাপাড়ায়।

এই গ্রেপ্তারির পরেই রাজনৈতিক বিতর্ক দানা বাঁধে। সিপিএম নেতা মোফাজ্জল হোসেনের অভিযোগ, 'ফয়জুল সরকার এলাকার পরিচিত তৃণমূল নেতা এবং দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণেই এত বড় প্রতারণা করতে পেরেছে।'

তবে তৃণমূল, সিপিএমের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, 'ধৃত ফয়জুলের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই এবং তাকে দলের নেতা বলা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অপপ্রচার।'

১১টি উট উদ্ধার

কুশমণ্ডি, ২০ ফেব্রুয়ারি : কুশমণ্ডি ব্লকের দশ নম্বর রাজ্য সড়কের ধারে সিংতোর গ্রামে ধরা পরল এগারোটি উট।

আইসি তরুণ সাহা জানান, 'ঘটনার তদন্ত চলছে এবং শীঘ্রই উট পাচারকারীদের চিহ্নিত করা হবে। আইনানুগভাবে উটগুলো একটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে রাজস্থানে ফেরত পাঠানো হবে।'

সিআইডি জালে

প্রথম পাতার পর

গ্রাহকরা। ওই অ্যাকাউন্টের এটিএম কার্ড মূল শাখা থেকে পৌঁছাত সিএসপির কাছে। বিভিন্ন নামের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হত স্কলারশিপ ফর্মে। মাইনরিটি সহ তপশিলি জাতি ও উপজাতি এবং বিশেষভাবে সক্ষম কোটার বৃত্তি পাওয়ার জন্য নানা কৌশলে টাকা তোলার কথা জানিয়েছিল সিআইডি।

ভবানী ভবন সূত্রের খবর, চক্রের মূল ৯ জন পান্ডার বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে জামিন নাকচ করার জন্য উচ্চআদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল গোয়েন্দা দপ্তর। উচ্চআদালত পঞ্চু সহ একাধিক ব্যক্তির জামিন খারিজ করেছিল। তার পরেই অভিযান চালিয়ে বুধবার রাতে পঞ্চু বসাক ও অশোক বসাককে গ্রেপ্তার করেছে। এই মাইনরিটি মামলায় সাবধান স্কুলের এক পার্শ্বশিক্ষক সহ সাহা আলম জেল হেপাজতে রয়েছে।

পঞ্চু বসাক ও অশোক বসাক ভুয়ো কাগজপত্র দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করত। এরপর অ্যাকাউন্টের এটিএম কার্ড হাতিয়ে মাইনরিটি স্কলারশিপের পোর্টালে ভুয়ো ছাত্রছাত্রীদের নাম এন্ট্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা বিভিন্ন এটিএম ব্যবহার করে তুলে আত্মসাৎ করত। এদিন ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতের ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ কোর্টে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের সিআইডি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

গুগলি বাছাইয়ে ব্যস্ত ...। বৃহস্পতিবার গাজোলের ছিলিমপুরে। - পঙ্কজ ঘোষ।

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে অশান্তির জের

হাঁসুয়ার এলোপাতাড়ি কোপ 'প্রেমিকে'র

কালিয়াগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : রাস্তার মাঝে ছড়িয়ে এক জোড়া হাওয়াই চপ্পল। সঙ্গে ধুলোমাখা গায়ের চাদর, সাদা রংয়ের বাজারের ব্যাগ। রক্তের দাগও স্পষ্ট। জায়গাটি দেখলেই মনে হবে সাংঘাতিক কোনও ঘটনা ঘটে গিয়েছে ওই এলাকায়। বৃহস্পতিবার হাড়হিম করা এমন এক ঘটনার সাক্ষী থাকল কালিয়াগঞ্জ।

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে অশান্তির জের। প্রেমিকাকে হাঁসুয়া দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপালো প্রেমিক। বৃহস্পতিবার সকালে প্রকাশ্য রাস্তায় এমনই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আতঙ্ক ছড়াল মহেন্দ্রগঞ্জ এলাকায়। হাঁসুয়ার আঘাতে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন প্রেমিকা। বেগতিক বুঝে হাঁসুয়া নিয়েই দৌড়ে এলাকা ছাড়েন প্রেমিক শ্রীকান্ত বর্মন। এলাকার এক দোকানের কর্মচারী গুরুতর জখম ওই মহিলাকে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক রোগীকে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে রায়গঞ্জ মেডিকেলে স্থানান্তরিত করে। বেলা বাড়তেই বোঁচাডাঙার এক ভুট্টাখেত থেকে প্রেমিক শ্রীকান্তকে আটক করে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ।

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য,

> দীর্ঘদিন ধরে ওই মহিলার সঙ্গে শ্রীকান্ত বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত। বুধবার বাজারে এদের দুজনের মধ্যে মারামারিও হয়। ওদের সাবধানও করা হয়েছিল।
>
> **বাবলু দাস,** দোকানদার

'এবিষয়ে এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে আটক করা হয়েছে।' প্রত্যক্ষ্যদর্শী স্থানীয় এক দোকানের কর্মচারী কেশব মানি বলেন, 'সকালে দোকান খুলছিলাম। হঠাৎ চিৎকারের আওয়াজ শুনে এগিয়ে যেতেই মনে হল কেউ লাঠি দিয়ে কাউকে আঘাত করছে। কাছে যেতেই বুঝি, হাতে লাঠি নয়, ওটা হাঁসুয়া। দৌড়ে ঘটনাস্থলের দিকে যেতেই দেখি ততক্ষণে ওই মহিলাকে রাস্তায় ফেলে শরীরে কয়েকবার হাঁসুয়ার কোপ বসিয়ে দিয়েছে আক্রমণকারী। সেসময় ওই আততায়ীকে ধরার জন্য ইট নিয়ে তাড়া করতেই সে পালিয়ে যায়। আমি ওই গুরুতর আহত মহিলাকে স্টেট জেনারেল হাসপাতালে দিয়ে আসি। কী কারণে এধরনের ঘটনা ঘটল তা জানি না।'

দীর্ঘদিন ধরেই মহেন্দ্রগঞ্জ নাটমন্দিরের আটার মিল লাগোয়া রাস্তায় পাশাপাশি বসে সবজির দোকান চালাতেন ধনকৈল অঞ্চলের দেওগাঁর বাসিন্দা ওই মহিলা এবং বোঁচাডাঙা অঞ্চলের বাসিন্দা শ্রীকান্ত বর্মন।

স্ত্রীর এমন পরিস্থিতির খবর পেয়ে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ছুটে আসেন ওই মহিলার স্বামী নীরেন দেবশর্মা। তাঁর বক্তব্য, 'কাজে ছিলাম। সেখানেই ফোন আসে। শ্রীকান্ত বর্মনকে আমি চিনি না। স্ত্রীর শারীরিক পরিস্থিতি বিশেষ ভালো না।'

দাবি ফের বিধানসভায়

প্রথম পাতার পর

সাম্প্রতিককালে আমরা সবকটি আসনেই জিতেছি। আগামীদিনে উত্তরবঙ্গে বিজেপি একটাও সিট পাবে না।' আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীও বলেন, 'বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে আমরা। কিন্তু এই দাবি কেন উঠছে? উত্তরবঙ্গের জন্য বরাদ্দ অর্থ খরচই হচ্ছে না। সেই কারণেই এই বঞ্চনার অভিযোগ উঠছে। আজকে যদি সুন্দরবনের মানুষও এই বঞ্চনার শিকার নিয়ে সরব হন, সেটা কি খুব অন্যায়?'

এদিন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে শিখা বলেন, 'উত্তরবঙ্গ আলাদা করে দেওয়ার কথা একমাত্র মানুষ বলছেন। আমি মানুষের প্রতিনিধি। জনগণের কথা বলার জন্যই আমি এখানে এসেছি। নদী ভেঙে যাচ্ছে, সেই ভাঙনের কোনও প্রতিকার নেই। কোনও কর্মসংস্থান নেই। মানুষ বলছে, আপনারা বিধানসভায়আমাদের কথা বলুন। রাজ্য যদি করতে না পারে, উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় আসুক। আমরা উন্নয়ন চাইছি।' রাজ্যভাগের প্রশ্নে বিজেপিতে দোলাচল স্পষ্ট। কোচবিহারের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে শিখার মন্তব্যের বিষয়ে বলেন, 'এটা স্লিপ অফ টাং। মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছে। আসলে আমরা তো সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, যন্ত্রণার অংশীদার। মাঝেমধ্যে তাই তাঁদের কথা বলে ফেলি।'

ঘরোয়া আলোচনায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী শিখাকে সমর্থন করেছেন। শুভেন্দু বলেন, 'শিখাদি যা বলেছেন, সেটা তো আমাদেরই কথা। উন্নয়নের প্রশ্নেই এই দাবি মানুষের।' নিজের মন্তব্যের বিষয়ে অনড় থাকলেও শিখা মানছেন, পৃথক রাজ্যের দাবিকে তাঁর দল সমর্থন করে না। দলের বিধায়ক হিসেবে সেই অবস্থানকে তিনিও স্বীকার করেন। তবে একে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বলে মানতে রাজি নন তিনি। এই প্রসঙ্গে শিখা বলেন, 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হতে যাবে কেন? আমি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের কথা বলেছি। এটা বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কথা নয়। আমার কাজ সাধারণ মানুষের বক্তব্যকে বিধানসভায় পৌঁছে দেওয়া। আমি সেটাই করেছি।'

এর আগে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বা কালিম্পংয়ের বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ রাই এই দাবিতে সরব হয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপির নেতাদের মুখ খুলতে নিষেধ করেছে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, উত্তরবঙ্গে নিজেদের দাপট ধরে রাখতে পৃথক উত্তরবঙ্গের দাবিতে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই সরব হবে বিজেপি।

ধর্ম, বিচারপতির মুখে জনতা

প্রথম পাতার পর

উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের সময় হিন্দুর পরিবর্তে এই শব্দটি চালু হয়। অথচ কয়েক বছর আগেও এর জনপ্রিয়তা ছিল না। এখন অনেকে বলছেন, হিন্দু শব্দটা আসলে ফারসি শব্দ। বিজেপি সংস্কৃতির হাত ধরে বরিষ্ঠ, কার্যকর্তা শব্দগুলোও ঢুকে পড়ছে বাংলা অভিধানে।

এইভাবে সনাতনী, ব্রাহ্মণ, সন্ত্রাসকারী, দাঙ্গাকারী, হিন্দুত্বের অপমান কথাগুলো রাজ্যের দুই প্রধান পার্টির সর্বোচ্চ নেতা ব্যবহার করে চলেছেন প্রকাশ্যে। স্রেফ লোককে বোঝাতে, দেখুন, দেখুন, আমি কতটা হিন্দু। এসব কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন সম্প্রীতির বাংলাকে? কত বছর পিছনে টেনে নিয়ে যেতে চাইছেন আসলে? এটা সেই ভিড় বাসে কনডাক্টরের সংলাপ হয়ে গেল, পিছনের দিকে এগিয়ে চলুন।

উন্নয়ন, পরিকাঠামো, দূর ভবিষ্যতের ভাবনার কথা নেতাদের মুখে নেই। শুধু ধর্ম, ধর্ম আর ধর্ম। বিবেকানন্দ, নেতাজি, গান্ধিজি সবার জন্মদিনে এখন সব নেতা ছবি পোস্ট করেন নিজের প্রোফাইলে। অথচ কেউই বলেন না, সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপর নাই। বরং কথা শুনে মনে হয়, সবার ওপরে ধর্ম সত্য।

মমতা ও শুভেন্দু, দুজনেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ দায় রয়েছে। তাই হিন্দুত্ব নিয়ে 'তুই না মুই' যুদ্ধে। মমতাকে বোঝাতে হচ্ছে, তিনি শুধুই মুসলিম তোষণকারী নন। দিঘায় জগন্নাথ মন্দির বানাচ্ছেন পুরীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াক করেছেন। শুভেন্দুকে বোঝাতে হয়, তৃণমূলের অনেকটা পাপের পিছনে তিনি নেই। দিল্লির বিজেপি নেতাদের বোঝাতে চান, দ্যাখো আমি একেবারে হিন্দুত্ব ছাড়া কিছুই বোঝাই না। সবচেয়ে রামভক্ত আমিই। কপালে লাল সিঁদুর মাস্ট, মাথায় তাই উত্তর ভারতীয় পদ্ম নেতাদের ঢংয়ে পাগড়ি।

দ্যাখো আমি বাড়ছি মাম্মি!

দুই বড় পার্টির আস্ফালন-হুংকারের পাশে সিপিএম বা কংগ্রেস এখনও ডুবজলে খাবি খাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তড়পানিতেই শেষ। আপনারা কি খেয়াল করেছেন, মমতা এবং শুভেন্দুর ধর্ম নিয়ে দড়ি টানাটানির দিনই বাংলার পরিকাঠামো নিয়ে কত বড় কামান দেগেছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম? সেখানেও স্বধর্ম পালনের কথা বলা হয়েছে। এই ধর্ম বাঙালির রক্তে মিশে যাওয়া রবীন্দ্রনাথের ধর্মের মতো, আজকের নেতা-নেত্রীর ধর্মকথা নয়। 'ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান/ নীরব হয়ে, নম্র হয়ে, পণ করিয়ো প্রাণ।'

তামিল শিবজ্ঞানমের অনেক পর্যবেক্ষণের সঙ্গে আক্ষেপ মিশে যায় অনেক বাঙালির। জনতার অধিকাংশেরই মনের কথা। তাতে কি মমতা বা শুভেন্দুর কিছু এসে যায়? যায় না।

এজলাসে প্রধান বিচারপতির আত্মোপলব্ধি মনে করিয়ে দেওয়া যাক। এসব তো আসলে বলা উচিত ছিল নেতাদের। ১) আপনারা পার্ক স্ট্রিটের আলোকসজ্জা নিয়ে গর্ব করেন। অথচ মথুরাপুরের হাসপাতালের পাইপ ভেঙে গিয়েছে। বাড়ি ভগ্নদশা। পুরো এলাকা অপরিচ্ছন্ন। ২) কেন মানুষকে করমণ্ডল এক্সপ্রেস ধরতে হবে? আমার হোমটাউন, স্টেট দেখে আসুন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কীরকম। ৩) আপনারা ভোট নিয়ে চিন্তিত, ভোটারদের নিয়ে নয়। মানুষ আপনাদের ক্ষমতায় বসিয়েছেন। আপনাদের উচিত, তাঁদের কিছু ফিরিয়ে দেওয়া। ৪) রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে আমলাদের কাজ করতে সমস্যা হয়। ভক্তি ছাড়া রথ টানা কঠিন। ১৯৭৬ সালেও বাংলায় হাসপাতালে যত বেড ছিল, ২০২৫ সালে এসেও স্বাস্থ্যসচিব সেই সংখ্যার কথা বলছেন।

এর থেকে আরও কড়া কথা আর কী বলতে পারতেন প্রধান বিচারপতি? তিনি চন্দননগর, পুরুলিয়া ও মুর্শিদাবাদের বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা বলেছেন। মানুষ এ সব জানেন। মমতা, শুভেন্দু, সেলিম, অধীররা কি এসব জানেন না? এঁরা কিন্তু এই কথাগুলো টানা তুলে ধরেননি।

শিবজ্ঞানম কলকাতা এসেছিলেন ২০২১ সালের ২৫ অক্টোবর। প্রধান বিচারপতি হন ২০২৩ সালের ২১ মে। তিনি বাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্দরমহল নিয়ে যা জেনেছেন, তা অনেক বিপ্লবী ডাক্তারও জানেন না। তাঁরা ব্যস্ত ওই একমেবাদ্বিতীয়ম রাজনীতি নিয়ে।

যদি সত্যিই মনুষ্যসেবার তুলনায় ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপার প্রভুত্ব করে নেতাদের ওপর, তা হলে আরও সর্বনাশ অপেক্ষা করছে বাংলার জন্য। জোড়াফুল এবং পদ্মফুল, সবাই চেষ্টা করবে বাংলাদেশের টালমাটাল পরিস্থিতিকে ভোট প্রচারে কাজে লাগাতে। নেতারা কেউ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা আওড়ে বলবেন না, 'বারবার নষ্ট হয়ে যাই/ একবার আমাকে পবিত্র/করো প্রভু, যদি বাঁচাটাই/ মুখ্য, প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই'।

শক্তির এই চিরস্মরণীয় কবিতার নামও আজকের এই বাংলায় রীতিমতো প্রাসঙ্গিক। প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই।

র‍্যাশনের বদলে হাতে লেখা স্লিপ, অভিযুক্ত ডিলার

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : হরিশ্চন্দ্রপুরে আবার র‍্যাশন বিলি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। এবারে অভিযোগ উঠেছে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লক এলাকার তুলসীহাটা পঞ্চায়েতের র‍্যাশন ডিলার সঞ্জয় রামের বিরুদ্ধে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, অভিযুক্ত ডিলার দুয়ারে র‍্যাশন না দিয়ে তার বদলে হাতে লেখা স্লিপ দিয়ে আসছেন। র‍্যাশন সামগ্রী আনতে ২ কিলোমিটার দূরে দোকানে যেতে হচ্ছে। অনলাইন স্লিপ চাইলে বিভিন্ন অজুহাত দেখাচ্ছেন। তাঁকে বলা হলেও তিনি কর্ণপাত করছেন না।

প্রসঙ্গত, হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের ভাটোল-চণ্ডীপুরা গ্রামের র‍্যাশন ডিলার জয়নারায়ণ আগরওয়ালার বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগে গত ২৪ জানুয়ারি তাঁকে সাসপেন্ড করেন জেলা খাদ্য নিয়ামক। সেই এলাকায় র‍্যাশন দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় তুলসীহাটার র‍্যাশন ডিলার সঞ্জয় রামকে। চলতি মাস থেকে তিনি র‍্যাশন দিতে শুরু করেছেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তিনি দুয়ারে র‍্যাশন কর্মসূচির নিয়ম মানছেন না। পরিবর্তে উপভোক্তার বাড়িতে গিয়ে স্লিপ বিলি করছেন। এই পরিস্থিতিতে সাসপেন্ড হওয়া ডিলারের গোডাউন থেকেই উপভোক্তাদের মাল তুলতে হচ্ছে।

গাররা গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ নৌসাদ আলির অভিযোগ, 'এলাকায় গিয়ে মেশিনে গ্রাহকদের হাতের ছাপ নিয়ে হাতে লেখা স্লিপ ধরিয়ে দিচ্ছেন। অনলাইন স্লিপ চাইলে বিভিন্ন অজুহাত দেখাচ্ছেন।'

আরেক বাসিন্দা মহম্মদ রাকিব বলেন, 'সাসপেন্ড হয়ে যাওয়া ডিলারের গোডাউনে যেতে চাইছেন না অনেকেই। আমরা জেলা খাদ্য নিয়ামককে ফোন করে অভিযোগ জানিয়েছি। হাতে লেখা স্লিপ প্রমাণ দিয়েছি।'

যদিও অভিযুক্ত র‍্যাশন ডিলার সঞ্জয় রামের সাফাই, 'ই-পস মেশিনটি ঠিকভাবে চলছে না। তাই হাতে লেখা স্লিপ দেওয়া হয়েছে। গ্রাহকরা অনলাইন স্লিপ চাইলে দিচ্ছি। তবে আমার পক্ষে দুয়ারে র‍্যাশন দেওয়া সম্ভব নয়।'

এই প্রসঙ্গে চাঁচল মহকুমা খাদ্য সরবরাহ আধিকারিক লতিফুর জামাল বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

বস্ত্রদান

পতিরাম, ২০ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার খাঁপুরে তৃণমূলের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার একটি বস্ত্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি দলের তরফে তেভাগার শহিদ দিবস পালিত হয়। খাঁপুর এলাকায় বিশাল মিছিল বের হয়। এদিনের কর্মসূচিতে দুই শতাধিক মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

জলাশয় ভরাট

প্রথম পাতার পর

করছে বলে অভিযোগ। অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি সংস্কার)-এর কাছে বারংবার অভিযোগ জানানো হলেও কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দার অভিযোগ, রেল ও পূর্ত দপ্তরের পাশের নয়ানজুলি রাস্তার ধারে প্রশাসনের নজরের সামনে লুঠ হচ্ছে। নয়ানজুলি ভরাটের ফলে বর্ষাকালে সমস্যা আরও বাড়বে। জলনিকাশির পথ বন্ধ হয়ে গেলে বিভিন্ন এলাকায় জল দাঁড়িয়ে থেকে জনজীবন বিপর্যস্ত হতে পারে।

এখন প্রশ্ন উঠছে, সরকারি জমি দখল করে যেভাবে বহুতল নির্মাণ চলছে, তাতে কি প্রশাসনের কোনো যোগসাজশ রয়েছে? নাকি জমি মাফিয়াদের ক্ষমতার কাছে প্রশাসন অসহায়? মালদার সাধারণ মানুষ প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপের অপেক্ষায় রয়েছে। স্থানীয়রা দাবি তুলেছেন, অবিলম্বে এই বেআইনি দখল বন্ধ করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ সরকারি জমি দখলের সাহস না পায়।

১৬৪টি সিমকার্ডে সাইবার প্রতারণা

মোবাইল অপারেটর-পুলিশের বৈঠক

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ ফেব্রুয়ারি : একজনের নামে নয়টির বেশি সিম তোলা যায় না। অথচ গ্রাহকের অজান্তেই বেশকিছু সিম বিক্রেতারা জালিয়াতি করে ডুপ্লিকেট সিম বের করে নিচ্ছে। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, আপনার নামে থাকা সিমকার্ড, কখনও নিজেই বাতিল করে দিয়েছেন। আর আপনার ওই অব্যবহৃত ফোন নম্বর দিয়ে দিব্যি অপরাধ করে চলেছে অপরাধীরা। এমনকি তা কাজে লাগাচ্ছে সাইবার প্রতারণার কাজেও।

নানা অসাধু ব্যবসায়ীর সহায়তায় বাতিল হওয়া সিমও চালু করে ফেলা হচ্ছে। আঙুলের ছাপ, প্রয়োজনীয় নথি ছাড়া যেখানে সিম মেলে না, সেখানে কি কায়দায় টেলিকম অপারেটররা তাদের সিমগুলি বিক্রি করছে? হাটেবাজারে, রাস্তায় যেভাবে দেদার সিম বিক্রি হচ্ছে, সেখানে কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকছে কি না তাও জানতে সাইবার প্রতারণার মামলার তদন্তের নেমে দক্ষিণ দিনাজপুরের এমন ১৬৪টি সিমকার্ড অপরাধ জগতে ব্যবহারের তথ্য পেয়েছে পুলিশ।

অথচ ওই সিমকার্ডগুলি যাদের নামে রয়েছে, তারা বহুদিন আগেই সেগুলির ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছে। গত মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে ৯১টি সিম বিক্রেতার দোকানে অভিযান চালান জেলা পুলিশ ও সাইবার থানার তদন্তকারীরা। সেই অভিযানে তিনজন সিম বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশি হেপাজতে নিয়েছে সাইবার থানার পুলিশ। আর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই উঠে এসেছে জালিয়াতির নানা তথ্য।

সিম জালিয়াতি রুখতে ও ভুয়ো সিম বিক্রি বন্ধ করতে বৃহস্পতিবার বালুরঘাট পুলিশ লাইনে মোবাইল অপারেটর সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ ও জেলা সাইবার থানার আইসি সৌরভ ঘোষ। এমনকি জাল সিম বিক্রি বন্ধ করতে কী করণীয় তা বলা হয়েছে এবং মোবাইল অপারেটরদের সতর্ক করেছেন ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ।

তাঁর বক্তব্য, 'আমরা সিম বিক্রেতাদের ডাকব। যারা এই ধরনের সিম বিক্রি করছে তাদের রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং যে যে এলাকায় সিম বিক্রি হচ্ছে সেই তথ্য পুলিশের কাছে থাকতে হবে। এমন নানা বিষয় নিয়ে টেলিকম অপারেটরদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারাও এই ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে রাজি হয়েছে।'

তদন্তে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী জেলার অসাধু মোবাইল সিম বিক্রেতাদের কাছে বেনামি সিম তুলে তা দিয়ে দেশজুড়ে চালানো হচ্ছে প্রতারণাচক্র। ১৬৪টি এমন সিম পাওয়া গিয়েছে যা দিয়ে দেশজুড়ে নানাধরনের অপরাধ সংগঠিত করা হয়েছে। এমনকি প্রতারণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই পুলিশ তিনজনকে তিনদিনের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। এমন অপরাধ রুখতে এবার মোবাইল অপারেটরদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করল পুলিশ ও প্রশাসন। কীভাবে এই জাল চক্র বন্ধ করা যায়, সে বিষয়ে মোবাইল অপারেটরদের কী ভূমিকা, কীভাবে তারা মোবাইল অপারেটরদের সিম বিক্রির লাইসেন্স দিচ্ছেন এইসব নিয়ে আলোচনা হয়।

জাল টিকিট দেখিয়ে প্রতারণা, হেপাজতে ৫

কালিয়াচক, ২০ ফেব্রুয়ারি : জাল লটারির টিকিট দেখিয়ে টাকা হাতিয়ে নিতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ল পাঁচ প্রতারক। প্রথমে কালিয়াচকে ধরা পড়ে যায় এক তরুণ। ধৃতের নাম রমজান আনসারি (২৩)। বাড়ি অসমের কোকরাঝাড়ে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই পুলিশ জানতে পারে এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে আরও চারজন যুক্ত রয়েছে। একটি ছোট গাড়ি করে তারা রায়গঞ্জের দিকে যাচ্ছে। এই খবর জানতে পেরেই কালিয়াচক থানার পুলিশ গাজোল টোল প্লাজা ও রায়গঞ্জ থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে। রায়গঞ্জ থানার পুলিশ গাড়ি সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ জানিয়েছে,বিক্রেতার অভিযোগ বৃহস্পতিবার সকাল নাগাদ একজন অপরিচিত লোক এসে একটি লটারির টিকিট দেখে বলে, এই টিকিটে প্রাইজ রয়েছে। তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে বলা হয়। দেখা যায়, নম্বর মিলেছে। কিন্তু মঙ্গলবার যেহেতু একটি জাল টিকিট দেখে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা প্রতারণা করা হয়েছিল, তাই সজাগ ছিলেন টিকিট বিক্রেতারা। তাই ওই টিকিটটিও ভালো করে যাচাই করতে শুরু করেন কর্মীরা। তারপরে প্রমাণ হয় টিকিট জাল। সঙ্গে সঙ্গে লটারির কাউন্টার থেকে পুলিশকে জানানো হয়। কালিয়াচক থানার পুলিশ এসে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে।

এপ্রসঙ্গে জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, 'নতুন প্রতারণার জাল ফেদেছে প্রতারকরা। জাল লটারির টিকিট দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা করে নিয়ে যাচ্ছে। কালিয়াচকে একজন প্রতারক জাল টিকিট দেখিয়ে টাকা নেওয়ার চেষ্টা করে। তারপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদে আরও চারজনের নাম উঠে আসে। তাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

আগ্নেয়াস্ত্র পাচার মামলায় ধৃত

বৈষ্ণবনগর, ২০ ফেব্রুয়ারি : আগ্নেয়াস্ত্র পাচার মামলায় একজনকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর পুলিশ। ধৃতের নাম আনিকুল শেখ। বাড়ি বাপছাড়া এলাকায়। বৃহস্পতিবার তাকে শব্দলপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালের ২৭ অক্টোবর শব্দলপুর এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ একজনকে গ্রেপ্তার করে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। পুলিশ মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। সেই মামলায় যুক্ত থাকা আরও একজনকে বৃহস্পরিবার গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। সে এতদিন পলাতক ছিল।

গ্যাস সিলিন্ডার চুরিতে গ্রেপ্তার

হেমতাবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি : গ্যাসের সিলিন্ডার চুরির অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম সাগর বৈশ্য (২৪)। হেমতাবাদ বাসস্ট্যান্ড এলাকার বাসিন্দা সে।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত হেমতাবাদের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের বাড়ি থেকে গ্যাসের সিলিন্ডার চুরি করত। বুধবার রাতে হেমতাবাদ বাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই তরুণকে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ধৃতকে রায়গঞ্জ আদালতে তোলা হলে ২ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে হেমতাবাদ থানার পুলিশ।

শা-কে চিঠি

প্রথম পাতার পর

তিনি বিজেপিতে আছেন এবং থাকবেন।

শা-কে পাঠানো চিঠিতে অষ্টম তফশিলে রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষার অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতার ক্ষেত্রে পঞ্চানন বর্মা, চিলারায়ের অবদান যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনই ইতিহাসের পাতা থেকে নানান ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। যেমন বিআর আম্বেদকরের সঙ্গে সংবিধান রচনায় প্রাক্তন সাংসদ উপেন্দ্রনাথ রায়ের অংশগ্রহণ, শরৎচন্দ্র সিনহার অসমের মুখ্যমন্ত্রী থাকা। বাদ যায়নি ধর্মনারায়ণ বর্মা, নগেন্দ্রনাথ রায়, প্রতিমা বড়ুয়া সহ পদ্মশ্রী পাওয়া। আনন্দময়ের বক্তব্য, 'আমাদের সমাজে মণিমুক্তোর অভাব নেই। কিন্তু আক্ষেপ, ভাষার স্বীকৃতি পেলাম না। তবে এই দাবির সঙ্গে ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই।'

নির্বাচনের সম্পর্ক যে আছে, তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতী রাভার বক্তব্যে। তিনি বলছেন, 'রাজবংশী, কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি এবং বিভিন্ন কমিটি গঠন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তা আমাদের কোনও কাজেই আসছে না। তৃণমূল শুধু রাজনীতি করছে। রাজবংশীদের জন্য কিছু করলে, তা করবে বিজেপি।'

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজবংশীদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলছেন, 'আমাদের সুশীল বর্মন যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর বাচনভঙ্গি নিয়ে কটাক্ষ করতে থাকেন তৃণমূল বিধায়করা। আমরা প্রতিবাদ করি। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তাঁর দলের বিধায়কদের শান্ত করেন। কিন্তু রাজবংশীদের সম্পর্কে তৃণমূলের মনোভাব কী, এই ঘটনায় স্পষ্ট।' রাজবংশীদের এই দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত বলে মনে করেন মালদার বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহাও।

বেনিয়মের অভিযোগে খাদ্য দপ্তরকে পরামর্শ

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ২০ ফেব্রুয়ারি : র‍্যাশন ডিলারদের বেনিয়ম বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিলেন জেলা শাসক। বৃহস্পতিবার খাদ্য দপ্তরের সঙ্গে বৈঠকে তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন অভিযোগের প্রেক্ষিতে কেবল শোকজ করেই দায়িত্ব সারলে হবে না। দোষ প্রমাণিত হলে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। একশ্রেণির গ্রাহক ওটিপি দিয়ে র‍্যাশন সামগ্রী নেওয়ার বদলে নগদে টাকা নিয়ে নিচ্ছেন বলে যে অভিযোগ উঠছে সেই প্রসঙ্গেও নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, 'সরকারি সহায়কমূল্যে আমরা লক্ষ্যমাত্রা অনেকটাই কাছাকাছি আছি। নতুন র‍্যাশন ডিলার নিয়োগের বিষয়টি ত্বরান্বিত করা হবে।' তিনি জানান, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিলে বাকিরা ভবিষ্যতে বেনিয়ম করার আগে কয়েকবার ভাববে।

এদিন আলোচনায় উঠে আসে উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রকাশিত রায়গঞ্জের র‍্যাশন বণ্টনে ওটিপি সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়টি। মালদায় এই ধরনের অভিযোগ এখনও আসেনি। তবে এখানে এইরকম কিছু ঘটছে কিনা এই ব্যাপারে নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন জেলা শাসক। দুইভাবে গ্রাহকরা র‍্যাশন দ্রব্য সংগ্রহ করে থাকেন। একটি ওটিপি দিয়ে এবং অন্যটি মেশিনে আঙুলের ছাপ দিয়ে। ওটিপির ক্ষেত্রেই বেনিয়মের সম্ভাবনা বেশি। তাই কোন র‍্যাশন ডিলারের এলাকায় বেশি ওটিপির ব্যবহার হচ্ছে তা নজরে রাখতে বলা হয়েছে।

জেলায় ১০১ টি নতুন র‍্যাশন ডিলারশিপ নিয়োগ করা হবে। ইতিমধ্যে ইন্টারভিউ হয়ে গিয়েছে। এদিন সিদ্ধান্ত হয়েছে, নিয়োগের প্যানেল অনুমোদনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে। এছাড়া পরিষেবার মান বাড়াতে বেশি গ্রাহক থাকা ডিলারদের এলাকা ভাগ করা হবে।

সেতুর দাবিতে বিক্ষোভ

পুরাতন মালদা, ২০ ফেব্রুয়ারি : সেতুর দাবিতে বৃহস্পতিবার ফের উত্তাল হয়ে উঠল পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি খনিবাথান এলাকা। ওই এলাকার বলরামপুর-পিরগঞ্জ যোগাযোগকারী মহানন্দা নদীর ঘাটের ওপর পাকা সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। এনিয়ে গত তিন দিন ধরে আন্দোলন চলছে। কিন্তু প্রশাসনের কাছ থেকে আশ্বাসের বদলে নদীর ঘাট ফেরি চলাচলের জন্য টেন্ডার হয়ে যাওয়ায় এদিন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। টেন্ডারে অংশগ্রহণকারীর বাড়িতে গিয়ে বিক্ষুব্ধরা চড়াও হন। পুলিশ গেলে তাদেরও আটকে রাখা হয়। শেষ পর্যন্ত রাত আটটা নাগাদ ব্লক প্রশাসন ও পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

পরীক্ষা শেষে ভাঙচুর

প্রথম পাতার পর

গাঙ্গুরিয়া হাইস্কুলের আহত ছাত্রদের টিচার ইনচার্জ জাকির হোসেন জানান, 'পরীক্ষা শেষে আমাদের চার পরীক্ষার্থী দুষ্কৃতীদের দ্বারা আহত। ছাত্ররা যাতে পরীক্ষার শেষে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরতে পারে প্রশাসনকে তা দেখতে বলব। সুস্থ সমাজে এমন ঘটনা কাম্য নয়।'

পাশাপাশি বালুরঘাট হাইস্কুলের শৌচালয়, জলের পাইপ ও ট্যাপ ভাঙচুর করার বিষয় সামনে আসতেই এই নিয়ে সরব হয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। সোশ্যাল মিডিয়ায় স্কুলের সেই শৌচালয় ভাঙচুরের ছবি পোস্ট করে নিন্দা জানানো হয়েছে। যদিও কোন পরীক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা জানা যায়নি। বালুরঘাট হাইস্কুলে, ললিতমোহন আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়, নদীপার এনসি উচ্চবিদ্যালয় এবং বালুরঘাটের নালন্দা বিদ্যাপীঠের পরীক্ষা ছিল। তাই কোন স্কুলের ছাত্ররা এই কাণ্ড ঘটায় তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশায় স্কুল কর্তৃপক্ষ।

বালুরঘাট হাইস্কুলের শিক্ষক তথা শহরের সাতটি পরীক্ষাকেন্দ্রের সম্পাদক নিখিল সরকার বলেন, 'শেষদিনে এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। তাই আমাদের তরফে ক্লাস রুমগুলিতে কড়া নজরদারি ছিল। কিন্তু কিছু ছাত্র শৌচালয়ে ভাঙচুর চালায়।' নদীপাড় এমসি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শংকর লাহার কথায়, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। ছাত্রদের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখব।'

রোহিতদের ম্যাচেও ফাঁকা গ্যালারি দুবাইয়ে!

প্রশ্নে ওডিআইয়ের ভবিষ্যৎ

দুবাই স্টেডিয়ামে শুনশান গ্যালারির সামনে চলছে ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ।

দুবাই, ২০ ফেব্রুয়ারি : করাচির পর দুবাই। পাকিস্তানের পর ভারত।

ছবিটা একই। সঙ্গে প্রশ্নও একটাই। একদিনের ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা কি কমছে ক্রমশ?

জবাব সময়ের গর্ভে। তবে চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর একদিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ও জল্পনা উসকে দিয়েছে নতুনভাবে। বৃহস্পতিবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরু করল রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। এহেন ম্যাচেও দুবাই ক্রিকেট স্টেডিয়ামের গ্যালারির একটা বড় অংশ খালি ছিল। শুরুতে মনে করা হয়েছিল, ছুটির দিন নয় বলে হয়তো গ্যালারি ফাঁকা। কিন্তু বাংলাদেশ ইনিংস শেষের পর রোহিতদের রান তাড়া শুরুর পরও ছবিটা তেমন বদলায়নি। অথচ, ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি'র তরফে দিন কয়েক আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভারতের সব ম্যাচের টিকিটই বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠের গ্যালারির দর্শকাসন ২৫ হাজার। দুনিয়ার যেখানেই টিম ইন্ডিয়ার খেলা হয়, শুরুর আগেই গ্যালারি ভর্তি হয়ে যায়। ব্যতিক্রমী হিসেবে হাজির হল দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম ম্যাচের আসর। রোহিত, বিরাট কোহলিদের দেখার জন্য ফাঁকা গ্যালারি, এমন ঘটনা বিরল। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, একদিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে। যদিও সেই প্রশ্নের জবাব আপাতত কোথাও নেই।

গতকাল করাচির ন্যাশানাল স্টেডিয়ামে পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছিল চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফি। ঘরের মাঠে বাবর আজমদের ম্যাচেও ছিল ফাঁকা গ্যালারি। যা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ। আজ দুবাইয়ের মাঠে ভারত বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের আসরে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখল দুনিয়া। সঙ্গে একদিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা চরমে পৌঁছে গেল। রবিবার দুবাইয়ে ভারত-পাক মহারণের আসরে ছবিটা বদলায় কিনা, সেটাই দেখার।

হ্যাটট্রিকের আনন্দে ছুটছেন কিলিয়ান এমবাপে। তাঁকে ছোঁয়ার চেষ্টায় সতীর্থ জুডে বেলিংহাম। মাদ্রিদে বুধবার।

এমবাপের হ্যাটট্রিকে প্রি-কোয়ার্টারে রিয়াল

সিটির বিদায়, সাত গোল পিএসজি-র

মাদ্রিদ ও প্যারিস, ২০ ফেব্রুয়ারি : এক তারকা বেঞ্চে বসে দলের আত্মসমর্পণ দেখলেন। আরেকজন হ্যাটট্রিক করে জেতালেন দলকে। প্রথম জন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি'র আর্লিং ব্রাউট হালান্ড। আরেকজন কিলিয়ান এমবাপে।

ফলাফল

রিয়াল মাদ্রিদ ৩-১ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
প্যারিস সাঁ জাঁ ৭-১ ব্রেস্ট
পিএসভি আইন্দহোভেন ৩-১ জুভেন্তাস
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ০-০ স্পোর্টিং লিসবন

মরশুমের শুরুতে তাঁকে ঘিরে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সেই এমবাপেই বুধবার রাতে ঝড় তুললেন স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুর মাঠে। ফরাসি তারকার হ্যাটট্রিকেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্লে-অফের দ্বিতীয় লেগে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে ৩-১ গোলে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ। আর দুই লেগ মিলিয়ে ৬-৩ ব্যবধানে জিতে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করল কার্লো আন্সেলোত্তির দল। বিদায় নিল নীল ম্যাঞ্চেস্টার। ৪, ৩৩ এবং ৬১ মিনিটে তিনটি গোল করলেন তিনি। উলটোদিকে ম্যাচের সংযুক্তি সময় সিটি'র হয়ে একমাত্র গোলটি করেন নিকো গঞ্জালেস। এদিকে, গত শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে হাঁটুতে চোট পাওয়ায় এদিন প্রথম একাদশে ছিলেন না হাল্যান্ড। যদিও ম্যাচের পর তা নিয়ে কোনও অজুহাত দিতে চাননি ম্যান সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। বলেছেন, 'যোগ্য দল হিসাবেই জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। এই মরশুমটা আমাদের সত্যিই খারাপ যাচ্ছে। হয়তো এটাই সবচেয়ে খারাপ মরশুম।' জয়ের নায়ক এমবাপে বলেছেন, 'রিয়াল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় খেলবে, এটাই স্বাভাবিক। আমারও এই ক্লাবে ভালো খেলাই লক্ষ্য।'

ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিদায় নেওয়ার পর পেপ গুয়ার্দিওলা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে দুর্বল ব্রেস্টকে ৭-০ গোলে হারাল প্যারিস সাঁ জাঁ। দুই লেগ মিলিয়ে ১০-০ ব্যবধানে জিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় খেলা নিশ্চিত করল প্যারিসের ক্লাবটি। স্কোরশিটে নাম তুললেন সাতজন আলাদা আলাদা ফুটবলার। ম্যাচ শেষে পিএসজি কোচ লুইস এনরিকের ব্যাখ্যা, 'দলগত প্রচেষ্টাতেই এই সাফল্য।'

এখনই অবসর নিতে চাইছেন না ধোনি

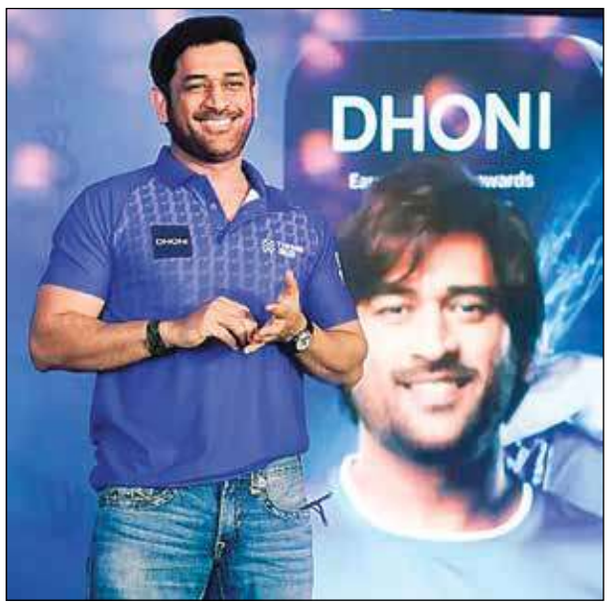

নিজের নামাঙ্কিত অ্যাপের প্রকাশ অনুষ্ঠানে মহেন্দ্র সিং ধোনি।

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন আইপিএল সম্ভবত শেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট আসর। তারপর ব্যাট তুলে রাখবেন। যদিও অবসর নিয়ে চলতি বিতর্কে নয়া মশালা যোগ করলেন স্বয়ং মহেন্দ্র সিং ধোনি। জানিয়ে দিলেন, ক্রিকেটকে এখনই বিদায় বলার ইচ্ছে তাঁর নেই। অবসরের কথা ভাবছেনও না! আর যতদিন খেলবেন, ছোটবেলার মতো ক্রিকেটকে উপভোগ করতে চান।

ভক্তদের জন্য নতুন অ্যাপের উদ্বোধনে এসে হেঁয়ালি রেখে ধোনি বলেছেন, '২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছি। এরপর অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। আর যতদিন ক্রিকেট খেলতে পারব, যে কয়টা বছর খেলা সম্ভব হবে, ক্রিকেটকে পুরোপুরি উপভোগ করতে চাই।'

এরপর ছোটবেলার ক্রিকেট খেলার স্মৃতি উসকে নিয়ে আরও বলেছেন, 'স্কুলে পড়ার সময় যেভাবে ক্রিকেট উপভোগ করতাম, সেভাবেই এখন উপভোগ করতে চাই। তখন বিকেল চারটে থেকে খেলা শুরু করতাম। প্রতিদিন ঠিক ওই সময়ে নিয়ম করে মাঠে যেতাম। আবহাওয়া খারাপ হলে ফুটবল খেলতাম। যে শিশুসুলভ মানসিকতা নিয়ে তখন খেলতাম তখন বাকি কেরিয়ারে সেভাবেই খেলতে চাই। তবে বলা যতটা সহজ, তা করা ততটাই কঠিন।'

দেশের জার্সিতে বরাবর নিজের সেরাটা দিয়েছেন। অধিনায়ক হিসেবে দিশা দেখিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটকে। মাহির কথায়, 'জাতীয় দলের হয়ে খেলার সময় সর্বদা নিজের পুরোটা দেওয়া লক্ষ্য ছিল। সবাই দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পায় না। ব্যক্তিগত প্রাপ্তি যাইহোক, যতই সাফল্য পাই না কেন, আসল কথা দেশকে কতটা গর্বিত করতে পারলাম, দেশের জন্য কতটা সাফল্য আনতে সক্ষম হলাম।'

আগামীর ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্যেও 'ক্যাপটেন কুলের' বিশেষ পরামর্শ, নিজের জন্য কোনটা সবচেয়ে ভালো, তা খুঁজে বের করতে হবে। ক্রিকেটকে সবটুকু দিয়েছিলাম। কখন ঘুমোবো, কখন উঠব, এর প্রভাব ক্রিকেটে কতটা পড়বে, সবকিছু মাথায় রাখতেন। বন্ধুত্ব, মজা করার সময় অনেক মিলবে। কিন্তু লক্ষ্য স্থির করে এগোতে হবে। এই নিয়ে কোনরকম সমঝোতা চলে না। চাপটাকে কখনও চেপে বসতে দিও না। মুখে হাসি রেখে কঠিন সময় পেরোতে পারলে ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছোনো সক্ষম।

> ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছি। এরপর অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। আর যতদিন ক্রিকেট খেলব, যে কয়টা বছর খেলা সম্ভব হবে, ক্রিকেটকে পুরোপুরি উপভোগ করতে চাই।
>
> **মহেন্দ্র সিং ধোনি**

অর্ধশতরান পেলেও সমালোচনার মুখে বাবর আজমের মন্থর ব্যাটিং।

স্বার্থপর ব্যাটিং, বাবরকে তোপ আক্রামদের

করাচি, ২০ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তান দল, সমর্থকদের আশঙ্কাই সত্যি। শুরুতেই বড় ধাক্কা। গোটা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকেই ছিটকে গেলেন তারকা ওপেনার ফখর জামান। বুধবার উদ্বোধনী ম্যাচে ফিল্ডিং করার সময় চোট পান। ফকরের বদলি হিসেবে দলে ঢুকছেন ইমাম-উল-হক।

২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন ইমাম। ঘরোয়া ক্রিকেটে সাফল্য পেলেও ডাক পাননি। ফখর জামানের চোট দরজা খুলে দিল ইমামের। ছিটকে যাওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে ফখর জানিয়েছেন, ঘরের মাঠে আইসিসি টুর্নামেন্ট থেকে এভাবে ছিটকে যাওয়া মানতে পারছেন না। তবে উপরওয়ালার ওপর বিশ্বাস রয়েছে। আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবেন।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বড় হারের পর প্রাক্তনদের তোপের মুখে মহম্মদ রিজওয়ানের দল। নির্বিষ বোলিং, নেতিবাচক ব্যাটিং নিয়ে ওয়াঘার ওপারে সমালোচনার ঢেউ। আঙুল উঠছে ৩২০ তাড়া করতে নেমে বাবর আজমের ঘুমপাড়ানি ব্যাটিং নিয়ে।

বুধবার ছিল উদ্বোধনী ম্যাচ। তিন দশক পর আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজনের সুযোগ। করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়াম উৎসবের চেহারা নেয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারি। যদিও সেই উৎসবের জল ঢালে শাহিন শা আফ্রিদি, নাসিম শা, বাবর আজমদের পারফরমেন্স।

টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেলেন ফখর, বদলি ইমাম

ওয়াসিম আক্রাম চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন। কিংবদন্তির তোপের মুখে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড, নির্বাচকরাও। দাবি, যোগ্যতা নয়, পছন্দে ক্রিকেটারদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ফল চোখের সামনে।

আক্রম বলেছেন, 'পাক ক্রিকেট সংস্কৃতির কঠিন সত্যটা হল, কারওর সমালোচনা করা যাবে না। কিন্তু বাস্তব হল, যে সেরা, তাকে দলে রাখতে হবে। যদিও তা হয়নি। পছন্দের ক্রিকেটাররা ঢুকে পড়েছে। ১৫ জনের দল বাছতে ৫-৬ নির্বাচক! এরা সবকিছু জটিল করে দিচ্ছে। দরকার ঘরোয়া ক্রিকেটের খোলনলচে বদলানও।'

বাবরের মন্থর ব্যাটিং নিয়ে আক্রমের অভিযোগ, দলের সেরা ব্যাটারকে ৯০ বলে ৬০ রান করতে দেখাটা বিরক্তিকর। তার চেয়ে ৩০ বলে ৩৫ দলের জন্য অনেক বেশি কার্যকর। বর্তমান ক্রিকেটে এহেন মন্থর ব্যাটিং অচল। বাসিত আলির অভিযোগ, বাবর দল নয়, নিজের জন্য খেলছিল। এরপরও বাবরের সমালোচনা করলে, সমালোচকদেরই তুলোধোনা করা হয়।

চেতেশ্বর পূজারা আবার বাবরের টেকনিকে গলদ দেখছেন। জানিয়েছেন, স্পিনারদের বিরুদ্ধে ফুটওয়ার্ক ঠিক ছিল না। পায়ের ব্যবহার করছিলই না। আক্রমণাত্মক শটের বদলে খুচরো রানে যেভাবে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছিল, তাতে তিনি অবাক। ব্যর্থতার জের পাকিস্তান দলের মধ্যেও। ম্যাচ চলাকালীনই অধিনায়ক রিজওয়ান আর শাহিনের মধ্যে ঝামেলা লেগে যায়। ৪৭তম ওভারের ঘটনা। উত্তেজিত হয়ে শাহিনকে কিছু বলতে দেখা যায় রিজওয়ানকে। পালটা দেন শাহিনও। জল বেশিদূর না গড়ালেও ঘটনাটি দলের মধ্যে ফাটল প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে।

বদলার অপেক্ষায় বিদর্ভ

নাগপুর ও আহমেদাবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি : রনজি ট্রফির সেমিফাইনালে চতুর্থ দিনের শেষেও চাপ কাটাতে পারল না মুম্বই।

গতবার রনজি ফাইনালে মুম্বইয়ের কাছে হেরেই স্বপ্নভঙ্গ হয় বিদর্ভের। সেই বিদর্ভই এবার প্রতিশোধের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। সেমিফাইনালে মুম্বইকে হারাতে শেষদিনে তাদের প্রয়োজন ৭ উইকেট। চতুর্থ দিনের শুরুতে ইনিংসে আরও ১৪৫ রান যোগ করে বিদর্ভ। সব মিলিয়ে ২৯২ রান করে তারা। আগের ইনিংসে বিদর্ভের ১১৩ রানের লিড ছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫১ রান করেন যশ রাঠোর। ফলে মুম্বইয়ের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৪০৬। দিনের শেষে মুম্বইয়ের স্কোর ৮৩/৩। জয়ের জন্য প্রয়োজন ৭ উইকেটে ৩২৩ রান। যা মোটেও সহজ নয়। প্রথম ইনিংসে এই মুম্বই যে তিনশো রানের গণ্ডিও পেরোতে পারেনি। অন্য সেমিফাইনালে চতুর্থ দিনের শেষেও লড়াই জারি রেখেছে গুজরাট। কেরলের ৪৫৭ রানের জবাবে দিনের শেষে তাদের স্কোর ৪২৯/৭। গুজরাট এখনও পিছিয়ে ২৮ রানে।

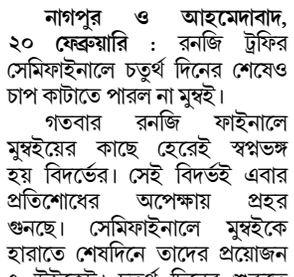

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে শতরান করে বিদর্ভের যশ রাঠোর। বৃহস্পতিবার।

ফিট মনবীর অনুশীলনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের নকআউট পর্যায়ে কি খেলতে পারবেন ক্লেইটন সিলভা?

এখনও পর্যন্ত আইএসএল এবং এএফসির ম্যাচ নিয়ে রীতিমতো চিন্তায় লাল-হলুদ শিবির। কারণ ৫ মার্চ ঘরের মাঠে তুর্কমেনিস্তানের এফকে আকাদাগের বিরুদ্ধে খেলার তিনদিনের মধ্যে ইস্টবেঙ্গলকে আইএসএলের ম্যাচ খেলতে শিলংয়ে যেতে হবে। ফিরতি এএফসির ম্যাচ ১২ তারিখ তুর্কমেনিস্তানে। শিলং থেকে কলকাতায় ফিরে যাওয়া নিয়েই এখন ভাবনায় অস্কার ব্রুজোঁ। ক্লাব সূত্রের খবর, তিনি গুয়াহাটি হয়ে দিল্লি যেতে নারাজ। কারণ তাতে শিলং থেকে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা বাস সফর করতে হবে। ইস্টবেঙ্গল কোচ সেটা চাইছেন না। ইতিমধ্যেই ৮ মার্চের ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছে। কিন্তু তাতে এখনও কর্ণপাত করেনি এফএসডিএল। আইএসএল সূত্রে খবর নিয়ে জানা যাচ্ছে, সূচি বদলের কোনও সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত নেই। যা নিয়ে এদিন অসন্তোষও প্রকাশ করেন অস্কার। কারণ এদেশ থেকে তুর্কমেনিস্তান যেতে অনেকটা সময় লেগে যায়। তবে ওই ম্যাচ নিয়ে যে ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছেন, সেটা পরিষ্কার হয়ে যায় যখন বলেছেন, 'ক্লেইটনকে খেলানোর চেষ্টা করছি। আশা করি ও দ্রুত ফিট হয়ে যাবে। ওর মতো একজন ফুটবলারকে প্রয়োজন দলে।' টানা কয়েকদিনের অনুপস্থিতির পর এদিনের অনুশীলনে আসেন ক্লেইটনও। তবে মাঠে নামেননি। বলেছেন, 'আরও দুই-তিনদিন লাগবে চোট কী অবস্থায় আছে সেটা জানতে। তবে আশা করছি, এএফসির ম্যাচে মাঠে নামতে পারব।' আপাতত আইএসএল নিয়ে আর ভাবছেন না কোচ-ফুটবলাররা কেউই। সাউল ক্রেসপোও স্বীকার করলেন, 'পাঞ্জাব এফসি ম্যাচ না জিততে পারলে আমাদের যাবতীয় আশা শেষ হয়ে যাবে। তাই এই ম্যাচ জিততেই হবে। তারপর তাকিয়ে থাকতে হবে অন্যদের দিকে।'

এদিকে, এদিন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে স্বস্তি ফেরে মনবীর সিং দলের সঙ্গে অনুশীলনে নেমে পড়ায়। তাঁকে রেখেই হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা দল সাজাচ্ছে বলে মনে হয়েছে। এর অর্থ সাহাল আবদুল সামাদ ছাড়া ওডিশা এফসি-র বিপক্ষে সবাইকেই পাচ্ছেন মোলিনা।

এএফসি-তে খেলতে চান ক্লেইটন

ঘরে ফের হার মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০ জামশেদপুর এফসি-২ (ঋত্বিক, নিখিল)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : আইএসএলে হারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখল মহমেডান। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে জামশেদপুর এফসি'র কাছে ০-২ গোলে হারল তারা। এদিকে, এই ম্যাচ জিতে ২১ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে আইএসএল সুপার সিক্স কার্যত নিশ্চিত করেছে খালিদ জামিলের দল।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই জামশেদপুর দুই প্রান্ত দিয়ে আক্রমণ শানিয়ে নাভিশ্বাস তুলে দেয় মহমেডান রক্ষণভাগের। ৫ মিনিটের মধ্যে প্রথম গোলটি পেয়ে যায় তারা। জটলার মধ্যে দিয়ে জাভির শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের। ফিরতি বলে গোল করে যান বঙ্গতনয় ঋত্বিক দাস। ১৫ মিনিটে জো জোহেরলিয়ানার ভুলে প্রায় গোল পেয়ে গিয়েছিলেন ঋত্বিক। পরিস্থিতি কোনওক্রমে সামাল দেন গোলরক্ষক পদম ছেত্রী। বস্তুতপক্ষে, এদিন ঋত্বিককে আটকাতে হিমসিম খেলেন জুইডিকারা।

কাজে এল না অ্যালেক্সিস গোমেজের চেষ্টা।

৫২ মিনিটে দ্বিতীয় গোল প্রায় পেয়েই গিয়েছিল জামশেদপুর। জাভিয়ের সিভেরিওর বাড়ানো পাস থেকে জর্ডন মারের শট ক্রসপিসে লেগে বেরিয়ে যায়। মিনিট দুয়েকের মধ্যে জাভি হার্নান্ডেজের দুরন্ত শট ততোধিক দক্ষতায় বাঁচিয়ে দেন পদম। এদিন পদম না থাকলে আরও বড় লজ্জার মুখে পড়তে হত মহমেডানকে। ম্যাচের ৮২ মিনিটে ইমরান খানের পাস থেকে দ্বিতীয় গোলটি করে যান জামশেদপুরের নিখিল বারলা। এই গোলের ক্ষেত্রে দায় এড়াতে পারবেন না অধিনায়ক আদিঙ্গা।

চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত একটিও হোম ম্যাচ জিততে পারেনি মহমেডান। এই ম্যাচে পরাজয়ের পর ২১ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে সবার শেষেই থেকে গেল তারা।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব : পদম, আদিঙ্গা, ফ্লোরেন্ট, জোহেরলিয়ানা, জুইডিকা, ইরশাদ, মাফেলা (মাকান), অ্যালেক্সিস, রেমসাঙ্গা (মনবীর), ফ্রাঙ্কা (জেরেমি), রবি (মার্ক)।

ড্র লিভারপুলের

লন্ডন, ২০ ফেব্রুয়ারি : অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে পয়েন্ট নষ্ট করল লিভারপুল। প্রথমে এগিয়ে গিয়েও ২-২ গোলে ম্যাচ ড্র করে আর্নে স্লটের ছেলেরা। ২৯ মিনিটে মহম্মদ সালাহর গোলে এগিয়ে যায় তারা। ৩৮ মিনিটে সমতা ফেরান ইউরি টিলেম্যান্স।

প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে ওলি ওয়াটকিন্সের গোলে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় ভিলা। তবে ৬১ মিনিটে গোল করে লিভারপুলের হার বাঁচান ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড। এই নিয়ে টানা ২২ ম্যাচ অপরাজিত রয়েছে আর্নে স্লটের দল। আপাতত লিভারপুল ২৬ ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনাল এক ম্যাচ কম খেলে ৫৩ পয়েন্ট পেয়েছে। শনিবার ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে জিতে লিভারপুলের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কমানোই লক্ষ্য তাদের।

বাভুমাদের আজ চমক দিতে চান আফগানরা

করাচি, ২০ ফেব্রুয়ারি : মাঠের ভিতরের বিষয়গুলিই শুধু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আমরা। আর সেটাই আমাদের কাজ।

বিকেলের দিকে করাচির ন্যাশানাল স্টেডিয়ামে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে আফগানিস্তান অধিনায়ক হাশমাতুল্লাহ শাহিদি যখন কথাগুলি বলছিলেন, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তাঁর মনের অন্দরের যন্ত্রণার কথা। বেশ কয়েক বছর হয়ে গিয়েছে, নিয়মিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছে আফগানিস্তান। কিন্তু এখনও তারা তাদের যোগ্য সম্মান পায়নি। আফগানিস্তানে তালিবানি শাসন ব্যবস্থা নিয়ে বাকি দুনিয়ার প্রবল আপত্তিও রয়েছে। যার প্রমাণ, বিভিন্ন দেশের আফগানিস্তান সফর বয়কট করার মতো ঘটনা।

ছবিটা বদলানোর লক্ষ্যে বাইশ গজের যুদ্ধের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চমক দিতে চাইছেন আফগানরা। সেই লক্ষ্যেই আগামীকাল করাচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরু করছে আফগানিস্তান। ২০২৩ সালে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে ইংল্যান্ড, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে চমক দিয়েছিলেন আফগানরা। শুক্রবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচে টেম্বা বাভুমাদের একইভাবে চমক দিকে বদ্ধপরিকর আফগানিস্তান।

CHAMPIONS TROPHY 2025 • PAKISTAN
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আজ

আফগানিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা

সময় : দুপুর ২.৩০ মিনিট, **স্থান :** করাচি
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার

ভারতের মেয়েদের জয়

সারজাহ, ২০ ফেব্রুয়ারি : দাপুটে জয় দিয়ে পিঙ্ক লেডিস কাপে অভিযান শুরু করল ভারতের মহিলা ফুটবল দল। প্রথম ম্যাচেই জর্ডনকে ২-০ গোলে হারাল ভারতের মেয়েরা। ম্যাচের দুই অর্ধে দুটি গোল করেন নাওরেম প্রিয়াংকা দেবী ও মনীষা। বুধবার এই টুর্নামেন্টের অনূর্ধ্ব-২০ বিভাগেও জর্ডনকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ভারত।

সুপার কাপ নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : আগামী সোমবার কি সুপার কাপ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। বলা মুশকিল। উত্তরাখণ্ড সরকারকে রাজি করাতে ওখানে পৌঁছে যান সভাপতি কল্যাণ চৌবে। জাতীয় গেমস হওয়ায় ওখানে মাঠ এখন তৈরি। কিন্তু সমস্যা বেঁধেছে অন্য জায়গায়। এক তো ওখানে এতগুলো দলের জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলনের মাঠ দরকার। আর তার সঙ্গে প্রয়োজন একাধিক পাঁচতারা হোটেল। কারণ আইএসএলের দলগুলো তো বটেই, আই লিগের দলেরাও এখন পাঁচতারা হোটেল ছাড়া দল রাখে না। আগে ঠিক ছিল, গোয়ায় হবে সুপার কাপ। কিন্তু গোয়া সরকার টুর্নামেন্ট করতে রাজি থাকলেও আর্থিক সহায়তা করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। গত মরশুমে ওডিশা সরকার এই টুর্নামেন্ট বাবদ ৩ কোটি টাকা দেওয়ায় সফলভাবে হয় সুপার কাপ। কিন্তু এবার সেখানে নতুন সরকার আসায় তারাও হাত তুলে নিয়েছে। এখন তাই এআইএফএফ চেষ্টা করছে উত্তরাখণ্ড সরকারকে এই বিষয়ে রাজি করাতে। ফলে মাত্র মাস দেড়েক বাকি থাকলেও কোথায় হবে ফেডারেশনের একমাত্র নকআউট টুর্নামেন্ট। তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। এদিকে, তুরস্কে এদিন পিঙ্ক লেডিস কাপে জর্ডনের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়ী হল অনূর্ধ্ব-২০ ভারতীয় মেয়ে দল।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ হেসে খেলে **কুশল** তুমি করলে দ্বাদশ বছর পার। এরূপভাবে তোমার জীবনে জন্মদিন আসুক শতবার। - **বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুমা, দাদু, দিদা ও লাল ঠাকুরের আশীর্বাদ।**

মনে হয়েছিল আর খেলতে পারব না সামি

৫ উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস মহম্মদ সামির।

দুবাই, ২০ ফেব্রুয়ারি : আরও একটা আইসিসি টুর্নামেন্ট। মেগা ইভেন্টে আবারও স্বমেজাজে মহম্মদ সামি। ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে যেখানে শেষ করেছিলেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শুরুটা সেখান থেকেই। প্রথম স্পেলে জোড়া শিকারে বাংলাদেশের টপ অর্ডারকে টলিয়ে দেন মহম্মদ সামি। জাঁকিয়ে বসা জাকের আলিকে সরিয়ে ওডিআই ফরম্যাটে ২০০ উইকেট প্রাপ্তি। ম্যাচে পাঁচ শিকার।

অথচ, ২০২৩ বিশ্বকাপের পর অস্ত্রোপচার, প্রায় দেড় বছর মাঠে বাইরে থাকার জেরে হতাশা ঘিরে ধরেছিল। সংশয় ছিল, ফের জাতীয় দলের জার্সি চাপিয়ে মাঠে নামতে পারবেন কি না। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযানে নামার আগে সেই কঠিন সময়ের স্মৃতি রোমন্থনে আবেগতাড়িত সামি।

আইসিসি ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা থেকে রাতারাতি অপারেশন টেবিলে নিজেকে খুঁজে পাওয়া, দুর্দান্ত ফর্ম থেকে চোটের জন্য লম্বা সময় মাঠের বাইরে ছিটকে যাওয়া কঠিন ছিল আমার জন্য। শুরুর দিকে নিজেরই সন্দেহ হত, আবার খেলতে পারব তো। এই ধরনের চোট কাটিয়ে ১৪ মাস পরে ফেরা মোটেই সহজ ছিল না।'

চিকিৎসকদের কাছে সামির প্রথম প্রশ্নই ছিল- কবে মাঠে ফিরবেন। আরও জানান, 'চিকিৎসকরা বলেছিল, আগে তো হাঁটা। তারপর জগিং। তারপর দৌড় শুরুর ব্যাপার। সময় সাপেক্ষ। সত্যি কথা বলতে, ওই সময় মাঠে ফেরা মনে হচ্ছিল অনেক দূরের ব্যাপার। অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। হাজারো প্রশ্ন ভিড় করত। ক্রাচ ছেড়ে মাঠে ফিরতে পারব, নাকি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই হাঁটতে হবে?'

প্রায় মাস দুয়েক বিছানায় শুয়ে কাটানো। ৬০ দিন পর মাটিতে প্রথম পা ফেলা। চিকিৎসকরা যখন বলে, এবার পা মাটিতে ফেলতে পারবে, কিছুটা ভয়ের মধ্যে ছিলেন সামি। পড়ে যাওয়ার ভয়। সেখান থেকে আস্তে আস্তে ছোট্ট বাচ্চার মতো করে নতুনভাবে হাঁটতে শেখা। দেশের হয়ে আবার খেলার ইচ্ছেটাই সাহস জুগিয়েছে সামিকে। সামির কথায়, 'দেশের হয়ে খেলা আমার কাছে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা ছিল। কঠিন সময়ে আমাকে যা লড়াই করতে সাহস জুগিয়েছে।'

দ্রুততম ২০০ ওডিআই উইকেট
(বলের নিরিখে)

বল	ক্রিকেটার
৫১২৬	মহম্মদ সামি
৫২৪০	মিচেল স্টার্ক
৫৪৫১	সাকলিন মুস্তাক
৫৬৪০	ব্রেট লি
৫৭৮৩	ট্রেন্ট বোল্ট
৫৮৮৩	ওয়াকার ইউনিস

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেরা বোলিং ফিগার (ভারতের)

বোলিং ফিগার	ক্রিকেটার	প্রতিপক্ষ	সাল
৩৬/৫	রবীন্দ্র জাদেজা	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২০১৩
৫৩/৫	মহম্মদ সামি	বাংলাদেশ	২০২৫
৩৮/৪	শচীন তেন্ডুলকার	অস্ট্রেলিয়া	১৯৯৮
৪৫/৪	জাহির খান	জিম্বাবোয়ে	২০০২

দ্রুততম ১১ হাজার ওডিআই রান
(ইনিংসের নিরিখে)

ইনিংস	ক্রিকেটার
২২২	বিরাট কোহলি
২৬১	রোহিত শর্মা
২৭৬	শচীন তেন্ডুলকার
২৮৬	রিকি পন্টিং
২৮৮	সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

৩৬ বলে ৪১ রানের পথে বৃহস্পতিবার নতুন কীর্তি গড়লেন রোহিত শর্মা।

ষষ্ঠ বা নীচের উইকেটে সর্বাধিক জুটি
(চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে)

রান	ক্রিকেটার	প্রতিপক্ষ	সাল
১৫৪	তৌহিদ হৃদয়-জাকের আলি	ভারত	২০২৫
১৩১	জাস্টিন কেম্প-মার্ক বাউচার	পাকিস্তান	২০০৬
১২২	ক্রিস কেয়ার্নস-ক্রিস হ্যারিস	ভারত	২০০০
১১৭	রাহুল দ্রাবিড়-মহম্মদ কাইফ	জিম্বাবোয়ে	২০০২

শতরানের পর বাংলাদেশের তৌহিদ হৃদয়। দুবাইয়ে বৃহস্পতিবার।

৪ উইকেট রুদ্রনীলের

বালুরঘাট, ২০ ফেব্রুয়ারি : আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৫ দুইদিনের ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর ৩০৩ রানে বাঁকুড়াকে হারিয়েছে। বুধবার বালুরঘাট স্টেডিয়ামে মেদিনীপুর ৭৯.৪ ওভারে ৩৫২ রান তোলে। অংশ ঘোষ ১১৪ রান করে। রাজ গুপ্ত কবিরাজ ৬৬ রানে ৪ উইকেট নিয়েছে। জবাবে বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া ২২.৫ ওভারে ৪৯ রানে গুটিয়ে যায়। দীপ ভট্টাচার্য ১৬ রান করে। রুদ্রনীল ভগত ৭ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট।

জিতল ডুয়ার্স

আলিপুরদুয়ার, ২০ ফেব্রুয়ারি : ডুয়ার্স কাপ মহিলা টি২০ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ২ উইকেটে বেলুড়ের শ্রীগুরু সংঘ ক্রিকেট কোচং সেন্টারকে হারিয়েছে। টাউনের মাঠে বেলুড় টসে জিতে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩৫ রান তোলে।

শতরান সুমনের

রায়গঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : আইডলস ক্রিকেট ক্লাবের পরিচালনায় এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় আশিস গুপ্ত, অভিজিৎ পাল ও অলোক মুখার্জি ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার অভিযান ২৮ রানে মালদার এসএমএমসিসি ক্লাবকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমে অভিযান ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২৪৩ রান তোলে। ১০০ রান করেন সুমন দাস। জবাবে এসএমএমসিসি ২১৫ রানে গুটিয়ে যায়।

অন্য ম্যাচে আইডলস ক্রিকেট ক্লাব ১৫ রানে চাঁচলের বিরুদ্ধে জয় পায়। আইডলস ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৫৮ রান তোলে। ৩৪ রান করেন অর্ক দাস। জবাবে চাঁচল ৭ উইকেটে ১৪৩ রানে আটকে যায়। ৬১ রান করেন মানস রায়।

এমবাপের হ্যাটট্রিকে প্রি-কোয়ার্টারে রিয়াল

খবর তেরোর পাতায়

e-TENDER NOTICE

Sealed e-Tender are invited for NIT No:- 34/KDI-I/2024-25, Dt-20/02/2025
For More Details please visit- www.wbtenders.gov.in
&
Last date & Time of Dropping/ submission of tender is :- 03/03/2025 up to 06.00 PM.

Sd/-
Prodhan Karandighi-I GP
Karandighi Dev. Block

জাতীয় গেমসে সফল বাংলার ক্রীড়াবিদদের বৃহস্পতিবার সংবর্ধনা দিল কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিওএ সচিব জহর দাস, কোশাধ্যক্ষ কমল মৈত্র, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, আইএফ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত সহ বিশিষ্টরা।

ইয়ং ফর্টিজ ক্রিকেট শুরু হল মিলন সংঘে

জলপাইগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ি কোকোনাট কর্নারের ৪০ উর্ধ্ব ক্রিকেটপ্রেমী ও প্রাক্তন খেলোয়াড়দের নিয়ে ৬ দলের ইয়ং ফর্টিজ ক্রিকেট বৃহস্পতিবার শুরু হল। মিলন সংঘের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে জেএমটি ৭ উইকেটে সেভেন বুলেট ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে সেভেন বুলেট ১২ ওভারে ৯৬ রান তোলে। জবাবে জেএমটি ১১ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা জেএমটি-র সুমন সিংহ।

অন্য ম্যাচে আনস্টপেবল ওয়ারিয়র্স ১০ উইকেটে জেসিটি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে জেসিটি ৬ উইকেটে ৬০ রান তোলে। জবাবে ওয়ারিয়র্স ৪.১ ওভারে বিনা উইকেটে ৬১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ওয়ারিয়র্সের বিশ্বজিৎ মণ্ডল।

সন্ধান চাই

আমার মেয়ে **চুমকি ইন্দ্রনীল দাস** গত 4/02/2025 তারিখে রাত্রি 6.30 P.M.-এর পর থেকে শিলিগুড়ি, রবীন্দ্রনগর, দাসপাড়া (Ward No-21) থেকে আমার মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বয়স 44 বছর, উচ্চতা 5'-1", ফর্সা। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি দেখে থাকেন দয়া করে যোগাযোগ করুন, **রবি দাস**, M: 9320049545.